মুসলিম শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুসলিম শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আল-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৯৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪২
আইএসবি নম্বর ঃ ৯৮৯-০৬-০০৩৮-৯

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৩
বৈশাখ ১৪১০
সফর ১৪২৪
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫ ফকিরাপুল (১ম লেন)
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল ওদুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
রাজীব আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২০/এ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মূল্য ঃ ২১২.০০ (দুই শত বার) টাকা মাত্র

MUSLIM SHARIF (3rd vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh), translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. April 2003

Price : Tk. 212.00 ; US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লাখ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীয়াতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ করা এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীয়াতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়াতের মৌলিক দু'টি উৎস— পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলেমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯১ সালে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর মুদ্রিত কপিগুলো ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী— পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী— পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফিয আবু বকর আল-খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

সূচিপত্র

٤. كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

৪. মুসাফিরের সালাত ও তার কসর অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤-كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

৪. মুসাফিরের সালাত ও তার কসর অধ্যায়

١- بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সালাত এবং তার কসর

١٤٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلاَةِ الْحَضَرِ.

১৪৪০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় দু' রক'আত সালাত ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো, কিন্তু মুকিমের সালাত বাড়িয়ে দেয়া হলো।

١٤٤١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَمَّهَا فِى الْحَضَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الأُوْلٰى.

১৪৪১. আবূ তাহির (র.) ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন সালাত ফরয করেছিলেন, তখন দু' রাক'আত ফরয করেছিলেন। এরপর মুকিমের সালাত পুরা করেন, কিন্তু সফরের সালাত প্রথম ফরযের অবস্থায়ই থেকে যায়।

١٤٤٢- وَحَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الصَّلاَةَ اَوَّلَ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلاَةُ

الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَابَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

১৪৪২. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সালাত প্রথমে দু' রাক'আত ফরয করা হয়েছিল; এরপর সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো এবং মুকিমের সালাত পুরা করা হলো। যুহরী (র.) বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? আপনি কি সফরের সালাত পুরা করেন? তিনি বলেন, তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে উসমান (রা) ব্যাখ্যা দিতেন।

١٤٤٣– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

১৪৪৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র.) .... ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)-কে বললাম, (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) "যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে, তবে সালাত সংক্ষেপ করে পড়াতে কোন দোষ নেই" কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপদ। উমর (রা) বললেন, বিষয়টি আমাকেও বিস্মিত করেছে, যা তোমাকে বিস্মিত করেছিল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম ও এর জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি সাদাকা। তোমরা তাঁর সাদাকাটি গ্রহণ কর।

١٤٤٤– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ اِدْرِيْسَ.

১৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী (র.) .... ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে ইব্‌ন ইদ্‌রীসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছিলাম।

١٤٤٥– وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুকীমের জন্য চার রাক'আত মুসাফিরের জন্য দু' রাক'আত এবং শংকিত অবস্থায় এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

١٤٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عَائِذِ الطَّائِىُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيْمِ اَرْبَعًا وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) ও আমরুন নাকিদ (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুসাফিরের উপর দু' রাক'আত, মুকীমের উপর চার রাক'আত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

١٤٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ اُصَلِّىْ اِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ اِذَا لَمْ اُصَلِّ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ.

১৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.) .... মূসা ইব্ন সালামা আল-হুযালী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যখন মক্কায় থাকি এবং ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের সুযোগ না পাই, তখন কিরূপ সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, দু' রাক'আত। এটিই আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর সুন্নাত।

١٤٤٨. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল আদ্-দারীর (র.) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.).... কাতাদা (র.) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٤٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلّٰى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ وَاَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلّٰى فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَايَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوكُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ اِنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ اَبَابَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".

১৪৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র.) .... ঈসা ইব্ন হাফ্স ইব্ন আসিম ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার রাস্তায় আমি ইব্ন উমরের সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তার পর তিনি তাঁর মনযিলে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাদের যুহরের সালাত দু' রাক'আত পড়ালেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি তাঁর মনযিলে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। এরপর যে স্থানে তিনি সালাত আদায় করেছিলেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি দেখলেন, কিছু লোক দাঁড়ান। তিনি বললেন, তারা সেখানে কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল আদায় করতাম তাহলে আমি আমার সালাত (ফরয)-কেই পূর্ণ করতাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে থেকেছি। কিন্তু ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেন নি। আমি আবূ বাক্র (রা)-এর সঙ্গেও থেকেছি, তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেন নি। আমি উমর (রা.)-এর সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত পড়েন নি। আমি উসমান (রা.)-এরও সঙ্গে ছিলাম। তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেন নি। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

١٤٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُوْدُنِيْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمَا رَاَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".

১৪৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... হাফস্ ইব্‌ন আসিম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে সফরে সুন্নাত সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, কিন্তু তাঁকে কখনো সুন্নাত আদায় করতে দেখি নাই। যদি আমি সুন্নাত পড়তাম তাহলে আমি (ফরয) সালাতকেই পূর্ণভাবে আদায় করতাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"।

١٤٥١- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫১. খাল্‌ফ ইব্‌ন হিশাম আবূর রাবী আয যাহরানী (র.), কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.), যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.), ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় যুহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফায় আসরের সালাত দু' রাক'আত আদায় করেন।

١٤٥٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেছি। আর যুল-হুলায়ফায় তাঁর সঙ্গে আসরের সালাত দু' রাক'আত পড়েছি।

١٤٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইযায়ীদ আল-হুনাঈ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট সালাত কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরের উদ্দেশ্যে তিন মাইল অথবা রাবী শু'বার সন্দেহ তিনি তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করতেন, তখনই দু' রাক'আত পড়তেন।

١٤٥٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ إِلٰى قَرْيَةٍ عَلٰى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَيْلاً فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ.

১৪৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.) ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.), যুহায়র ইব্ন নুফায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুরাহ্বিল ইবনুল সিম্ত (র.)-এর সঙ্গে একটি গ্রামের দিকে রওনা দিলাম, যা সতের বা আঠার মাইলের মাথায় অবস্থিত। তারপর তিনি দু' রাক'আত সালাত পড়লেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি উমর (রা.)-কে দেখেছি, তিনি যুল-হুলায়ফায় দু' রাক'আত পড়েছেন। এ বিষয়ে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে রূপ করতে দেখেছি, সেরূপই করছি।

١٤٥٥- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيْلَ وَقَالَ اِنَّهُ اَتٰى اَرْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِيْنُ مِنْ حِمْصَ عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَيْلاً.

১৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র.) .... শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইব্ন সিম্ত থেকে তিনি শুরাহবীলের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি যে গ্রামটিতে গিয়েছিলেন, সেটি ছিল হিম্সের অন্তর্ভূক্ত রাউমাইন সেটি আঠার মাইলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا.

১৪৫৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিলাম। সেই সফরে তিনি মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন।

١٤٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ.

১৪৫৭. কুতায়বা (র.) ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

১৪৫৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্য মদীনা থেকে বের হলাম। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٤٥٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ.

১৪৫৯. ইব্‌ন নুমায়র (র.) ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় হজ্জের কথা উল্লেখ করেন নি।

١٤٦٠- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا اَرْبَعًا.

১৪৬০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনা ও অন্যান্য জায়গায় মুসাফিরের সালাত হিসেবে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। আবূ বাক্‌র (রা.) এবং উমর (রা) ও দু' রাক'আত পড়েন। উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাক'আত পড়েন। পরে তিনি চার রাক'আত পুরা আদায় করেন।

١٤٦١- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ بِمِنًى وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ.

১৪৬১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.), ইসহাক ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) যুহরী (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় মিনার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু (অন্যান্য স্থানে) শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

١٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلاَّهَا وَحْدَهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৬২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর আবূ বাক্‌র (রা.) এবং আবূ বাকরের পর উমর (রা.) দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাক'আত পড়েছেন। পরবর্তী সময় উসমান (রা.) চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা.) যখন ইমামের সঙ্গে পড়তেন, তখন চার রাক'আত পড়তেন, যখন একাকী পড়তেন তখন দু' রাক'আত পড়তেন।

١٤٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৬৩. ইব্‌নুল মুসান্না (র.) থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র.) আবূ কুরায়ব (র.) ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) উবায়দুল্লাহ (র.) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٤٦٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ بِمِنًى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِىَ سِنِيْنَ اَوْ قَالَ سِتَّ سِنِيْنَ قَالَ حَفْصُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِىْ فِرَاشَهُ فَقُلْتُ اَىْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لاَتْمَمْتُ الصَّلاَةَ.

১৪৬৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় মুসাফিরের সালাত আদায় করেন। আর আবূ বাক্‌র (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.) (তাঁর খিলাফতের) ৮ বছর অথবা ৬ বছর পর্যন্ত সফরের সালাত আদায় করেন। হাফ্‌স (র.) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) মিনায় দু'

রাক'আত পড়তেন। তারপর বিছানায় ফিরে আসতেন। আমি বললাম, হে চাচাজান! আপনি যদি এরপর আরো দু' রাক'আত পড়তেন (তাহলে ভাল হতো)। তিনি বললেন, আমি যদি তা করতাম, তাহলে ফরয সালাতই পূর্ণ করতাম।

١٤٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَقُوْلاَ فِي الْحَدِيْثِ بِمِنًى وَلٰكِنْ قَالاَ صَلّٰى فِي السَّفَرِ.

১৪৬৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র.) ও ইব্‌নুল মুসান্না (র.) .... শু'বা (র.) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ হাদীসে মিনার কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু "সফরে সালাত আদায় করেন" বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

١٤٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذَالِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّيْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

১৪৬৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) বলেন .... আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, উসমান (রা.) মিনায় আমাদের নিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এই কথাটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট বলা হলে, তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি; আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। উমর (রা.)-এর সঙ্গেও মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। চার রাক'আতের স্থলে আমার ভাগ্যে দু' রাক'আতই গ্রহণযোগ্য। (হোক এ-ই আমার কাম্য)

١٤٦٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৬৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.), আবূ কুরায়ব (র.), উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.), ইসহাক (র.) ও ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.) আ'মাশ (র.) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ وَقُتَيْبَةُ قَالَ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اٰمَنَ مَاكَانَ النَّاسُ وَاَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৬৮. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) ও কুতায়বা (র.) ..., হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। অথচ সে সময় লোকজন সর্বাধিক নিরাপদ ছিল।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى وَالنَّاسُ اَكْثَرُ مَاكَانُوْا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (قَالَ مُسْلِمُ) حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيٌّ هُوَ اَخُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِاُمِّهِ.

১৪৬৯. আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র.) .... হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মিনায় সালাত আদায় করেছি। সে সময় বহু লোকের সমাগম ছিল। তিনি বিদায় হজ্জে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব আল-খুযাঈ (র.) ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাবের বৈপিত্রীয় ভাই।

٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দিনে মনযিলে সালাত আদায় করা

١٤٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ اَلَاصَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

১৪৭০. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... নাফি' (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা.) ঠাণ্ডা ও ঝড়ের রাতে আযান দেন। পরে বলেন, তোমরা (নিজ নিজ) মনযিলে সালাত আদায় কর। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও বৃষ্টি ঠাণ্ডার রাতে মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিতেন যেন সে বলে দেয় যে, "তোমরা তোমাদের অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও"।

١٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلَاةِ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ

Goto List >

فِىْ اٰخِرِ نِدَائِهِ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ اَلاَصَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْذَاتُ مَطَرٍ فِى السَّفَرِ اَنْ يَقُوْلَ اَلاَ صَلُّوْا فِى رِحَالِكُمْ.

১৪৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঠাণ্ডা ও ঝড় বৃষ্টির রাতে আযান দেন এবং তিনি তাঁর আযানের শেষে বলেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে ঠাণ্ডা ও বাদলা রাতে মুয়ায্‌যিনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে দেয় যে, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে ফেল।

١٤٧٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً اَلاَصَلُّوْا فِى الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

১৪৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, 'তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও'। কথাটি ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি হিসেবে তা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهِ.

১৪৭৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) ও আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। অরপর আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম; তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা, সে নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করতে পারে।

١٤٧٤- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَتَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا ذَاكَ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْا فِى الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

১৪৭৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্‌-সা'দী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়ায্‌যিনকে বললেন, যখন 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তারপর 'হায়্যা আলাস্‌ সালাহ্‌' ("সালাতের দিকে আস") না বলে বলবে যে, তোমরা তোমাদের ঘরে ঘরে সালাত আদায় কর। এই আদেশ শুনে লোকেরা যেন না পসন্দ করল। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা কি তাতে বিস্মিত হচ্ছ? এটি তা তো তিনিই করেছেন যিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। যদিও জুমু'আর সালাত ফরয, তথাপি আমি তোমাদের কষ্টে ফেলা পসন্দ করি না যে, তোমরা কাদাযুক্ত পিছলা পথ হেঁটে আসবে।

١٤٧٥- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ رَدْغٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ أبْنِ عُلَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ يَعْنِى النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.

১৪৭৫. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কাদা পানির দিনে আমাদের খুত্‌বা দিয়েছেন। অতঃপর ইব্‌ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় জুমু'আ শব্দটি উল্লেখ করেন নি। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, এই কাজ তো তিনিই করেছেন, যিনি আমার চাইতে উত্তম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ। আবূ কামিল, আসিমের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ (هُوَالزَّهْرَانِىُّ) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَعَاصِمٌ الْاَحْوَلُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ .

১৪৭৬. আবু'র রাবী আতাকী যাহ্‌রানী (র.) উক্ত সনদে আয়্যুব ও আসিম আহ্‌ওয়াল (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত হাদীসে অর্থাৎ নবী কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٤٧٧- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَا اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ اَنْ تَمْشُوْا فِى الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ.

১৪৭৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মুয়ায্যিন বৃষ্টির দিন জুমু'আর দিবসে আযান দেন, তারপর তিনি ইব্ন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বললেন, তোমাদের পিচ্ছিল কর্দমের মধ্যে হেঁটে আসা আমি তা পসন্দ করি নি।

١٤٧٨- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَذَكَرَ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ .

১৪৭৮. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ষণ মুখর জুমু'আর দিনে তাঁর মুয়ায্যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। মা'মারের হাদীসে রয়েছে বৃষ্টির দিনে জুমু'আর দিবসে উক্ত বর্ণনাকারীর অনুরূপ এবং মা'মারের হাদীসে এও রয়েছে, "তা করেছেন আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ ।"

١٤٧٩- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ اَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

১৪৭৯. আবদ্ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) জুমু'আর দিবসে বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দেন। তার পূর্বোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣- بَابُ جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِى السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সাওয়ারী জন্তুর উপর নফল সালাত আদায় বৈধ, জন্তুটি যে দিকেই গমন করুক

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

১৪৮০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উষ্ট্রের পিঠে নফল সালাত আদায় করতেন, উষ্ট্রের মুখ যে দিকেই থাক না কেন।

١٤٨١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

১৪৮১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সালাত আদায় করতেন, উষ্ট্রী যে দিকেই মুখ করে চলুক।

١٤٨٢- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ "فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ".

১৪৮২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় আসছিলেন, তখন তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করেছেন, যে দিকেই তাঁর মুখ ছিল। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, এ বিষয়ে নাযিল হয় ঃ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ "যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সে দিকই আল্লাহ্র দিক"।

١٤٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ "فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ" وَقَالَ فِىْ هٰذَا نَزَلَتْ.

১৪৮৩. আবূ কুরায়ব (র.), ইব্ন নুমায়র (র.), আবদুল মালিক (র.) থেকে উক্ত সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মুবারক ও ইব্ন আবূ যায়দা (র.) বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, অতঃপর ইব্ন উমর (রা.) তিলাওয়াত করেন,.... فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا এবং তিনি বলেন, এই বিষয়েই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ الْمَازِنِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ.

১৪৮৪. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধার উপরে সালাত আদায় করতে দেখেছি যখন তিনি খায়বারের দিকে মুখ করেছিলেন।

١٤٨٥- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيْدُ فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِىْ ابْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيْتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

১৪৮৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমরের সঙ্গে মক্কার পথে যাচ্ছিলাম। সাঈদ (রা.) বলেন, যখন ভোর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন আমি সাওয়ারী থেকে নেমে বিত্‌র সালাত আদায় করলাম। তারপর ইব্ন উমরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ফজর হওয়ার আশংকায় আমি নেমে বিত্‌রের সালাত আদায় করেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বললেন," রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে কি তোমার জন্য আদর্শ নেই"? আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের উপর বসে বিত্‌র আদায় করতেন।

١٤٨٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

১৪৮৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন, যে দিকেই সে তাঁকে নিয়ে চলুক সে দিকে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) তাই করতেন।

١٤٨٧- وَحَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

১৪৮৭. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ মিস্‌রী (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর বসে বিত্‌র আদায় করতেন।

١٤٨٨- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَال اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ.

১৪৮৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর বসে নফল আদায় করতেন, যে দিকেই সে মুখ করুক সে দিকে এবং বিত্‌র ও তার উপর বসে আদায় করতেন। তবে ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন না।

١٤٨٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِى السَّفَرِ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

১৪৮৯. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ ও হারমালা (র.) ..... আমির ইব্‌ন রাবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সফর অবস্থায় রাতে সাওয়ারীর পিঠে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন। যে দিকেই সে মুখ করুক না কেন।

١٤٩٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلٰى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبِ (وَاَوْمَأَهَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَوْ لاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَفْعَلْهُ.

১৪৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.) .... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) যখন সিরিয়া থেকে আসলেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তাঁকে দেখলাম যে, তিনি গাধার উপর বসে সালাত আদায় করছেন এবং তাঁর মুখ ছিল এই দিকে। (রাবী হাম্মাম ইঙ্গিত করলেন, কিব্‌লার বাঁ দিকে) তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে কিব্‌লার বিপরীত মুখী সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

٤- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা

١٤٩١- حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৪৯১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত তখন মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৪৯২. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র.) .... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন উমর (রা.)-এর যখন তাড়াহুড়া থাকত তখন পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন, তাড়াহুড়ার সফরের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ.

১৪৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকীদ (র.) সালিমের পিতা (ইব্‌ন উমর) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখেছি, যখন তাঁর সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ.

১৪৯৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর সফরে হাড়াহুড়া থাকত তখন মাগরিবের সালাত দেরীতে আদায় করতেন। পরে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِىْ ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

১৪৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফর করতেন, তখন যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর অবতরণ করে এ দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রওনা দিতেন, তখন যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ার হতেন।

١٤٩٦- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

১৪৯৬. আমরুন নাকিদ (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন যুহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এরপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذاَ عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلٰى اَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ.

১৪৯৭. আবূ তাহির ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাক্‌ত, তখন তিনি যুহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। মাগরিবের সালাতে বিলম্ব করতেন এমনকি লালিমা অস্তমিত হওয়ার সময় হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

১৪৯৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ভয়-ভীতি ও সফর ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাত এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

١٤٩٩- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ جَمِيْعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ اَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اَحَدًا مِنْ اُمَّتِهِ.

১৪৯৯. আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস ও আওন ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর অথবা ভয়-ভীতি ছাড়াই মদীনায় যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবূ যুবায়র (র.) বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন এইরূপ করলেন? তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, আমিও তেমনি ইব্‌ন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাতের কেউ যেন কষ্টে না পড়ে।

١٥٠٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا اَبُوا الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَةِ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلٰى ذَالِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

১৫০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র.) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূকের যুদ্ধে সফরকালে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।[১] সাঈদ বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁকে তা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মাত যেন কষ্টে না পড়ে।

١٥٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

১৫০১. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। সে সময় তিনি যুহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।

١٥٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَاحَمَلَهُ عَلٰى ذَالِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

১৫০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র.) ...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূকের যুদ্ধের সময় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর এইরূপ করার কারণ কি? তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাত যেন কষ্টে না পড়ে।

١٥٠٣- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَأَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ

حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ (فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ) قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَالِكَ قَالَ كَىْ لاَ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ اِلَى ذَالِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَيُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

১৫০৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা বৃষ্টি-বাদলা ছাড়াই মদীনায় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাবী বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি এইরূপ করলেন? তিনি বললেন, যেন তাঁর উম্মাতের কোন কষ্ট না হয়। আবূ মু'আবিয়া (র.) বর্ণিত হাদীসে আছে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বলা হলো, এইরূপ করার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মাতের যাতে কোন কষ্ট না হয়।

١٥٠٤– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّ ذَالِكَ.

১৫০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে আট রাক'আত একত্রে এবং সাত রাক'আত একত্রে আদায় করেছি। আমি বললাম, হে আবুশ শা'সা! আমার মনে হয়, তিনি যুহরের সালাত বিলম্বে এবং আসরের সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে এবং ইশার সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তাই মনে করি।

١٥٠٥– حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ.

১৫০৫. আবুর রাবী আয যাহ্‌রানী (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আট রাক'আত ও সাত রাক'আত অর্থাৎ যুহ্‌র ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

١٥٠٦– وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيْتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ

النُّجُوْمُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ لاَ يَفْتُرُ وَلاَ يَنْثَنِي الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتُعَلِّمُنِيْ بِالسُّنَّةِ لاَ اُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ فَحَاكَ فِيْ صَدْرِيْ مِنْ ذَالِكَ شَيْءٌ فَاَتَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.

১৫০৬. আবু'র রাবী আয যাহ্‌রানী (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আসরের পরে আমাদের খুতবা দেন এমন কি সূর্য ডুবে গেল এবং তারকাসমূহ প্রকাশ পেল। লোকেরা বলতে লাগল, আস্ সালাত, আস্ সালাত। বনী তামীমের এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অন্য দিকে না তাকিয়ে অবিরাম বলতে লাগল, আস্ সালাত, আস্ সালাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমাকে সুন্নাতের শিক্ষা দিচ্ছ? তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি যুহ্‌র ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) বলেন, তা শুনে আমার অন্তরে কিছু খট্‌কা লাগল। তারপর আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইব্‌ন আব্বাসের বিবরণটির সত্যতা স্বীকার করলেন।

١٥٠٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لاَ اُمَّ لَكَ أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلاَةِ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

১৫০৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক উকায়লী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বলেন- আস্ সালাত, তিনি নীরব রইলেন। সে আবার বলল, আস্ সালাত। তিনি নীরব রইলেন। লোকটি আবার বলল, আস্ সালাত। তিনি এবারও নীরব রইলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আমাকে সালাত শিক্ষা দিচ্ছ? আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় দুই সালাত একত্রে আদায় করতাম।

٥- بَابُ جَوَازِ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষে ডানে-বামে ফিরার বৈধতা

١٥٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرٰى اَنَّ

اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ اَكْثَرُ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

১৫০৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউই যেন শয়তানকে নিজে থেকে কোন অংশ না দেয়। অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে যে, (সালাত শেষে) কেবল ডান দিকে ফিরা তার উপর ওয়াজিব। আমি অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বাম দিকে ফিরতেও দেখেছি।

١٥٠٩– حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.) আ'মাশ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥١٠– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا كَيْفَ اَنْصَرِفُ اِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ اَوْ عَنْ يَسَارِىْ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَكْثَرُ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

১৫১০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সালাত শেষে আমি কিভাবে ফিরব? ডান দিকে না বাম দিকে? তিনি বললেন, আমি বেশীর ভাগ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ডান দিকে ফিরতে দেখেছি।

١٥١١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

১৫১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে ডান দিকে ফিরতেন।

٦– بَابُ اِسْتِحْبَابِ يَمِيْنِ الْاِمَامِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের ডানপার্শ্বে থাকা মুস্তাহাব

١٥١٢. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ

يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

১৫১২. আবূ কুরায়ব (র.)...আল বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন তাঁর ডান পার্শ্বে থাকাই পসন্দ করতাম, যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে এ দু'আ বলতে শুনেছি ঃ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ "হে রব! আমাকে তোমার সে দিনের আযাব থেকে বাঁচাও, যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের উত্থিত করবে কিংবা (তিনি বলেছেন) একত্রিত করবে"।

١٥١٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

১৫১৩. আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... মিস'আর (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান) উল্লেখ করেন নি।

٧- بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوْعِ فِيْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ায্যিন ইকামত দেওয়ার শুরু করলে নফল সালাত আরম্ভ করা মাকরূহ

١٥١٤- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرَقَاءَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَصَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

১৫১৪. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য সালাত নেই।

١٥١٥- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَرْقَاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৫১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন রাফি' (র.) .... ওয়ারাকা (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٥١٦- وَحَدَّثَنِىْ يَحْىٰ بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَبْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَصَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَ

১৫১৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

١٥١٧- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫১৭. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... যাকারিয়া ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥١٨- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيْتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

১৫১৮. হাসান আল-হুল্‌ওয়ানী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আম্‌রের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু মারফ'রূপে বর্ণনা করেননি।

١٥١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لاَ نَدْرِىْ مَاهُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَحَطْنَا نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ يُوْشِكُ اَنْ يُصَلِّيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ اَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ (قَالَ اَبُو الْحُسَيْنِ مَسْلِمُ) وَقَوْلُهُ عَنْ اَبِيْهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ خَطَأٌ.

১৫১৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা কা'নাবী (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে আসছিলেন, সে সালাত আদায় করছিল। তখন ফজরের সালাতে ইকামত দেওয়া হয়েছে। তিনি তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। কি বলেছেন, আমরা তা জানি না। আমরা যখন সালাত শেষ করলাম তখন আমরা তাঁকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? সে বলল, তিনি আমাকে বলেছেন, মনে হচ্ছে, তোমাদের কেউ ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছে?" কা'নাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না (র.) তাঁর পিতা থেকে। ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন যে, 'তাঁর পিতা থেকে' কথাটি এ হাদীসে ভুল।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ فَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا.

১৫২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ... ইবন বুহায়না (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে। মুয়ায্যিন তখনো তাক্‌বীর দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে বললেন, তুমি কি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছ?

١٥٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ حَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَن عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَافُلاَنُ بِاَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا.

১৫২১. আবূ কামিল জাহদারী, হামিদ ইব্‌ন উমর বাকরাবী, ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। লোকটি মসজিদের কোনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে শামিল হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরিয়ে বললেন, হে ওমুক! তুমি এ দু' সালাতের মধ্যে কোন্‌টিকে (আসল) গণ্য করেছ ? যা তুমি একাকী পড়লে তা না, যা আমাদের সাথে পড়লে তা ?

٨- بَابُ مَايَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

৮. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় কী পাঠ করবে

١٥٢٢- حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (قَالَ مُسْلِمٌ) سَمِعْتُ يَحْىٰ ابْنُ يَحْىٰ يَقُوْلُ كَتَبْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَاقٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ يَحْىَ الْحِمَّانِىَّ يَقُوْلُ وَاَبِىْ اُسَيْدٍ.

১৫২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবূ উসায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বলবে ইয়া আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন। যখন বের হয়ে যাব, তখন বলবে-আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।

١٥٢٣ وَحَدَّثَنَا حَامِدُبْنُ عَمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَلَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫২৩. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র) .... আবূ উসায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩- بَابُ اِسْتِحْبَابُ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةَ الْجُلُوْسِ قَبْلَ صَلٰوتِهِمَا.

৯. অনুচ্ছেদ ঃ- দু' রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব এবং এ দু' রাক'আত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরূহ

١٥٢٤- حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَامَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَايَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِوبْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ.

১৫২৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র.) .... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার আগে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَاحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ بْنِ خَلْدَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِىِّ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامَنَعَكَ اَنْ

تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে গেলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ও বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, বসার আগে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে বসা দেখলাম এবং লোকেরাও বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন দু' রাক'আত সালাত আদায়ের আগে বসবে না।

١٠- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ قُدُوْمِهِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

١٥٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِىْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জাওয়াস আল-হানাফী (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমার পাওনা ছিল, তিনি আমাকে তো পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশী দিলেন। আমি মসজিদে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় কর।

١٥٢٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اشْتَرٰى مِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে উট খরিদ করলেন। আমি যখন মদীনায় আসলাম, তখন তিনি আমাকে মসজিদে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় কর।

١٥٢٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَاَبْطَأَبِىْ جَمَلِىْ وَاَعْيٰى ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِىْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اٰلْاٰنَ حِيْنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ.

১৫২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক যুদ্ধে বের হলাম। আমার উট পথ চলতে বিলম্ব করল। এমনকি পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই পৌঁছে গেলেন, আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম। আমি আমি মসজিদে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদের দরজায় দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পৌঁছেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, উট রেখে মসজিদে আস এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করো। তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করে ফিরে এলাম।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى اَبَا عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَاراً فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

১৫২৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.) .....কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর থেকে ফিরে পূর্বাহ্নে মদীনায় প্রবেশ করতেন। প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করে বসতেন।

١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَلاَةِ الضُّحٰى

১১. অনুচ্ছেদ : পূর্বাহ্নের সালাত মুস্তাহাব হওয়া

١٥٣٠- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيْبِهِ.

১৫৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি পূর্বাহ্নে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আদায় করতেন।

١٥٣١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيْبِهِ.

১৫৩১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি দু'হার সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না। কিন্তু সফর থেকে ফিরে এলে (আদায় করতেন)।

١٥٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لأُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

১৫৩২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'হার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো সালাত আদায় করতে দেখি নি। কিন্তু আমি তা আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন কাজ পসন্দ করতেন; কিন্তু পাছে লোকেরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং তাদের উপর তা ফরয হয়ে পড়বে এ আশংকায় তা ছেড়ে দিতেন।

١٥٣٣- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى الرِّشْكَ) قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذَةُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ.

১৫৩৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র.) .... মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হার সালাত কত রাক'আত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাক'আত। ইচ্ছে হলে বেশীও পড়তেন।

١٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ.

১৫৩৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ...... ইয়াযীদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় يَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ উল্লেখ করেছেন।

١٥٣٥- وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ.

১৫৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হার সালাত রাক'আত আদায় করতেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশীও পড়তেন।

١٥٣٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫৩৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)....কাতাদা (রা.) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٣٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِىءٍ فَاِنَّهَا حَدَّثَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى صَلاَةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ.

১৫৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'হার সালাত আদায় করতে দেখেছেন বলে উম্মে হানী (রা.) ব্যতীত কেউ আমাকে বলেন নি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে আসেন এবং আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি আর কখনও তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতে দেখি নি। তবে তিনি রুকূ' ও সিজ্দা ঠিক মতো আদায় করেছিলেন। তবে ইব্ন বাশ্শার (র.) তার বর্ণনা 'قط' শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

١٥٣٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلٰى اَنْ اَجِدَ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُحَدِّثُنِىْ ذَالِكَ غَيْرَ اَنَّ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَتْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِىَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّا قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ لاَ اَدْرِىْ أَقِيَامُهُ فِيْهَا اَطْوَلُ اَمْ رُكُوْعُهُ اَمْ سُجُوْدُهُ كُلُّ ذَالِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبُ قَالَتْ فَلَمْ اَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِىُّ عَنْ يُوْنُسَ وَلَمْ يَقُلْ اَخْبَرَنِىْ.

১৫৩৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করতাম এবং কৌতুহলী হতাম যাতে এমন কাউকে পাই যে আমাকে বলে দেবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হার সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু আমি উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা.) ব্যতীত আর কাউকে এই বিষয়ে রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী আমি পাই নি। উম্মে হানী (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং একটি কাপড় এনে তাঁর জন্য পর্দা করা হল। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি জানি না, তাঁর সালাতে দাঁড়ান, অথবা তাঁর রুকূ' অথবা তাঁর সিজ্‌দা কোনটা দীর্ঘ ছিল। এর প্রত্যেকটিই প্রায় সমান ছিল। তিনি বলেন, এর পূর্বে বা পরে তাঁকে আর দু'হার সালাত আদায় করতে দেখি নি। রাবী আল-মুরাদী عَنْ يُوْنُسَ বলেছেন। কিন্তু اَخْبَرَنِىْ বলেন নি।

١٥٣٩– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ النَّضْرِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتَهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اَجَرْتُهُ فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَااُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذَالِكَ ضُحًى.

১৫৩৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আবূ মুর্‌রা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে হানী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি জবাব দিলাম, উম্মে হানী বিন্‌ত আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! তারপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি একই কাপড় জড়িয়ে ছিলেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সহোদর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, হুবায়রার পুত্র অমুককে কতল করার সংকল্প করেছে, যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী (রা.) বললেন, এ ছিল চাশ্‌তের সময়।

١٥٤٠– وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فِىْ ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

১৫৪০. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র.) .... উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে একটি কাপড় পরে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। তিনি সে কাপড়ের দু' আচল বিপরীত দিকে জড়িয়েছিলেন।

١٥٤١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلٰى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدُّئَلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى.

১৫৪১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আদ্ যুবাঈ (র.) ... আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সাদাকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সাদাকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সাদাকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাদাকা, প্রতি আল্লাহু আকবার সাদাকা, আমর বিল মা'রূফ (সৎকাজের আদেশ) সাদাকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সাদাকা। অবশ্য চাশ্‌তের সময় দু' রাক'আত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

١٥٤٢– حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ.

১৫৪২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, চাশ্‌তের দু' রাক'আত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাওয়ার আগে যেন আমি বিত্‌র সালাত আদায় করে নেই।

١٥٤٣– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِىِّ وَاَبِىْ شِمْرٍ الضُّبَعِىِّ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৪৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٤- وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانَ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْرَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ.

১৫৪৪. সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু আবুল কাসিম ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর আবূ উসমান (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٥٤٥- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ اَدَعْهُنَّ مَاعِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحٰى وَبِاَنْ لاَ اَنَامَ حَتّٰى اُوْتِرَ.

১৫৪৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... আবূদ্ দারদা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দোস্ত নবী ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তা ছাড়ব না। প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, চাশ্তের সালাত আদায় করা এবং বিত্র আদায় না করা পর্যন্ত যেন আমি নিদ্রায় না যাই।

١٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهَا وَتَخْفِيْفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَبَيَانِ مَا يَسْتَحِبُّ اَنْ يَقْرَأَ فِيْهِمَا.

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত, তা আদায় করার জন্য উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, তা সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব

١٥٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.

১৫৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফ্সা (রা.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়ায্যিন যখন ফজরের আযান দিয়ে নীরব হয়ে যেতেন এবং ভোর প্রকাশ হয়ে যেত, তখন ফজরের ইকামতের আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٤٧- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

১৫৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্ন রুম্হ, যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)...নাফি' (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে মালিকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٨- وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِبْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّى اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৫৪৮. আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র.)... হাফ্সা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সময় হলে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

١٥٤٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫৪৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) শু'বা (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র.) .... হাফ্সা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আলো প্রকাশ হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

১৫৫১. আমরুন নাকিদ (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযান শুনার পর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন এবং তা সংক্ষিপ্ত করতেন।

١٥٥٢- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ح

وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

১৫৫২. আলী ইব্ন হুজ্র, আবূ কুরায়ব, আবূ বাক্র ও আমরুন নাকিদ (র.) .... হিশাম (র.) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ উসামা (র.) বর্ণিত হাদীসে اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে।

١٥٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৫৫৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু' রাক'আত আদায় করতেন।

١٥٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّه سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتّٰى اِنِّىْ اَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

১৫৫৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি উভয় রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَقُوْلُ هَلْ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

১৫৫৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফজর হতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি মনে মনে বলতাম তিনি উভয় রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

١٥٥٦- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৫৫৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাতের প্রতি এত বেশী সর্বদা খেয়াল করতে দেখি নি।

١٥٥٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

১৫৫৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাতের জন্য যতটা ব্যস্ত হতেন, অন্য কোন নফল সালাতের জন্য ততটা ব্যস্ত হতে আমি তাঁকে দেখি নি।

١٥٥٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১৫৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফজরে দু' রাক'আত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে উত্তম।

١٥٥٩- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ أَبِىْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِىْ شَانِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

১৫৫৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের ওয়াক্ত আসার পরে দু' রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে বলেছেন যে, তা আমার নিকট দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে শ্রেয়।

١٥٦٠- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

১৫৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র.) .... হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সুন্নাত দু' রাক'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পাঠ করতেন।

١٥٦١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ يَعْنِىْ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى الْأُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاأُنْزِلَ إِلَيْنَا الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

১৫৬১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আয়াতটি পাঠ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ আয়াতটি পাঠ করতেন।

١٥٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْاٰيَةِ.

১৫৬২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল ইমরানের تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ পাঠ করতেন।

١٥٦٣- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ.

১৫৬৩. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.) উসমান ইব্‌ন হাকীম (র.) সূত্রে উক্ত সনদে মারওয়ানে ফাযারী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١- بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدِ هُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত এবং তার সংখ্যার বিবরণ

١٥٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْخَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَنْبَسَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِحَدِيْثٍ يَتَسَارُّ اِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ حَبِيْبَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ عَنْبَسَةُ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ وَقَالَ عَمْرُوبْنُ اَوْسٍ مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ.

১৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র.) .... আম্র ইব্ন আউস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আন্বাসা ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র.) তাঁর সেই রোগের সময় যেই রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা বড়ই আনন্দদায়ক। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা.) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্র বার রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে তার প্রতিদানে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছি তখন থেকে এই সালাতগুলো কখনো ছাড়ি নি। আন্বাসা (র) বলেন, আমি যখন উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে একথা শুনেছি, তখন থেকে আমিও তা ছাড়ি নি। আমর ইব্ন আউস (র.) বলেন, আমি যখন থেকে আন্বাসার নিকট থেকে এ কথা শুনেছি, তখন থেকে এই সালাতগুলো ছাড়ি নি। নু'মান ইব্ন সালিম (র.) বলেন, আমি যখন আমর ইব্ন আউস (র.) থেকে এগুলোর কথা শুনেছি, তখন থেকে সেই সালাত আমিও ছাড়ি নি।

١٥٦٥- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

১৫৬৫. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র.) ...... নু'মান ইব্ন সালিম (রা.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে বার রাক'আত অতিরিক্ত (নিয়মিত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

١٥٦٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَفَرِيْضَةٍ اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَوْ اِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا بَرِحْتُ اُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرُو مَابَرِحْتُ اُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৫৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলিম বান্দা দৈনিক ফরয ব্যতীত অতিরিক্ত বার রাক'আত সালাত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আদায় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হবে। উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, এর পর থেকে আমি এই সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। বর্ণনাকারী আম্র (র.) বলেন, এরপর থেকে আমিও এ সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। নু'মান (র.) ও অনুরূপ বলেছেন।

١٥٦٧- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ اَخْبَرَنِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

১৫৬৭. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র ও আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম আল-আবদী (র) .... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম বান্দা উত্তমরূপে ওযূ করে দৈনিক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেই সালাত আদায় করে ..... পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٦٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ.

১৫৬৮. যুহায়র ইব্ন হারব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... ইব্ন উমর (রা). থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুহরের পূর্বে দু' রাক'আত ও তার পরে দু' রাক'আত, মাগরিবের পরে দু' রাক'আত, ইশার পরে দু' রাক'আত এবং জুমু'আর পরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আর মাগরিব, ইশা, জুমু'আর (দু' রাক'আত) সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর ঘরেই আদায় করেছি।

١٤- بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا.

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে ও বসে নফল সালাত আদায় এবং একই রাক'আতের অংশ বিশেষ দাঁড়িয়ে ও অংশ বিশেষ বসে আদায় করার বৈধতা

١٥٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৬৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত অর্থাৎ তাঁর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যুহরের আগে আমার ঘরে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর বেরিয়ে গিয়ে লোকদের নিয়ে (যুহর) সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘরে এসে দু' রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিব সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর ইশা'র সালাত লোকদের নিয়ে আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দু' রাক'আত পড়তেন এবং তিনি রাতের বেলা নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মাঝে বিত্‌রও রয়েছে। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর অভ্যাস ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূ' ও সিজ্‌দাও তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে আদায় করতেন, আর যখন বসে কির'আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকূ' ও সিজ্‌দা আদায় করতেন এবং ফজর উদিত হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَاَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত (কিরা'আত) আদায় করতেন তখন রুকূ'ও দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে করতেন আর বসে সালাত আদায় করার সময় রুকূ'ও বসা অবস্থায় করতেন।

١٥٧١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ اُصَلِّى قَاعِدًا فَسَاَلْتُ عَنْ ذَالِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১৫৭১. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পারস্য দেশে অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম। তখন আমি বসে সালাত আদায় করলাম। পরে আয়িশা (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন .... পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুসারে বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক আল-উকায়লী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘরাত পর্যন্ত বসে সালাত আদায় করতেন। যখন দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে রুকূ' করতেন আর বসে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূ ও বসা অবস্থায় থেকেই করতেন।

١٥٧٣- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক আল-উকায়লী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে এবং উপবিষ্ট অবস্থায় বহু সালাত আদায় করতেন। দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে দাঁড়ানো থেকেই রুকূ' করতেন এবং উপবেশন করে সালাত শুরু করলে উপবিষ্ট অবস্থায় থেকে রুকূ' করতেন।

١٥٧٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبِّرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

১৫৭৪. আবুর্ রাবী' যাহ্‌রানী, হাসান ইব্‌নুল রাবী', আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র.) শব্দ যুহায়রের .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সালাতের কোন অংশেই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বসে কিরা'আত পাঠ করতে দেখি নি। অবশেষে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন এবং যখন সে সূরার ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত বাঁকী থাকত তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সেগুলো পাঠ করার পরে রুকূ' করতেন।

١٥٧٥– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى النَّضْرِ
عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ
وَهُوَجَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَائَتِهٖ قَدْرُ مَايَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ
ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৫৭৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াতের পরিমাণ তাঁর কিরা'আত বাকী থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় তা পাঠ করতেন। তারপর রুকূ' করতেন ও পরে সিজ্‌দায় যেতেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন।

١٥٧٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ
بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيْدِبْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ اَبِى بَكْرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اِنْسَانٌ
اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً.

১৫৭৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।

١٥٧٧– حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ
يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ
يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

১৫৭৭. ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উপবিষ্ট অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, তখন সে দু' রাক'আতে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, সে দু' রাকা'আতে তিনি কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন, এরপর রুকূ' করতেন।

١٥٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

১৫৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি বসে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, লোক সমাজ যখন তাঁকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল।

١٥٧٩- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৭৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম .... নবী ﷺ থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

١٥٨٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১৫৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.)...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওফাত করেন নি যতক্ষণ না তাঁর অধিকাংশ সালাত উপবিষ্ট অবস্থায় আদায় হয়েছে।

١٥٨١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا.

১৫৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হাসান হালওয়ানী (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স হয়ে গেলে এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তাঁর অধিকাংশ সালাত বসা অবস্থায় আদায় হত।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

১৫৮২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... হাফ্‌সা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখি নি। অবশেষে তাঁর ওফাতের এক বছর আগে থেকে নফল সালাত বসে আদায় করতেন এবং যে সূরা পাঠ করতেন তা এতই তারতীলের সাথে (স্পষ্টভাবে ধীরেধীরে) পাঠ করতেন যে, তা তার চেয়ে দীর্ঘ সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

١٥٨٣- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ بِعَامٍ وَاحِدٍ اَوِ اثْنَيْنِ.

১৫৮৩. আবূ তাহির, হারমালা, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (.র) ....যুহ্‌রী (র.) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ দু'জন (ইসহাক ও আব্‌দ) বলেছেন, "এক বছর অথবা দু' বছর"।

١٥٨٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُبْنُ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى صَلّٰى قَاعِدًا.

১৫৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বসে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত নবী ﷺ -এর ওফাত হয়নি।

١٥٨٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلاَةِ وَاَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ.

১৫৮৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীস শোনানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "বসে কারো সালাত অর্ধেক সালাত।" আম্‌র (রা.) বলেন, আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসে সালাত আদায় করতে পেলাম। তখন তাঁর মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র! কি ব্যাপার? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে হাদীস শোনানো হয়েছে যে, আপনি বলেছেন যে, উপবিষ্ট অবস্থায় কারও সালাত আদায় করা সালাতের অর্ধেকের সমান। অথচ আপনি বসে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, হাঁ (আমি তাই বলেছি) কিন্তু আমি তো তোমাদের কারো মত নই।

١٥٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ يَحْىَ الْاَعْرَجِ.

১৫৮৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) শু'বা থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র) সুফিয়ান (র.) থেকে উভয়ে মানসূর (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র.)-এর রিওয়ায়েতে রয়েছে- আবূ ইয়াহ্‌য়া আল-আ'রাজ থেকে .....।

١٠- بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكْعَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اللَّيْلِ وَاَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَاَنَّ الرَّكْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيْحَةٌ.

১০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাত, রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাতের রাক'আত সংখ্যা, বিত্‌র সালাত এক রাক'আত এবং এক রাক'আত সালাতও বিশুদ্ধ হওয়া প্রসংগ

١٥٨٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৫৮৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র হিসেবে আদায় করতেন।(১) এ সালাত শেষ করে তিনি ডান পার্শ্বে শুইতেন। অবশেষে মুয়ায্‌যিন তাঁর কাছে এলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

١٥٨٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِىَ الَّتِىْ يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ.

১৫৮৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশা'র সালাত যাকে লোকেরা 'আতামা' নামে অভিহিত করে থাকে-থেকে অবসর হওয়ার পর হতে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি দু' রাক'আতের মাঝে (শেষে) সালাম ফিরাতেন। আর বিত্‌র করতেন এক রাক'আত। পরে ফজর সালাতের (আযান) থেকে মুয়ায্‌যিন নীরব হলে এবং ফজর এর ওয়াক্ত তাঁর কাছে পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে এবং মুয়ায্‌যিন তাঁর কাছে এলে তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ইকামতের জন্য মুয়ায্‌যিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডানপার্শ্বের উপর শুয়ে থাকতেন।

١٥٨٩- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيْثِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرٍو سَوَاءً.

১৫৮৯. হারমালা (র.) .... ইব্‌ন শিহাব (র.) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে হারমালা (র) তাঁর বর্ণনায় "তাঁর কাছে ফজর উদ্ভাসিত হলে এবং মুয়ায্‌যিন তাঁর নিকটে এলে" উল্লেখ করেন নি। সেরূপ ইকামত এর কথাও উল্লেখ করেন নি। হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী আমর (রা.)-এর হাদীসের অবিকল অনুরূপ।

١٥٩٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَالِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهَا.

১৫৯০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত দিয়ে তিনি বিত্‌র আদায় করতেন, এর শেষে ব্যতীত কখনও বসতেন না।

١٥٩١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৫৯১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (র.) .... হিশাম (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُصَلِّيْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتِيِ الْفَجْرِ.

১৫৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাতের বেলা) ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সহ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٩٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِىْ.

১৫৯৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিল? আয়িশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানে এবং রমযান ছাড়াও এগার রাক'আতের অধিক পড়তেন না। চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই, তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর তিনি তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বিত্‌র আদায়ের আগে কি আপনি নিদ্রা যান? তিনি বললেন, হে আয়িশা! উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।[১]

١٥٩٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

১৫৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র) .... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর বিত্‌র। পরে বসে দু' রাক'আত সালাত আদায়

১. এ কারণে নিদ্রায় রাসূলুল্লাহ-এর ওযূ ভঙ্গ হতো না।

করতেন এবং যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ' করতেন। তারপর আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাক'আত আদায় করতেন।

١٥٩٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِيَ ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيٰ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوْتِرُ مِنْهُنَّ.

১৫৯৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র হারীরী (র.) .... আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্ববর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এদের দু'জনের হাদীসে রয়েছে নয় রাক'আত আদায় করতেন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিত্রও রয়েছে।

١٥٩٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْهِ اَبِيْ لَبِيْدٍ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ اَبَا قَالَ اَبَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَيْ اُمَّهُ اَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلاَتُهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلاَثَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১৫৯৬ আমরুন্ নাকিদ (র.) .... আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আম্মাজান! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তাঁর সালাত ছিল রমযান এবং অরমযানের রাতের বেলায় তের রাক'আত। এর মধ্যে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) ও রয়েছে।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৫৯৭. ইব্ন নুমায়র (র.)...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত ছিল দশ রাক'আত এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর আদায় করতেন। আর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) ও আদায় করতেন। এই হল তের রাক'আত।

١٥٩٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِىْ آخِرَهُ ثُمَّ اِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى اَهْلِهِ قَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الاَوَّلِ (قَالَتْ) وَثَبَ (وَلَاوَاللّٰهِ مَاقَالَتْ قَامَ) فَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلَا وَاللّٰهِ مَاقَالَتْ اغْتَسَلَ وَاَنَا اَعْلَمُ مَاتُرِيْدُ) وَاِنْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.

১৫৯৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).... আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযিদ (র.)-কে ঐ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যাতে আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন। আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ অংশে জাগতেন। পরে তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর 'প্রয়োজন' থাকলে তা পূরণ করতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন প্রথম আযানের সময় হয়ে গেলে আয়িশা (রা.) বলেছেন, ত্বরিত উঠে পড়তেন। আল্লাহর কসম! তিনি বলেন নি যে, উঠে পড়তেন। তারপর তিনি নিজের গায়ে পানি ঢেলে দিতেন। আল্লাহর কসম, আয়িশা (রা.) বলেন, নিজে তিনি গোসল করেছেন। কিন্তু আমি তাঁর কথার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলি। আর তিনি জুনুবী না থাকলে সালাতের জন্য মানুষ যেমন ওযূ করে তেমন ওযূ করতেন। এরপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٩٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ.

১৫৯৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর শেষ সালাত হত বিত্‌র।

١٦٠٠- حَدَّثَنِىْ هَنَّادُ ابْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلّٰى.

১৬০০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.) .... মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি সর্বদা আমল করা পসন্দ করতেন। মাসরূক (র.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোন সময় (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, যখন (মোরগের) বাক শুনতেন তখন উঠে সালাত আদায় করতেন।

١٦٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ السَّحَرُ الاَعْلٰى فِىْ بَيْتِىْ اَوْ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا.

১৬০১. আবূ কুরায়ব (র.) .... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে অথবা (তিনি বলেছেন) আমার কাছে রাতের শেষ প্রহরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া পাইনি। (অর্থাৎ সে সময়ই তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন)।

١٦٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَنَصْرُبْنُ عَلِىٍّ وَابْنُ اَبِىْ عَمَرَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ.

১৬০২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, নাস্র ইব্ন আলী ও ইব্ন আবু উমর (রা.).... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি সজাগ থাকলে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, অন্যথায় কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন।

١٦٠٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِبْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَتَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُ.

১৬০৩. ইব্ন আবূ উমর (র.).... আয়িশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছে।

١٦٠٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَاِذَا اَوْتَرَ قَالَ قُوْمِىْ فَاَوْتِرِىْ يَاعَائِشَةُ.

১৬০৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.).... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন। বিত্র আদায় করার সময় হলে বলতেন, হে আয়িশা। উঠ বিত্র আদায় কর।

١٦٠٥- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانَ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ.

১৬০৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.).... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাঁর সালাত আদায় করতেন এবং তিনি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে (শুয়ে) থাকতেন। যখন নবী ﷺ -এর কেবল বিত্‌র বাকী থাকত, তখন তাঁকে জাগাতেন। তিনি বিত্‌র আদায় করে নিতেন।

١٦٠٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الْاَعْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

১৬০৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌র আদায় করেছেন। তবে শেষ দিকে তাঁর বিত্‌র আদায়ের অভ্যাস ছিল সাহরীর সময়।

١٦٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

১৬০৭, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) ....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌র আদায় করেছেন রাতের প্রথম অংশে, মাঝরাতে এবং শেষ রাতে। শেষ পর্যায়ে তার বিত্‌রের অভ্যাস ছিল সাহরীর সময়।

١٦٠٨- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِىُ كِرْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬০৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র আদায় করেছন। পরে তাঁর বিত্‌র উপনীত হয়েছে রাতের শেষ ভাগে।

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ

فَاَرَادَ اَنْ يَبِيْعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّوْمَ حَتّٰى يَمُوْتَ
فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ لَقِيَ اُنَاسًا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَالِكَ وَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ رَهْطًا سِتَّةً
اَرَادُوْا ذَالِكَ فِيْ حَيَاةِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ اُسْوَةٌ
فَلَمَّا حَدَّثُوْهُ بِذَالِكَ رَاجَعَ امْرَاَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاَشْهَدَ عَلٰى رَجْعَتِهَا فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ
فَسَاَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِوِتْرِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْاَلْهَا ثُمَّ ائْتِنِيْ فَاَخْبِرْنِيْ بِرَدِّهَا عَلَيْكَ
فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهَا فَاَتَيْتُ عَلٰى حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِبِهَا لِاَنِّيْ
نَهَيْتُهَا اَنْ تَقُوْلَ فِيْ هَاتَيْنِ الشِّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَاَبَتْ فِيْهِمَا اِلاَّ مُضِيًّا قَالَ فَاَقْسَمْتُ عَلَيْهِ
فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى عَائِشَةَ فَاسْتَاْذَنَّا عَلَيْهَا فَاَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَحَكِيْمٌ
(فَعَرَفَتْهُ) فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ
فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا (قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ اُصِيْبَ يَوْمَ اُحُدٍ) فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ
نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ وَلاَ اَسْاَلَ اَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ
بَدَا لِيْ فَقُلْتُ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَاُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ
بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ
ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَوْلاً وَاَمْسَكَ اللّٰهُ خَاتِمَتَهَا اثْنٰى عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ
فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ
الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ
اللّٰهُ مَاشَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَيَجْلِسُ فِيْهَا اِلاَّ
فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ
يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا

يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَابُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الْاَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَابُنَىَّ وَكَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلَاةً اَحَبَّ اَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا اَعْلَمُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَلَا صَلّٰى لَيْلَةً اِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ اَقْرَبُهَا اَوْ اَدْخُلُ عَلَيْهَا لَاَتَيْتُهَا حَتّٰى تُشَافِهَنِىْ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ لَاتَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَهَا.

১৬০৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র.) .... যুরারা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন হিশাম ইব্ন আমির (র.) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ইচ্ছা করে মদীনায় এলেন এবং সেখানে তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে তা যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করলেন। মদীনায় আসার পর মদীনাবাসী কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁরা ঐ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ছয় জনের একটি দল নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় এরূপ ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী ﷺ তাদের নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কোন আদর্শ নেই'? মদীনাবাসীরা তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি নিজের স্ত্রীর সাথে 'রাজ'আত' (পুনরায় স্ত্রীত্বে বরণ) করলেন। কেননা তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর এ রাজ'আতের ব্যাপারে সাক্ষীও রাখলেন। এরপর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'বিত্‌র' সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে বলে দিব না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, তিনি আয়িশা (রা.)। তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেওয়া তাঁর জবাব সম্পর্কে অবহিত করবে। আমি তখন তাঁর কাছে রওয়ানা হলাম। আর হাকীম ইব্ন আফ্‌লাহ (রা.)-এর কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে আয়িশা (রা.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর নিকট যাই না। কেননা (বিবাদমান) দু'দল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে অংশগ্রহণ না করতে অস্বীকার করেন। সা'দ (রা.) বলেন, তখন আমি তাঁকে কসম দিলাম। তখন তিনি তৈয়ার হলেন। আমরা আয়েশা (রা)–এর উদ্দেশ্যে চললাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, হাকীম না কি? তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। উত্তরে হাকীম (রা.) বললেন, হাঁ। আয়িশা (রা.) বললেন, তোমার সঙ্গে কে? হাকীম (রা.) বললেন, সা'দ ইব্ন হিশাম। আয়িশা (রা.) বললেন, কোন্ হিশাম? হাকীম (রা.) বললেন, ইব্ন আমির। তখন আয়িশা (রা) তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। রাবী কাতাদা (র.) বলেছেন, আমির (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমি (সা'দ)

বললাম, হে, উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখ্‌লাক সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী ﷺ -এর চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই। সা'দ (র.) বলেন, তখন আমার ইচ্ছে হল যে, উঠে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করব না। পরে আমার মনে হল (আরো কিছু জিজ্ঞাসা করি) তাই আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাতের ইবাদত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি সূরা 'ইয়া আয়্যুহাল মুয্‌যাম্মিল' পড় না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ এ সূরার প্রথমাংশ (ইবাদত) রাত্রি জাগরণ ফরয করে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবত (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আসমানে রুখে রাখেন। অবশেষে এ সূরার শেষ অংশ নাযিল করে সহজ করে দিলেন। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে নফলে পরিণত হল। সা'দ (র.) বলেন, আমি বললাম, উম্মুল হে মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিত্‌র সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিস্‌ওয়াক ও ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময় আল্লাহর ইচ্ছা হত তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিস্‌ওয়াক ও ওযূ করতেন এবং নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি এর মাঝে আর বসতেন না অষ্টম রাক'আত ব্যতীত। তখন তিনি আল্লাহর যিক্‌র করতেন, তাঁর হাম্‌দ করতেন এবং তাঁর কাছে দু'আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাক'আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর হাম্‌দ ও তাঁর কাছে দু'আ করতেন। পরে এমনভাবে সালাম করতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পরে তিনি বসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। বৎস, এ হল মোট এগার রাক'আত। পরে যখন আল্লাহর নবী ﷺ-এর বায়োঃবৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তিনি স্থূলদেহী হয়ে গেলেন, তখন সাত রাক'আত দিয়ে বিত্‌র আদায় করতেন। আর শেষ দু'রাক'আতে তাঁর আগের আমলের অনুরূপ আমল করতেন। বৎস, এভাবে হল নয় রাক'আত। নবী ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তখন তাতে স্থায়িত্ব রক্ষা করা পসন্দ করতেন। আর কখনো নিদ্রা বা কোন ব্যাধি তাঁর রাত জেগে ইবাদতের ব্যাপারে তাঁকে সংঘাত ঘটালে দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আর আল্লাহর নবী ﷺ একই রাতে পূর্ণ কুরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই এবং তিনি ভোর পর্যন্ত সারা রাত সালাত আদায় করেন নি এবং রমযান ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাস সাওম পালন করেন নি। সা'দ (র) বলেন, পরে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন। আমি যদি তাঁর নিকটবর্তী হতাম, অথবা বললেন, আমি যদি তাঁর সঙ্গে যেতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর মুখে এ হাদীস শুনতাম। সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, আমি যদি জানতাম যে, তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর হাদীস আমি আপনাকে শোনাতাম না।

١٦١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৬১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে চললেন .... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦١١- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فِيْهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامُ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرُ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

১৬১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর ঘটনা সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তাতে তিনি বলেছেন, আয়িশা (রা.) বলেন, কোন হিশাম? আমি বললাম, ইব্‌ন আমির। তিনি বললেন, আমির ভালো লোক ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

١٦١٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى اَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَفِيْهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامُ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ أُصِيْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيْهِ فَقَالَ حَكِيْمُ بْنُ اَفْلَحَ اَمَا اِنِّىْ اَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا اَنْبَأْتُكَ بِحَدِيْثِهَا.

১৬১২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... যুরারা ইব্‌ন আওফা (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র.) তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি রাবী সাঈদ (র.)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রয়েছে আয়িশা (রা.) বললেন, কোন্ হিশাম? তিনি বললেন, ইব্‌ন আমির। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি ভালো লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাতে আরো রয়েছে হাকীম ইব্‌ন আফলাহ্ (রা.) বললেন, আচ্ছা! আমি যদি জানতাম যে, তুমি তাঁর কাছে যাও না তবে আমি তোমাকে তাঁর হাদীস বলতাম না।

١٦١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ سَعِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬১৩. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কোন অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত ছুটে যেত, তবে তিনি দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٦١٤. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ وَكَانَ اِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ مَرِضَ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا اِلاَّ رَمَضَانَ.

১৬১৪. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন আমল করতেন তখন নিয়মিত করতেন আর যখন রাতের বেলা নিদ্রা মগ্ন হয়ে পড়তেন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কোন রাতে ভোর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করতে এবং রমযান ব্যতীত কোন মাসে লাগাতর সিয়াম পালন করতে দেখি নি।

١٦١٥- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

১৬১৫. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ, আবূ তাহির ও হারমালা (র.) .... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নিয়মিত ওয়াযীফা বা তার অংশ বিশেষ আদায় করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরে ফজর সালাত ও যুহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় তা পড়ে নিল তবে তার জন্য তেমনই লিপিবদ্ধ করা হবে যেন সে তা রাতেই পড়েছে।

١٦١٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَأٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ اَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلاَةَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

১৬১৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... কাসিম আশ্‌ শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) একদল লোককে 'দুহা' সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ওহে! এরা তো জানে না যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময় সালাত আদায় করাই বেশী ফযীলতের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত অনুগত প্রেমিকদের সালাতের ওয়াক্ত উট শাবকের পায়ে গরম সেকা লাগার সময় হয়ে থাকে।

١٦١٧– حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ صَلاَةُ الْاَوَّبِيْنَ اِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.

১৬১৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবা'বাসীদের ওখানে গেলেন, তখন তারা সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রেমিকদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি গরম হয়ে যায়)।

١٦١٨– وَحَدَّثَنَا يَحْيٰ بْنُ يَحْيٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى.

১৬১৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, রাতের সালাত দু' রাক'আত দু' রাক'আত। পরে যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তখন এক রাকা'আত সালাত আদায় করবে যা তার সালাতে বিত্‌র করে দেবে।

١٦١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

১৬১৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবূ সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন। অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে .... অন্য সনদে যুহ্‌রী (র.)-সালিম (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, ব্যক্তি রাতের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দুই দুই (রাক'আত)। পরে যখন তুমি সুব্‌হ (ভোর) হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তখন এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করে নেবে।

١٦٢٠- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

১৬২০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সালাতুল লায়ল) -রাতের সালাত কি রকম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করে নেবে।

١٦٢١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَبُدَيْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَاَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا ثُمَّ سَاَلَهُ رَجُلُ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ وَاَنَا بِذَالِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ هُوَ ذَالِكَ الرَّجُلُ اَوْ رَجُلُ اٰخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৬২১. আবুর রাবী যাহরানী (র.) ...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করল, তখন আমি ছিলাম তাঁর ও প্রশ্নকারীর মাঝে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের সালাত কি রূপ? তিনি বললেন, দুই দুই রাক'আত করে। পরে যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং বিত্‌রকে তোমার শেষ সালাত বানাবে। পরে সেই বছরের শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সে অবস্থানে ছিলাম। তবে আমি জানি না যে, এই প্রশ্নকারী সে ব্যক্তিই ছিল না অন্য কোন লোক। এবারও তিনি তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন।

١٦٢٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَبُدَيْلُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَالزُّبَيْرُ ابْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَاَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا ثُمَّ سَاَلَهُ رَجُلُ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ.

১৬২২. আবূ কামিল, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল .... দু'জনই পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাবে "পরে বছরের মাথায় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল" .... এবং এর পরবর্তী বিবরণ তাঁদের দু'জনের হাদীসে নেই।

١٦٢٣- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

১৬২৩. হারূন ইব্ন মা'রূফ, সুরায়হ্ ইব্ন ইউনুস ও আবূ কুরায়ব (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'ভোর হওয়ার আগেই বিত্র আদায় করে নাও'।

١٦٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِذَالِكَ.

১৬২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ্ (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে সে যেন বিত্রকে তার শেষ সালাত বানায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আদেশ করতেন।

١٦٢٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

১৬২৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব্ ও ইবনুল মুসান্না (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রাতের শেষ সালাত বিত্রকে করে নিও।

١٦٢٦- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَالِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُهُمْ.

১৬২৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাতের বেলা যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে সে যেন ভোরের আগে বিত্রকে শেষ সালাত করে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের এরূপ নির্দেশ দিতেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِيْ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬২৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিত্‌র হল এক রাক'আত রাতের শেষ ভাগে।

١٦٢٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... ইব্‌ন মিজলায (র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-কে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বিত্‌র রাতের শেষ ভাগের এক রাক'আত।

١٦٢٩- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬২৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, রাতের শেষ ভাগে এক রাক'আত।

١٦٣٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِبْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَجُلاً نَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اُوْتِرُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فَلْيُصَلِّ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِنْ اَحَسَّ اَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَاَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلّٰى قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ ابْنِ عُمَرَ.

১৬৩০. আবূ কুরায়ব ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাতের সালাতকে কি রূপে বিত্‌র করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন দুই দুই (রাক'আত) করে সালাত আদায় করে। যখন ভোর হয় বলে অনুভব করবে, তখন যেন এক রাক'আত আদায় করে নেয়। এটি সে যে সালাত আদায় করেছে, তা বিতর বানিয়ে দেবে। আবু কুরায়ব (র.)-এর বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ রয়েছে, 'তিনি ইব্‌ন উমর বলেন নি'।

١٦٣١- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍعَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ لَسْتُ عَنْ هٰذَا اَسْأَلُكَ قَالَ اِنَّكَ لَضَخْمٌ اَلاَ تَدَعُنِىْ اَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيْثَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْاَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ خَلَفُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلاَةً.

১৬৩১. খালফ্ ইব্‌ন হিশাম ও আবু কামিল (র.) .... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ভোরের সালাতের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, আমি কি তাতে কিরা'আত দীর্ঘ করব? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে দুই দুই (রাক'আত) করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর করতেন। আনাস (র.) বলেন, আমি বললাম, আমি তো এ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন, তুমি তো স্থূলবুদ্ধির লোক। তুমি কি আমাকে পূরো হাদীস বলার অবকাশ দিবে না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রিকালে দুই (রাক'আত) সালাত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর করতেন এবং ফজরের আগে দু' রাক'আত সুন্নাত এত দ্রুত আদায় করতেন যেন আযান অর্থাৎ ইকামত তাঁর কানে বাজছে। খালফ (র) তাঁর রিওয়ায়াতে ফজরের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে কি অভিমত বলেছেন, 'সালাত' শব্দ উল্লেখ করেননি।

١٦٣٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَفِيْهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ اِنَّكَ لَضَخْمٌ.

Goto List >

১৬৩২. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,.... পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ। তিনি একটু অতিরিক্ত বলেছেন, 'রাতের শেষ ভাগে এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র আদায় করতেন। তাতে আরো রয়েছে, বাঃ বাঃ তুমি তো বড় স্থূলবুদ্ধির লোক'।

١٦٣٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا رَأَيْتَ اَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَامَثْنٰى مَثْنٰى قَالَ اَنْ تُسَلِّمَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৬৩৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত); পরে যখন তুমি দেখবে যে, সুব্‌হ সাদিক তোমাকে পেয়ে বসেছে তখন তুমি এক (রাক'আত) দিয়ে বিত্‌র আদায় করে নেবে। তখন ইব্‌ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, দুই দুই কি? তিনি বললেন, প্রতি দুই রাক'আতে তুমি সালাম ফিরাবে।

١٦٣٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا.

১৬৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ভোর হওয়ার আগেই তোমরা বিত্‌র আদায় করে নেবে।

١٦٣٥– وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْنَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ سَأَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৬৩৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সুব্‌হ সাদিক-এর আগে বিত্‌র আদায় করবে।

١٦٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لاَيَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مَحْضُوْرَةٌ.

১৬৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার আশংকা থাকে যে, শেষরাতে সে উঠতে পারবে না সে যেন প্রথম রাতেই বিত্‌র আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে আশা রাখে সে যেন রাতের শেষ বাগে বিত্‌র আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাত রহমতের ফিরিশতার উপস্থিতির কাল এবং তাই অতি উত্তম। রাবী আবূ মু'আবিয়া (র) مَشْهُوْدَةٌ শব্দের স্থলে مَحْضُوْرَةٌ শব্দ বলেছেন।

١٦٣٧- وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لاَيَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ.

১৬৩৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.) ......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের যার আশংকা হবে যে, শেষ রাতে সে উঠতে পারবে না, সে যেন বিত্‌র আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর যে রাতে ওঠার ব্যাপারে আস্থাবান সে যেন শেষরাতে বিত্‌র আদায় করে। কেননা শেষরাতের কিরা'আত (ফিরিশ্‌তাদের) উপস্থিতির সময় এবং তা অতি উত্তম।

١٦٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

১৬৩৮. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতি উত্তম সালাত দীর্ঘ সময় দাঁড়ান (অর্থাৎ লম্বা কিরা'আতের সালাত)

١٦٣٩. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ.

১৬৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন সালাত উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়ান। রাবী আবূ বাক্‌র (র.) বলেন, حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ।

١٦٤٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

১৬৪০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, রাত্রিকালে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোন কল্যাণের প্রার্থনা করা অবস্থায় যদি সময়টির আনুকূল্য পায় তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর তা রয়েছে প্রতি রাতে।

١٦٤١– وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ.

১৬৪১. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের এমন একটি ক্ষণ রয়েছে যে, কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণের প্রার্থনা রত অবস্থায় সে সময়টি পেয়ে গেলে আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।

١٦٤٢– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُونِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهُ.

১৬৪২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন কে আছে আমাকে ডাকবে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব; কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, তবে আমি তাকে দিয়ে দিব, কে আছে আমার কাছে মাগফিরাত কামনা করবে, তবে আমি তাকে মাফ করে দেব।

١٦٤٣– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِىْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلُ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يُضِىءَ الْفَجْرُ.

১৬৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রতি রাতে যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন আর তিনি বলতে থাকেন, আমিই বাদশাহ্। কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দিয়ে দেব; কে আছে এমন যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত এ ভাবেই চলতে থাকে।

١٦٤٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ اَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطٰى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

১৬৪৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের অর্ধেক কিংবা দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থী? তাকে প্রদান করা হবে, আছে কি কোন দু'আকারী? তার দু'আ কবূল করা হবে; আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী? তাকে ক্ষমা কর দেয়া হবে; এরূপ চলতে থাকে ভোর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।

١٦٤٥- حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ اَبُو الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ اللّٰهُ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ اَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ اَوْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلَاظَلُوْمٍ (قَالَ مُسْلِمُ) اِبْنُ مَرْجَانَةَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَرْجَانَةُ اُمُّهُ.

১৬৪৫. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র.) .... ইব্ন মারজানা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের আধাআধির সময় কিংবা রাতের শেষ তৃতীয় ভাগের সময় মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কিংবা কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দিয়ে দেব। অতঃপর বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না। মুসলিম (র.) বলেছেন, ইব্ন মারাজানা হচ্ছেন সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র.) এবং মারজানা (রা.) হচ্ছেন তাঁর মাতা।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَاظَلُوْمٍ.

১৬৪৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.) .... সা'দ ইব্‌ন সাঈদ (র.) উপরোক্ত সনদে বর্ণিত এবং তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু' হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ اَبِيْ شَيْبَةَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِيْ مُسْلِمٍ يَرْوِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ نَزَلَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَالْفَجْرُ.

১৬৪৭. আবূ শায়বার পুত্র উসমান ও আবূ বাকর এবং ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র.) .... আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলেন, কেউ কি আছে মাগফিরাতকামী? কেউ কি আছে তাওবাকারী? কেউ কি আছে প্রার্থনাকারী? কেউ কি আছে দু'আকারী? এরূপ বলতে থাকেন ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত।

١٦٤٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ اَتَمُّ وَاَكْثَرُ.

১৬৪৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .....শু'বা সূত্রে ইসহাক (র.) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে মানসূর (র.) বর্ণিত আবূ ইসহাক (র.)-এর হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক বিবরণ সম্বলিত।

١٦- بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ্ সম্পর্কে উৎসাহ দান

١٦٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৬৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে (সাওয়াব প্রাপ্তির বিশ্বাস নিয়ে) রমযানে তারাবীহ্ ইত্যাদির জন্য রাত্রি জাগরণ করে তার পূর্ববর্তী গোনাহ মা'ফ করে দেওয়া হবে।

١٦٥٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ نَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَ هُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُ فِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ فِيْ خِلَافَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذَالِكَ.

১৬৫০. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানে রাত্রি জাগরণের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ না দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে রমযানে রাত্রি জাগরণ করবে তার বিগত গোনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ওফাত হয় আর বিষয়টি এরূপই ছিল। পরে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফত যুগে অবস্থা অনুরূপ থাকে, উমর (রা) এর খিলাফতের প্রথম দিকেও অবস্থা অনুরূপ অব্যাহত ছিল।

١٦٥١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ ابْنُ حَرَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيٰى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৬৫১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদ্‌রে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রাত জাগরণ (ইবাদত) করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহ্ মা'ফ করে-দেয়া হবে।

١٦٥٢- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَرَقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِفَيُوْافِقُهَا (اُرَاهُ قَالَ) اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ.

১৬৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদ্‌রে রাত জাগরণ করে রাবী বলেন, আমার ধারণা যে তিনি বলেছেন, ঈমান ও সাওয়াবের আশায় তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَالِكَ فِىْ رَمَضَانَ.

১৬৫৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র).... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে লোকজন সালাত আদায় করল। এরপর আগামী রাতে তিনি সালাত আদায় করলেন এতে বহু লোক হল। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতেও তাঁরা সমবেত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের দিকে বের হলেন না। পরে সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ তা তো আমি দেখেছি। তোমাদের কাছে বের হয়ে আসতে আমাকে শুধু এ–ই বাধা দিয়েছে যে, আমি আশংকা করছিলাম যে, সে সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। এ ঘটনা রমযানের।

١٦٥٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَاَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوْنَ بِذَالِكَ فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوْا بِصَلاَتِهِ فَاَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُوْنَ ذَلِكَ فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِم رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ وَلٰكِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

১৬৫৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্য রাতে বেরিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন একদল লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল এবং সকালে লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। ফলে তাদের চাইতে অনেক বেশী লোক সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। এদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করতে থাকল। এতে তৃতীয় রাতে মসজিদের লোক সংখ্যা আরো বেশী হল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে এলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মসজিদ লোকদের স্থান সংকুলানে অক্ষম হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের কাছে বের হলেন না। তখন তাদের মাঝে কিছু লোক বলতে লাগল, সালাত! সালাত! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনও তাঁদের কাছে বের হলেন না। অবশেষে ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন। ফজরের সালাত আদায় করার পরে লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠের পরে বললেন; তারপর আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি। তবে আমার আশংকা হয়েছিল যে, রাতের (তারাবীহ্) সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও।

١٧. بَابُ النَّدْبِ الْاَكِيْدِ اِلٰى قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ دَلِيْلِ مَنْ قَالَ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ শবে-কাদ্‌রে রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান এবং তা যে সাতাশে রমযান তার প্রমাণ

١٦٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدَةُ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ وَقِيْلَ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ اَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ اُبَىٌّ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ (يَحْلِفُ مَايَسْتَثْنٰى) وَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَىُّ لَيْلَةٍ هِىَ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَاَمَارَتُهَا اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِىْ صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَاشُعَاعَ لَهَا.

১৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র.) .... উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত যখন তাঁকে বলা হল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা বছর (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণ করবে সে শবে-কাদ্‌র পাবে; তখন উবাই (রা.) বললেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তা অবশ্যই রমযানে রয়েছে। তিনি কসম করে বলেছিলেন এবং তিনি কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই কসম করে বলেছিলেন। আবার তিনি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বললেন, ভাল করেই জানি যে, সেটি কোন্ রাত; সেটি হল সে রাত যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের হুকুম করেছিলেন। যে রাতের ভোর হয়, সাতাশে রমযান। আর সে রাতের আলামত হল এই যে, দিনের সূর্য উদিত হয় উজ্জ্বল হয়ে তাতে (কিরণের) তীব্রতা থাকে না।

١٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ اَبِيْ لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ اُبَيٌّ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهَا وَاَكْثَرُ عِلْمِيْ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَاِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ اَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ بِهَا صَاحِبٌ لِيْ عَنْهُ.

১৬৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়লাতুল কাদ্‌র সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই জানি এবং আমার অধিক ধারণা যে, সেই রাত যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন, সে টি সাতাশের রাত। রাবী শু'বা এ বাক্যে সন্দেহ পোষণ করছেন –তা সেই রাত যে রাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার এক সঙ্গী আমাকে তাঁর কাছ থেকে একথাটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٥٧- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهُ.

১৬৫৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) .... শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে শু'বা (র.) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

١٨- بَابُ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ وَدُعَائِهِ بِاللَّيْلِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা নবী ﷺ এর সালাত ও দু'আ

١٦٥٨- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِيْ ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَاَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَرٰى اَنِّيْ كُنْتُ اَنْتَبِهُ لَهُ فَتَوَضَّاْتُ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَدَارَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ

بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَاَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

১৬৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম হায়্যান আল-আব্দী (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। রাতের বেলা এক সময় নবী ﷺ উঠে নিজের প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর তিনি নিজের হাত মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে (পানির) মশকের কাছে গিয়ে বন্ধন খুললেন। তারপর দুই ওযূর মাঝামাঝি ওযূ করলেন। অতিরিক্ত পানি খরচ করলেন না। তবে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। আমি জেগে মোড়ামুড়ি দিলাম। যেহেতু জেগেজেগে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম, তা তিনি বুঝে ফেলেন। একথা আমি ভাল মনে করি নি। এরপর আমি ওযূ করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে হাতে ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) তের রাক'আত হল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমাল তাঁর নাক ডাকাত।[১] তখন বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের সময় হওয়ার খবর দিলেন। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন এবং ওযূ করলেন না। (এ রাতে) তাঁর দু'আর মধ্যে ছিল ....

"ইয়া আল্লাহ্! আমার করবে নূর পয়দা করুন, আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডানদিকে নূর, আমার বামদিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর এবং বিরাট নূর দান করুন। রাবী কুরায়ব (র) বলেন, আরও সাতটি বিষয় যা আমার অন্তরে রয়েছে। সালামা ইব্ন কুহায়ল বলেন, এরপর আমি আব্বাস পরিবারের কোন একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি ঐ বিষয়গুলো আমাকে বর্ণনা করলেন। আমার শিরায়, আমার গোশ্তে, আমার রক্তে, আমার পশমে এবং আমার ত্বকে ......আরও দু'টি বিষয় বললেন।

١٦٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِيَ

১. ঘুমের সময় ছন্দোবদ্ধ হালকা নাক ডাকা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে সুস্বাস্থ্যের পরিচায়করূপে স্বীকৃত –অনুবাদক।

خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا
فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْقَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْبَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ
اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَ
الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১৬৫৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.)-এর কাছে একবার রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্থে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী (মায়মূনা) শয়ন করলেন তার দৈর্ঘে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেক হলে অথবা তার কিছু আগে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগলেন এবং নিজের হাতে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে ঘুমের আমেজ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়লেন। তারপর একটি লটকিয়ে রাখা মশ্‌কের কাছে গিয়ে তাঁর থেকে ওযূ করলেন এবং উত্তমরূপে ওযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উঠে তেমনই করলাম যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। পরে আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার কান ধরে তা মলতে লাগলেন। তখন তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত তারপর দু' রাক'আত তারপর দু' রাক'আত তারপর দু' রাক'আত তারপর বিত্‌র আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়ায্‌যিন তাঁর নিকটে এলেন। তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٦٦٠. وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَيَاضِ بْنِ
عَبْدِ اللّٰهِ الْفِهْرِىِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ اِلٰى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ
فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ اِلاَّ قَلِيْلاً ثُمَّ حَرَّكَنِىْ فَقُمْتُ وَسَائِرُ
الْحَدِيْثِ نَحْوُحَدِيْثِ مَالِكٍ.

১৬৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা মুরাদী (র.) উক্ত সনদে মাখরামা ইব্‌ন সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি পানির মশ্‌ক ঝুলিয়ে রাখার খুঁটির কাছে গেলেন এবং মিস্‌ওয়াক করলেন ও ওযূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ওযূ করলেন। তবে পানি পরিমাণে কমই ঢাললেন। তারপর আমাকে নাড়া দিয়ে আমি উঠে পড়লাম। হাদীসে বাকী অংশ মালিক (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٦١– حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَصَلّٰى فِيْ تِلْكَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهٖ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَنِيْ كُرَيْبُ بِذَالِكَ.

১৬৬১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে শুইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওযূ করার পরে সালাতে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তিনি সে রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুয়ে পড়লেন এমন কি নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে সাধারণতঃ নাক ডাকতেন। এরপর মুয়ায্‌যিন তাঁর নিকটে এলে তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন আর তিনি ওযূ করলেন না। রাবী আম্‌র (র.) বলেন, পরে আমি বুকায়র ইব্‌ন আশাজ্জ (র.)-কে এ হাদীস শুনালে তিনি বললেন, কুরায়ব (র.) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٢– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا اِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْقِظِيْنِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ الْاَيْسَرِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَجَعَلَنِيْ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَجَعَلْتُ اِذَا اَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ اُذُنِيْ قَالَ فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبٰى حَتّٰى اِنِّيْ لَاَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৬৬২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনত হারিস (রা.)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করলাম এবং আমি তাঁকে বলে রাখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উঠেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে (সালাত) দাঁড়ালেন। তখন আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। এরপর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই তিনি আমার কানের লতি ধরতেন (ধরে মোচড় দিতেন)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তখন এগার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর হাটু খাড়া করে দু'হাত নিয়ে জড়িয়ে বসলেন। অবশেষে আমি তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। পরে ফজর প্রকাশ পেলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত (সালাত) আদায় করলেন।

١٦٦٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّاَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا (قَالَ وَصَفَ وُضُوْءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخْلَفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ بِلاَلُ فَاَذَّنَهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّاْ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا لِلنَّبِىِّ ﷺ خَاصَّةً لاَنَّهُ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.

১৬৬৩. ইব্ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে রাতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে উঠে একটি লট্কানো পুরানো মশ্ক থেকে হাল্কাভাবে ওযূ করলেন। বর্ণনাকারী [কুয়ারব (র.)] বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -এর ওযূর বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর স্বল্পতা ও হাল্কা ভাবের ব্যাখ্যা দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম এবং নবী ﷺ যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করলাম। তারপর এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। এরপর বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাতের (সময় হওয়ার) খবর দেন। তখন তিনি বের হয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং ওযূ করেন নি। সুফিয়ান (র.) বলেন, এ ব্যাপার (ঘুমে ওযূ ভঙ্গ না হওয়া) নবী ﷺ -এর জন্য খাস কেননা, আমাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে যে, তাঁর দু' চোখ নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁর 'কালব' নিদ্রা যায় না।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْقِرْبَةِ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِيْ الْجَفْنَةِ اَوِ الْقَصْعَةِ فَاَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهُ اِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّٰى فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِىْ صَلاَتِهِ اَوْفِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاَجْعَلْ لِىْ نُوْرًا اَوْ قَالَ وَاَجْعَلْنِىْ نُوْرًا ـ

১৬৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে আমি রাত্রে ছিলাম। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রকারে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে পেশাব কররেন, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে উঠে মশ্কের কাছে গিয়ে তার বাধন খুলে তারপর পাত্রে পানি ঢেলে নিলেন। তিনি হাত দিয়ে মশ্কটি পাত্রের উপরে কাত করে ধরলেন। তারপর দুই ওযূর মাঝামাঝি উত্তমরূপে ওযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়ালাম তাঁর বামপাশে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত তের রাক'আত হল। এর পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। আমরা তাঁর নাকের আওয়াজ দিয়ে তাঁর ঘুমিয়ে পড়া বুঝতে পারতাম। তিনি তাঁর সালাতের মধ্যে অথবা (রাবী বলেন) তাঁর সিজ্দায় বলতে লাগলেন–"ইয়া আল্লাহ্! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর এবং আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমরা পিছনে নূর আমার উপরে নূর, এবং আমার নিচে নূর দান করুন এবং আমাকে নূর দান করুন অথবা তিনি বলেছিলেন – আমাকে নূরে পরিণত করুন।"

١٦٦٥– وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةُ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَقَالَ وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا وَلَمْ يَشُكَّ ـ

১৬৬৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন। অতঃপর

গুনদার (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে, এতে তিনি বলেন, "আমাকে নূরে পরিণত করুন"। -এ রিওয়ায়াতে সন্দেহ নেই।

١٦٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ رِشْدِيْنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ ثُمَّ اَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرٰى فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَهُ وُضُوْءً هُوَ الْوُضُوْءُ وَقَالَ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا.

১৬৬৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেন। এতে হাত- মুখ ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তারপর মশকের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুললেন এবং দুই ওযূর মাঝামাঝি ওযূ করলেন। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার উঠে মশকের কাছে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে ওযূ করলেন ঐ ওযূর মতই। আর তিনি আমাকে এতে বলেছেন, "আমাকে বিরাট নূর দান করুন।" এ বর্ণনায় "আমাকে নূরে পরিণত করুন" এ কথা উল্লেখ করেন নি।

١٦٦٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِىِّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِى الْوُضُوْءِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْهَا كُرَيْبُ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَىْ عَشْرَةَ وَنَسِيْتُ مَا بَقِىَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا.

১৬৬৭. আবূ তাহির (র.) .... কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে রাত্রি যাপন করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মশকের দিকে গেলেন এবং তা থেকে (পানি) ঢেলে ওযূ করলেন। পানি খুব বেশী ব্যবহার করেন নি এবং ওযূতেও কোন ত্রুটি করেন নি। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আর এতে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনিশটি বাক্যের দ্বারা দু'আ করলেন। সালামা (র.) বলেন, কুরায়ব (র.) আমাকে সে গুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন, আমি তার বারটি মুখস্ত রেখেছি এবং বাকীগুলো ভুলে গিয়েছি .... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! আমাকে আমার হৃদয়ে নূর দিয়ে দিন, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর দিন, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর এবং আমার পিছনে নূর দিন এবং আমার অন্তরে নূর প্রদান করুন এবং আমাকে নূর দান করুন"।

١٦٦٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ رَقَدْتُ فِىْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا لاَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَ النَّبِىُّ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ.

১৬৬৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা.) কাছে অবস্থান করার রাতে আমি তাঁর (মায়মূনা) ঘরে রাত্রি যাপন করলাম – যাতে নবী ﷺ -এর রাতের সালাত কেমন হয় তা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে এরপর উঠে তিনি ওযূ করলেন ও মিস্‌ওয়াক করলেন।

١٦٦٩- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ "اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفَ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لاُوْلِى الْاَلْبَابِ" فَقَرَأَ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثٍ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ

وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا .

১৬৬৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শয়ন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হয়ে মিস্‌ওয়াক করলেন ও ওযূ করলেন। তখন তিনি পাঠ করছিলেন– اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِي الْاَلْبَابِ (আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য, ... (৩ঃ ১৯০) এই আয়াতগুলো থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কিয়াম, রুকূ' ও সিজ্‌দা দীর্ঘায়িত করলেন। তা শেষ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনবারে তিনি ছয় রাক'আত আদায় করলেন, প্রতিবারে মিস্‌ওয়াক ও ওযূ করেন এবং ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এরপর তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করলেন। তখন মুয়ায্‌যিন আযান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি তখন বলছিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! দান করুন আমার কলবে নূর, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার পিছনে নূর, সম্মুখে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আয় আল্লাহ্! আমাকে নূর দিয়ে দিন"।

١٦٧٠– وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ صَنَعَ ذَالِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ اِلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِيْ كَذَالِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اِلَى الشِّقِّ الاَيْمَنِ قُلْتُ أَفِيْ التَّطَوُّعِ كَانَ ذَالِكَ قَالَ نَعَمْ.

১৬৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার কাছে এক রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ সে রাতের নফল সালাতের জন্য উঠলেন। নবী ﷺ মশ্‌কের কাছে গিয়ে ওযূ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, যখন তাঁকে ঐ সব করতে দেখলাম আমিও উঠলাম এবং মশ্‌ক থেকে (পানি নিয়ে) ওযূ করলাম। এর পরে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি তখন তাঁর পিঠের পিছন দিয়ে আমাকে ডানপাশে নিয়ে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ-কি নফল সালাতের ব্যাপারে? ইব্‌ন আব্বাস (রা). বললেন, হাঁ।

١٦٧١- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَفِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِيْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِيْ عَلٰى يَمِيْنِهِ.

১৬৭১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.)..... আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা.) আমাকে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠালেন, তিনি তখন আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। সে রাতে আমি তাঁর সঙ্গে থাকলাম। রাতের এক অংশে উঠে তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি নিজের পিঠের পিছন থেকে আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে বের করে দিলেন।

١٦٧٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

১৬৭২. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা.)-এর কাছে আমি রাত যাপন করলাম .... (পরবর্তী অংশ) ইব্‌ন জুরায়জ (র.) এবং কায়স ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٦٧٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ الاَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذَالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....যায়িদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তার পূর্ববর্তী রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তার পূর্ববর্তী দু' রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় কররেন যা ছিল পূর্ববর্তী দু' রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর বিত্‌র আদায় করলেন। এই হল মোট তের রাক'আত।

١٦٧٥- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِىُّ اَبُوْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ اَلاَ تُشْرِعُ يَاجَابِرُ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءًا قَالَ فَجَاءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

১৬৭৫. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি (পানির) ঘাটে পৌঁলাম। নবী ﷺ বললে, জাবির! তুমি কি উটকে ঘাটে নামাবে না? আমি বললাম হাঁ। জাবির (রা.) বলেন, তখন নবী ﷺ অবতরণ করলেন এবং আমি (উটকে) ঘাটে নামালাম। জাবির (রা.) বলেন, এরপর তিনি নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পেশাব করতে) গেলেন। আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঠিক করে রাখলাম। জাবির (রা.) বলেন, তিনি এসে ওযূ করলেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত ছিলেন যার দু' প্রান্ত বিপরীত দিকে জড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর পিছনে দাঁড়লাম। তিনি আমার হাতে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

١٦٧٦. حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّىْ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৬৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন।

١٦٧٧. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৬৭৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে ওঠে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে সালাত শুরু করে।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ الَّيْلِ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَلاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

১৬৭৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝরাতে যখন সালাতের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন (এ দু'আ) বলতেন "ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য যাবতীয় হাম্‌দ, আপনিই আসমান যমীনের নূর (জ্যোতি), আপনারই সকল হাম্‌দ, আপনিই আসমান যমীনের রক্ষক, আপনারই জন্য সকল হাম্‌দ, আপনি আসমান যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবের রব। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতি ঈমান স্থাপন করছি, আপনারই উপর ভরসা করছি, আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আপনারই প্রদত্ত সত্য প্রমাণ নিয়ে দুশমনের মুকাবিলা করছি, আপনারই কাছে ফয়সালা ন্যস্ত করছি। তাই আমার যা কিছু পূর্বাপর এবং গোপন ও প্রকাশ্য, সে সকল ক্ষমা করুন। মা'বূদ আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নেই"।

١٦٧٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيْثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا اِلاَّ فِىْ حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قَيَّامُ قَيِّمُ وَقَالَ وَمَا اَسْرَرْتُ وَاَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِىْ اَحْرُفٍ.

Goto List >

১৬৭৯. আমরুন নাকিদ, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে এ সনদে উর্ধতন রাবী জুরায়জ (র.)-এর হাদীসের শব্দ, ভাষা পূর্ববর্তী সনদের মালিক (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। শুধু শব্দে তাদের বর্ণনা ব্যবধান রয়েছে। মালিকের قَيَّامُ শব্দের স্থলে ইব্‌ন জুরায়জ (র) قَيِّمُ বলেছেন আর اَسْرَرْتُ স্থলে বলেছেন مَا اَسْرَرْتُ তবে ইব্‌ন উয়ায়না (র).-এর হাদীসে কিছু অধিক বিবরণ রয়েছে এবং কয়েকটি শব্দে মালিক ও ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর সাথে তাঁর বর্ণনায় বিরোধ রয়েছে।

١٦٨٠- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيْرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ قَرِيْبٌ مِنْ اَلْفَاظِهِمْ.

১৬৮০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র.) .....ইব্‌ন আব্বাস (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দ ভাষ্য পূর্বোল্লিখিতগণের ভাষ্যের কাছাকাছি।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِىُّ ﷺ يُفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اَهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

১৬৮১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবূ মা'ন রাকাশী (র.) .... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ রাতে যখন উঠতেন তখন কি দিয়ে (কোন দু'আ পড়ে) তিনি তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন। তিনি বলেন, তিনি যখন রাতে উঠতেন তখন সালাত শুরু করতেন اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ .... صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ "ইয়া আল্লাহ্! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ)-এর প্রতিপালক! আসমান সমূহ ও যমীনের সৃজনকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনিই মীমাংসা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে সে বিষয় যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। আপনি আমাকে হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, সত্য ন্যায়ের বিরোধিত বিষয়ে আপনার হুকুমে, আপনিই হিদায়াত করেন যাকে ইচ্ছা হয় সরল পথের দিকে।"

١٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاَصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَاِذَا رَفَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءِ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

১৬৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর আল-মুকাদ্দামী (র.)......... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন এ মর্মে যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন.... وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ ... اَسْتَغْفِرُكَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ (ইয়া আল্লাহ!) অভিমুখী করলাম একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা সে সত্তার দিকে যিনি আসমান সমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। আমার সালাত, আমার ইবাদত ও কুরবাণী এবং আমার হায়াত ও মাওত রাব্বুল আলামীন (বিশ্ব প্রতিপালক) আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এ বিষয় আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের একজন। ইয়া আল্লাহ্! আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত ইলাহ নেই, আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং

আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব আমাকে আমার সব গোনাহ মা'ফ করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই তো ক্ষমাকারী নেই এবং আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না এবং মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে দূরে নিন। মন্দ চরিত্রগুলো আপনি ব্যতীত কেউ আমা থেকে সরাতে পারে না। আপনার দরবারে আমি হাযির! আনুগত্য আপনারই জন্য নিবেদিত! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নয়। আমি আপনার উপর নির্ভরশীল এবং আপনার দিকেই রুজূ হই। আপনি বরকতময়, আপনি মহামহিম, আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার জন্য বিনীত। আমার কান, আমার চোখ, আমার অস্থি-মজ্জা এবং আমার শিরা-উপশিরা। আর যখন রুকূ' থেকে উঠতেন তখন বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমাদের রব, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান সমূহ ভর্তি ও যমীন এবং দু'য়ের মধ্যবর্তী আকাশ ভর্তি এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাও ভর্তি। আর তিনি যখন সিজ্‌দায় যেতেন তখন বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনারই জন্য সিজ্‌দা করছি। আপনার প্রতি ঈমান আনছি। আমার চেহারা সিজ্‌দাবনত সে সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তার আকৃতি দান করেছেন, তার মধ্যে কোন ও চোখ ফুটিয়েছেন, কতই মহান বরকতময় আল্লাহ্ সর্বোত্তম স্রষ্টা। তারপর তাশাহহুদও সালামের মাঝে সর্বশেষ এ দু'আ পাঠ করতেন। ইয়া আল্লাহ্! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গোনাহ এবং পরবর্তী গোনাহ এবং যা আমি গোপন করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমালঙ্ঘন করেছি এবং সে সকল অপরাধ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনি এ বিষয়ে এগিয়ে দেওয়ার ও পিছিয়ে দেওয়ার মালিক। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

١٦٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىْ وَقَالَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَقَالَ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَهُ وَقَالَ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ.

১৬৮৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আ'রাজ (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।এতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাক্‌বীর বলার পরে তিনি বলতেন, "আমি অভিমুখী করলাম আমার চেহারা, তিনি আরো বলেছেন, এবং আমি প্রথম মুসলমান"। রাবী বলেছেন, রুকূ' থেকে মাথা তুলবার সময় তিনি বলতেন, আল্লাহ্ শুনেন তার কথা যে তাঁর হাম্‌দ করে। আয় আমাদের রব! আর আপনার জন্য সকল প্রশংসা। তারপর বলেন, যিনি সালাম করতেন তখন বলতেন, ইয়া আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গোনাহ্ শেষ পর্যন্ত, এতে তিনি 'তাশাহুদও সালামের মধ্যবর্তী'র কথা উল্লেখ করেন নি।

١٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَطْوِيْلِ الْقِرَأةِ فِيْ صَلَوٰةِ اللَّيْلِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা মুস্তাহাব

١٦٨٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّى بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ (قَالَ) وَفِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

১৬৮৪. আবূ বাক্র ইব্ন শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইব্ন নুমায়র (র.) '.... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে করলাম. সম্ভবত এক শত আয়াতের মাথায় রুকূ' করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন এবং তাও পড়ে আলে ইমরান শুরু করে তাও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন তাসবীহ্ যুক্ত কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহ্র কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহ্র কাছে) পানাহ্ চাইতেন। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'তে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, বলতে থাকেন। তাঁর রুকূ' ছিল প্রায় তাঁর দাঁড়ানোর সমান (দীর্ঘ)। এরপর বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শোনেন। তারপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকূ'তে যতক্ষণ ছিলেন তার কাছাকাছি। তারপর সিজ্দা

করলেন এবং سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, বললেন। তাঁর সিজ্‌দার পরিমাণ ছিল তার দাঁড়ানোর কাছাকাছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (র)-এর হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী ﷺ বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তা শোনেন, আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য সকল প্রশংসা।

١٦٨٥- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قِيْلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ.

১৬৮৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) .... আবূ ওয়াইল (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (রাতের) সালাত আদায় করছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল কি মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল? তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা করছিলাম যে, আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে (তাঁর ইকতিদা) ছেড়ে দেব।

١٦٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৬৮৬. ইসমাঈল ইব্‌ন খলিল ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... আ'মাশ (র.) সূত্রে পুর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠- بَابُ الْحَثِّ عَلٰى صَلٰوةِ اللَّيْلِ وَاِنْ قَلَّتْ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি উৎসাহ দান যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়

١٦٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَالِكَ رَجُلٌ قَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهِ.

১৬৮৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র) ..... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এমন একজন লোকের কথা আলোচনা করা হল যে ভোর পর্যন্ত রাত ভর ঘুমিয়ে থাকে। নবী ﷺ বললেন, ও এমন ব্যক্তি যার কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে অথবা বললেন, দু' কানে।

١٦٨٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ اَلاَتُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَالِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ "وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً".

১৬৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর গৃহে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করছ না? (আলী (রা) বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আত্মা আল্লাহ্‌র কবযায়, তাই তিনি যখন আমাদের উঠাবার ইচ্ছা করেন, তখন উঠান। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ফিরে চলে গেলেন, যখন আমি তাঁকে এ কথা বলি। আর তাঁর একার যাওয়ার সময় আমি শুনতে পেলাম তিনি নিজের রানে হাত মারছেন এবং বলছেন, وَكَانَ الاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "মানুষ অধিকংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১৮-৫৪)

١٦٨٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ ثَلاَثَ عُقَدٍ اِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ فَاِذَا صَلّٰى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

১৬৮৯. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার গ্রীবায় তিনটি গিঁট দেয়— যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি গিঁটে এ ওয়াসওয়াসা যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত .... সে যখন জেড়ে উঠে আল্লাহ্‌র নাম লয় তখন একটি গিঁট খুলে যায় যখন ওযূ করে তখন দু'টি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সালাত আদায় করে তখন সবকটি গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে ও আলসে অবস্থায় হয়ে।

٢١- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِيْ بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত নিজের ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব, মসজিদে আদায় করাও জায়িয

١٦٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৬৯০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, তোমাদের সালতের কিছু অংশ তোমাদের ঘরে (আদায়ের জন্য) নির্ধারিত করবে এবং সে (ঘর) গুলোকে কবর বানাবে না।

١٦٩١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُم وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৬৯১. ইবনুল মুসান্না (র) .... উব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করবে এবং সে গুলোকে কবর বানিও না।

١٦٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ لِصَلاَةَ فِىْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلُ فِىْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

১৬৯২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মসজিদের (ফরয) সালাত সমাধা করে, তখন সে যেন তার ঘরের জন্য তার সালাতের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে। কেননা, তার সালাতের কারণে আল্লাহ্ তার ঘরে বরকত দান করবেন।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَيُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

১৬৯৩. আবদুল্লাহ ইব্‌ন বার্‌রাদ আশ্‘আরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.) .... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اَنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

Goto List >

১৬৯৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ঘর গুলোকে কবরস্থান বানিও না। যে, ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيْرٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْهَا قَالَ فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ قَالَ ثُمَّ جَاؤُا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَأَبْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

১৬৯৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি চাটাই কিংবা একটি মাদুর দিয়ে (মসজিদে) একটি ছোট্ট 'হুজ্‌রা' তৈরী করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে সেখানে সালাত আদায় করতে লাগলেন। রাবী বলেন, তখন কিছু লোক তাঁকে খোঁজ করে সেখানে সমবেত হল। তারা তাঁর সংগে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আর এক রাতে তারা এসে উপস্থিত হল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে বের হয়ে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন এবং তাদের কাছে বের হলেন না। তখন লোকেরা তাদের আওয়ায উঁচু করল এবং (হুজ্‌রার) দরজায় কংকর মারল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুষ্ট হয়ে তাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কর্ম তো তোমরা চালাতে থাকলে, এমন কি আমার ধারণা হল যে, তা (রাতের সালাত) অচিরেই তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হতে পারে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বাড়ী ঘরে সালাত আদায় করবে। কেননা, ফরয সালাত ব্যতিরেকে মানুষের উত্তম সালাত (যা) তার ঘরে আদায় করা হয়।

١٦٩٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ.

১৬৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাদুর দিয়ে মসজিদে একটি হুজ্‌রা তৈরী করেন এবং তিনি কয়েক রাত সেখানে সালাত আদায় করেন অবশেষে তাঁর কাছে কিছু লোক সমবেত হল। অতঃপর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেছেন। এ রিওয়ায়াতে অধিক বলেছেন, 'আর তোমাদের উপরে তা ফরয করে দেয়া হলে তোমরা তা পালন করতে না।'

٢١- بَابُ فَضِيْلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী ও নিয়মিত আমলের ফযীলত

١٦٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّبِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ صَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَصِيْرُ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوْا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَادُوْوِمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا عَمِلُوْا عَمَلاً اَثْبَتُوْهُ.

১৬৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি মাদুর ছিল, যা দিয়ে রাতের বেলা তিনি 'হুজ্‌রা' বানিয়ে নিতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। লোকেরা ও তাঁর সালাতের সংগে (মুক্‌তাদী হয়ে) সালাত আদায় করতে লাগল। আর দিনের বেলা তিনি সেটা বিছিয়ে দিতেন। এক রাতে তারা উদগ্রীবতার সাথে সালাতের জন্য ফিরে এলে নবী ﷺ তাদের বললেন, "লোক সকল!" তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যদ্দূর তোমরা সামর্থ রাখ। কেননা, আল্লাহ্ নিশ্চয় (সাওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করবেন না; অথচ অবশেষে তোমরাই (আমল করতে করতে) ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র নিকট সমধিক প্রিয় আমল হল যা নিয়মিত পালিত হয়– যদিও তা কম হয়। আর (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার পরিজন কোন আমল শুরু করলে তাকে তারা স্থায়ী রূপ দিয়ে দিত।

١٦٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَا هِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ.

১৬৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আবূ সালামা (রা) সূত্রে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল– আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, যা স্থায়ী ও নিয়মিত যদি ও তা (পরিমাণে) কম হয়।

١٦٩٩– وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ ابْرَا هِيْمَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لَاكَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَطِيْعُ.

১৬৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আল্‌কামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল কোন প্রকৃতির ছিল? তিনি কি নিজের জন্য কোন দিন বিশেষভাবে নির্ধারিত করতেন? তিনি বললেন, না; তাঁর আমল ছিল নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্ন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করতে সামর্থ ছিলেন তোমাদের মাঝে কে তা করতে সমর্থ হবে?

١٧٠٠. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَالَّ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.

১৭০০. ইবন নুমায়র (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল অধিক নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্ন আমল যদিও তা স্বল্প হয়। আর আয়িশা (রা.) যখন কোন আমল শুরু করতেন তখন তাকে স্থায়িত্ব দানে অভ্যস্ত ছিলেন।

١٧٠١– وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبْلُ مَمْدُوْدُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّيْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْفَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْفَتَرَ قَعَدَ وَفِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَلْيَقْعُدْ.

১৭০১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তখন দুই থামের মাঝে একটি রশি টানানো ছিল। তা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, এটি কি? তারা বলল, যায়নাবের সে সালাত আদায় করতে থাকে। যখন অলসতা কিংবা দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করেন তখন ঐ রশির সাথে নিজেকে আটকে রাখেন। নবী ﷺ বললেন, ওটি খুলে দাও! তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্ফূর্তি পরিমাণ সালাত আদায় করবে। যখন অলসতা ও ক্লান্তি অনুভব করবে এখন বসে পড়বে। যুহায়র (র.) এর হাদীসে 'বসে পড়বে' (قَعَدَ) স্থলে সে যেন বসে পড়ে (فَلْيَقْعُدْ) রয়েছে।

١٧٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭০২. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র.) .... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٠٣- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ هٰذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوْا اَنَّهَا لاَتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللّٰهِ لاَيَسْأَمُ اللّٰهُ حَتّٰى تَسْأَمُوْا.

১৭০৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা মুরাদী (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা) খবর দিয়েছেন যে, হাওলা বিন্‌ত তুওয়ায়ত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা তাঁর (আয়িশা) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তার কাছে ছিলেন। (আয়িশা (র) বলেন,) আমি বললাম, "এ হচ্ছে হাওলা বিন্‌তে তুওয়ায়ত, লোকেরা বলে যে, সে রাতে ঘুমায় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন রাতে ঘুমায় না।" .... এমন আমল তোমরা গ্রহণ কর যাতে তোমরা সামর্থ হবে। কেননা, আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) বিরক্ত হবেন না অবশেষে তোমরাই (পরিমাণে অতিরিক্ত আম্‌ল সম্পাদনে) বিরক্ত হয়ে পড়বে।

١٧٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ

اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ اِمْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اِمْرَأَةٌ لاَتَنَامُ تُصَلِّىْ قَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ اَنَّهَا اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ.

১৭০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব এবং যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আগমন করলেন, তখন আমার কাছে একটি মেয়ে লোক ছিল। তিনি বললেন, এটি কে? আমি বললাম, এ এক নারী, যে রাতে ঘুমায় না, সালাত আদায় করতে থাকে। তিনি বললেন, তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যা পালনে তোমাদের সামর্থ রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) ক্লান্ত বিরক্ত হবেন না, ততক্ষণে তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় দীন ছিল যার পালনকারী তাতে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করত। আবূ উসামা (র) (প্রথম সনদ) এর হাদীসে রয়েছে, সে ছিল বনূ আসাদ গোত্রের এক নারী।

٢٣- بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِىْ صَلاَتِهِ أَوِاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنِ أَوِ الذِّكْرِ بِاَنْ يَّرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَالِكَ.

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিংবা কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরে জিহবা জড়িয়ে যেতে লাগলে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা বিশ্রাম নেয়ার আদেশ। যাতে তার তন্দ্রাভাব কেটে যায়

١٧٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

১৭০৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়ার; আবূ কুরায়ব এবং কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন শুয়ে পড়ে যাতে তার ঘুম চলে যায়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সালাত আদায় করবে তখন এমন হতে পারে যে, সে ইস্‌তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবে, অথচ সে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। (দু'আ করতে গিয়ে বদ্-দু'আ করে ফেলবে।)

١٧٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.

১৭০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) .... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন .... অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার একটি এই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে জেগে উঠে এবং কুরআন তার জিহ্বায় জড়িয়ে যেতে থাকে এবং কি বলছে তা বুঝতে পারে না, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।

٥- كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

৫. ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়

٥- كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

৫. ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়

١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا

১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ।। অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি বলার অপসন্দনীয়তা ও আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলার বৈধতা প্রসংগ

١٧٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

১৭০৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এক ব্যক্তিকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা অমুক সূরা থেকে আমি বাদ দেয়ার উপক্রম করছিলাম।

١٧٠٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا.

১৭০৮. ইব্ন নুমায়র (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তির তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে শুনছিলেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! আমাকে এমন আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।"

١٧٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

১৭০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআনওয়ালা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তো বেঁধে রাখা উটের মত তার দেখাশুনা করলে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সে (নিরুদ্দেশে) চলে যায়।

١٧١٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَا الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا مُعْمَرُ ابْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنُ عَيَاضٍ جَمِيْعًا عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَاِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَاِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

১৭১০. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন আবূ উমর (র.) কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আল্ মুসায়্যিবী (র.) ...... (সকলেই নাফি' (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত (ইয়াহ্ইয়া সনদের) মালিক (র.)-এর হাদীসের মর্মানুরূপ অর্থসম্পন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও সহযোগী সনদের) মূসা ইব্ন উক্বা (র.)-এর হাদীসে অধিক রয়েছে "যখন কুরআনওয়ালা ব্যক্তি (ইবাদতে) সচেষ্ট হয় এবং রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে তখন সে তা স্মরণ রাখতে পারে, আর তার জন্য যত্নবান না হলে তা ভুলে যায়"।

١٧١١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَمَا لِاَحَدِهِمْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَلَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا.

১৭১১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "তাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য এমন করে বলা কতই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি।" বরং (এরূপ না বলে সে বলবে) যে, তাকে ভুলিয়া দেয়া হয়েছে।.... তোমরা কুরআন মুখস্ত করতে থাকবে। কেননা, উটের রশি হতে উটের পলায়নের চেয়ে অবশ্যই তা (কুরআন) মানুষের হৃদয় হতে অধিক হারে পলায়নকারী ও বিচ্ছিন্নতা প্রয়াসী।

١٧١٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ
لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ تَعَاهَدُوْا هٰذِهِ
الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا قَالَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ
قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ.

১৭১২. ইব্‌ন নুমায়র এবং ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... শাকীক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, এ মুসহাফ (পবিত্রগ্রন্থ) মালার এবং অনেক সময় বলেছেন, এ কুরআনের হিফাযত সংরক্ষণ করবে। কেননা, দড়ি ছিড়ে উট (পশু) পলায়নের চেয়ে তা মানুষের হৃদয়পট থেকে অধিক পলায়নকারী। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি বলবে না। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

١٧١٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ
حَدَّثَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ اَوْ نَسِيْتُ اٰيَةَ
كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ.

১৭১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.) .... শাকীক ইব্‌ন সালামা (র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এরূপ বলা খুবই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গিয়েছি, কিংবা আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং সে ভুলের শিকার হয়েছে।

١٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّاقٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ
عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ
اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لاِبْنِ بَرَّادٍ.

১৭১৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন বার্‌রাদ, আল-আশ‘আরী ও আবূ কুরায়ব (র.)...... আবূ মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি। বলেন, এ কুরআন সংরক্ষণে তোমরা যত্নবান হও। কেননা যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! অবশ্যই রশি ছিড়ে পলায়নরত উটের তুলনায় তা অধিক পলায়নপর। এ হাদীসের ভাষ্য ইব্‌ন বার্‌রাদ (র.)-এর।

٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

২. অনুচ্ছেদঃ কুরআন পাঠের আওয়াযে মাধুর্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব

١٧١٥- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ.

১৭১৫. আমরুন্ নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। নবী বলেছেন, আল্লাহ্ কোন কিছুর প্রতি এত কান দেন না (সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না) যত কান দেন কোন নবীর প্রতি যিনি মধুর সূরে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

١٧١٦- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ.

১৭১৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.) .... ইব্‌ন শিহাব (র.) সূত্রে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন যেমন কান দিয়ে থাকেন মধুর সুরে কুরআন পাঠকারী কোন নবীর প্রতি।

١٧١٧- حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ.

১৭১৭. বিশ্‌র ইব্‌নুল হাকাম (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্ অত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন সুকণ্ঠ কোন নবীর প্রতি যিনি সূর দিয়ে কুরআন পাঠ করেন এবং সশব্দে তা পাঠ করতে থাকেন।[1]

১. আল্লাহ নিরাকার; দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উর্ধে। সুতরাং তাঁর জন্য কান লাগানো, মনোযোগ প্রদান ইত্যাদি অঙ্গ সুলভ ক্রিয়ার ব্যবহার আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামা'আতের অভিমত অনুসারে রূপক অর্থে প্রযোজ্য। অনুবাদক

١٧١٨- وَحَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَخِىْ اِبْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُبْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ.

১৭১৮. ইব্‌ন আখী ইব্‌ন ওয়হব (র.) .... ইবনুল হাদ (র.) সূত্রে ঐ সনদে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন বলেন নি।

١٧١٩- وَحَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ كَاَذَنِهِ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ.

১৭১৯. হাকাম ইব্‌ন মূসা (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক শব্দ করে সূর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি কান দেয়ার মত অন্য কোন কিছুর প্রতি কান লাগান না।

١٧٢٠- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ اَيُّوْبَ قَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ كَاِذْنِهِ.

১৭২০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজর (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اَوِ الْاَشْعَرِىَّ اُعْطِىَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ.

১৭২১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স কিংবা তিনি বলেছিলেন, (আবূ মূসা) আল–আশ'আরীকে দাঊদ (আ) পরিবারের বাশরী সমূহের একটি বাশরী (অর্থাৎ সুমধুর সূর) দান করা হয়েছে।

١٧٢٢- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِىْ مُوْسَى اَوْرَأَيْتَنِىْ وَاَنَا اَسْتَمِعُ لِقِرَائَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدًا.

১৭২২. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যদি আমাকে দেখতে, গত রাতে যখন আমি তোমার কিরা'আত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম (তখন আমার মনে হচ্ছিল যে,) তোমাকে দাউদ (আ)-এর বাশরী সমূহের (সূর মালার) একটি বাঁশরী (সুর) দান করা হয়েছে।[১]

١٧٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَوَكِيْعُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىَّ يَقُوْلُ قَرَأَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ مُسِيْرٍ لَهُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِىْ قِرَاءَتِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ.

১৭২৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর নবী ﷺ তাঁর কোন একটি সফরে তাঁর বাহনে থেকে সূরা ফাত্‌হ তিলাওয়াত করছিলেন এবং তিলাওয়াতে তিনি 'তারজী' (কণ্ঠনালীতে আওয়াযের উত্থান পতন) করছিলেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমার কাছে লোকের ভিড় জমে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি তোমাদের (ছাত্রদের) সামনে তাঁর কিরা'আত 'নকল' করে শুনাতাম।

١٧٢٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنُ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ النَّاسِ لاَخَذْتُ لَكُمْ بِذَالِكَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৭২৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সূরা আল-ফাত্‌হ তিলাওয়াত করতে দেখলাম। মু'আবিয়া (রা.) বলেন, (এ হাদীস বর্ণনার সময়) ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) তিলাওয়াত করলে এবং তাতে গলায় আওয়াযের দোলা তুললেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, লোকেদের ভীড়ের আশংকা না হলে আমি তোমাদের জন্য ঐ (কিরা'আতের) বিষয়টি তুলে ধরতাম যা ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) নবী ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

١٧٢٥- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثٍ خَالِدِبْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلٰى رَاحِلَةٍ يَسِيْرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ.

১৭২৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র.) এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (রা.) .... শু'বা (র.) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে, (ইয়াহ্য়া সনদের) খালিদ ইব্ন হারিস (র.)-এর এর হাদীসে রয়েছে একটি বাহনের উপরে চলা অবস্থায় তখন তিনি সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করছিলেন। .... (দেখতে পেলাম।)

٣- بَابُ نُزُوْلِ السَّكِيْنَةِ لِقِرَأةِ الْقُرْاٰنِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'সাকীনা' বা প্রশান্তি অবতরণ

١٧٢٦- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ وَتَدْنُوْا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ.

১৭২৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.)...... বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিল। আর দু'গাছি পাকানো দড়ি দিয়ে একটি ঘোড়া তার কাছে বাধাঁ ছিল। সে সময় এক খন্ড মেঘ এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং তা চক্কর দিতে লাগল ও নিকটবর্তী হতে লাগল। তার ঘোড়াটি সে কারণে ভয় পাচ্ছিল। ভোর হলে লোকটি নবী ﷺ -এর নিকটে এসে বিষয়টি আলোচনা করল। তখন তিনি বললেন, ও হল সাকীনা-প্রশান্তি (এবং ফিরিশতা) যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

١٧٢٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ وَفِى الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَاِذَا ضَبَابَةٌ اَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَنُ فَاِنَّهَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْاٰنِ اَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ.

১৭২৭. ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করলেন। এ সময় তার বাড়ীতে একটি পশু বাঁধা ছিল। তা পলায়ন করতে উদ্যত হল। তখন সে তাকিয়ে দেখল যে একখন্ড মেঘ তাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। এ ঘটনা নবী ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন এ হচ্ছে সাকীনা-প্রশান্তি, কুরআন তিলাওয়াতের সময় বা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

١٧٢٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَاَبُوْ دَاوُدَا قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ فَذَكَرَا نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ تَنْقُزُ.

১৭২৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... বারা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তারা تَنْقُزُ শব্দটি বলেছেন।

١٧٢٩- وَحَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَافِيْ اللَّفْظِ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِهِ اِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ اُخْرٰى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا قَالَ اُسَيْدُ فَخَشِيْتُ اَنْ تَطَأَ يَحْىٰ فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِىْ فِيْهَا اَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَارَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِىْ اِذْ جَالَتْ فَرَسِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ اِبْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ اِبْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ اِبْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْىٰ قَرِيْبًا مِنْهَا خَشِيْتُ اَنْ تَطَاهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا اَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

১৭২৯. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী ও হাজ্জাজ ইবনুশ শা'ইর (র.)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইব্‌ন হুযায়ার (রা.) যখন তাঁর আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তার ঘোড়াটি অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তিলাওয়াত করলে ঘোড়া আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। উসায়দ (রা.) বলেন, আমার এখন আশংকা হল যে, ঘোড়া (ওখানে কাছেই শুয়ে থাকা আমার পুত্র) ইয়াহ্‌য়াকে মাড়িয়ে দিতে পারে তাই আমি উঠে তার (ঘোড়ার) কাছে গেলাম। তখন দেখলাম যে, আমার মাথার উপরে একটি চাঁদোয়ার মত কিছু, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূন্যে লটকে রয়েছে। পরে আমি তা আর দেখলাম না। উসায়দ (রা.) বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গত মাঝরাতে যখন আমি আমার আস্তাবলে তিলাওয়াত

করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্‌ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্‌ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বলেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারো অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্‌ন হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে! ইব্‌ন হুযায়র (রা) বলেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম। (আমার ছেলে) ইয়াহ্‌য়া ছিল ঘোড়াটির কাছে। তাই আমার আশংকা হল যে, তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। আমি তখন দেখলাম একটি চাঁদোয়ার মত যার নিচে যেন অনেক প্রদীপ ঝুলে রয়েছে। পরে আর তা দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, এরা ছিল ফিরিশ্‌তা। তাঁরা তোমার তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত করতে থাকতে তবে তাঁরা সকাল পর্যন্ত থেমে যেত এবং লোকেরা তা দেখতে পেত, তাঁরা তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করত না।

٤- بَابُ فَضِيْلَةِ حَافِظِ الْقُرْاٰنِ

৪. অনুচ্ছেদঃ হাফিযুল কুরআনের মর্যাদা

١٧٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَرِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

১৭৩০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র.) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তারা দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্‌রুজ্জা (লেবু তুল্য ফল) যার ঘ্রাণ মনোহর এবং যার স্বাদও আকর্ষণীয়। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুরমা, যার (বিশেষ কোন) ঘ্রাণ নেই এবং তার স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত সুগন্ধী ফুল। যার ঘ্রাণ আকর্ষণীয় অথচ স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত 'মাকাল'। যার কোন ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত।

١٧٣١- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ.

১৭৩১. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... কাতাদা (র.) হতে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (হাদ্দাব সনদের) হাম্মাম (র.)-এর হাদীসে 'মুনাফিক' শব্দের বদলে 'ফাজির' (বদ্‌কার ও পাপী) শব্দ রয়েছে।

١٧٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانِ.

১৭৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ উবায়দ গুবারী (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি পুণ্যবান, মহান দূতবর্গের (ফিরিশতাকুলের) সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে 'তো- তো' তো করে ও তার উচ্চারণ তার কাছে কঠিন মনে হয়, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব।

١٧٣٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ اَجْرَانِ.

১৭৩৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... কাতাদা (র.)-এর হাদীসে বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কঠিন অনুভূত হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব"।

٥- بَاب اِسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحِذَاقِ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ الْقَارِئُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَقْرُوْءِ عَلَيْهِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিশিষ্ট ও দক্ষ লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো মুস্তাহাব। তিলাওয়াতকারী শ্রোতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও

١٧٣٤- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاُبَىٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اَللّٰهُ سَمَّانِىْ لَكَ قَالَ اَللّٰهُ سَمَّاكَ لِىْ قَالَ فَجَعَلَ اُبَىٌّ يَبْكِىْ.

১৭৩৪. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র.) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে পড়ে শোনাবার জন্য আমাকে হুকুম করেছে। উবাই (রা.) বললেন, আল্লাহ্ (নির্দিষ্ট করে) আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন কি ? নবী ﷺ বললেন, হাঁ আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ করে তোমার নাম বলেন। রাবী বলেন, উবাই (রা.) তখন কাঁদতে লাগলেন।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِىْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى.

১৭৩৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-কে বলেন, لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ...... (বায়্যিনাঃ) সূরাটি তোমাকে শোনাবার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা.) বললেন, আল্লাহ্ কি আপনার কাছে আমার নামসহ উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, তখন উবাই (রা.) কেঁদে ফেললেন।

١٧٣٦- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأُبَيٍّ بِمِثْلِهِ.

১৭৩৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা.)-কে অনুরূপ বলেছেন।

٦- بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْاٰنِ وَطَلَبَ الْقِرْاَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلْاِسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرْاَةِ وَالتَّدَبُّرِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ফযীলত, তিলাওয়াত শোনার জন্য হাফিযুল কুরআনকে তিলাওয়াত করার অনুরোধ ও তিলাওয়াত কালে ক্রন্দন এবং মনোনিবেশ করা

١٧٣٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّىْ اَشْتَهِىْ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ "فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا" رَفَعْتُ رَأْسِىْ اَوْ غَمَزَنِىْ رَجُلُ اِلٰى جَنْبِىْ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَرَأَيْتُ دُمُوْعَهُ تَسِيْلُ.

১৭৩৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আমি পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, অন্য কারো নিকট থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ......... "যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবে এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থিত করব তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?" (নিসা ঃ ৪১) আয়াত তিলাওয়াত করা হলে আমি মাথা তুললাম কিংবা (রাবীর সন্দেহ) আমার পাশের এক ব্যক্তি আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিলে আমি আমার মাথা তুললাম। দেখলাম, তাঁর অশ্রু ধারা বয়ে চলছে।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ هَنَّادٌ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَيَّ.

১৭৩৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র.) .... আ'মাশ (র.) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। হান্নাদ (র) তাঁর বর্ণনায় বাড়িয়ে বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন যখন তিনি মিম্বরের উপর ছিলেন আমাকে পড়ে শোনাও"।

١٧٣٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مِسْعَرٌ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ اِلَى قَوْلِهِ "فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا" فَبَكٰى قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثَنِيْ مَعْنٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اَوْمَا كُنْتُ فِيْهِمْ (شَكَّ مِسْعَرٌ).

১৭৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) .... ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-কে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, আপনাকে আমি পড়ে শোনাব? অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে! নবী ﷺ বলেন, আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পসন্দ করি। বর্ণনাকারী (ইব্‌রাহীম) বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা.) সূরা নিসার শুরু হতে

...... فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ (সূরা নিসা : ৪১ আয়াত) পর্যন্ত নবী ﷺ-কে পড়ে শোনালেন। তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেলেন। মিস'আর (র.) .... ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যতক্ষণ তাদের মাঝে স্থিতিবান ছিলাম"-কিংবা রাবী মিস'আরের সন্দেহ। তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ তাদের মাঝে ছিলাম"।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِيْ بَعْضُ الْقَوْمِ إِقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللّٰهِ مَا هٰكَذَا اُنْزِلَتْ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ فَقَالَ لِيْ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا اَنَا اُكَلِّمُهُ اِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ لاَ تَبْرَحُ حَتّٰى اَجْلِدَكَ قَالَ فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

১৭৪০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'হিমস্' -এ অবস্থান করছিলাম। তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমাদের তিলাওয়াত করে শোনান। আমি তখন তাদের সামনে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে শোনালাম। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, তখন উপস্থিত দলের এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! এভাবে তো নাযিল করা হয়নি।" আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, তোমার জন্য আফসোস! আমি তো (খোদ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা পড়ে শুনিয়েছি। লোকটি আমাকে বলল, বেশ করেছেন! তখন ঘটনা হল যে, আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ তার মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ পেলাম। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, তখন আমি বলাম, তুমি মদ পান কর আর আল্লাহর কিতাবকে অঠিক প্রতিপন্ন করছ ? (আচ্ছা) তুমি যেতে পারছ না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে জুতা পেটা করছি! (চাবুকের ঘা লাগাচ্ছি)! আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি তখন তাকে (মদ পান করার অপরাধে) হদ্দ ও দন্ডের চাবুক লাগালাম।

١٧٤١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِيْ اَحْسَنْتَ.

১৭৪১. ইসহাক, আলী ইব্‌ন খাশরাম এবং আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) ...... আ'মাশ (র.) থেকে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী আবূ মু'আবিয়া (র.)-এর হাদীসে "সে আমাকে বলল, বেশ করেছেন"! কথার উল্লেখ নেই।

٧- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ

৭. অনুচ্ছেদঃ সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষা করার ফযীলত

١٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

১৭৪২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এ কথা পসন্দ করে যে, যখন সে তার বাড়ীতে ফিরে যায় তখন সেখানে সে তিনটি গর্ভবতী তাজা উট পেয়ে যাবে? আমরা বললাম জ্বী, হাঁ! তিনি বললেন, তা হলে তিনটি আয়াত যা তোমাদের কেউ তার সালাতে পাঠ করে তা তার জন্য তিনটি গর্ভবতী মোটা তাজা উটের চেয়ে উত্তম।

١٧٤٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُ وَكُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نُحِبُّ ذَالِكَ قَالَ أَفَلاَ يَغْدُو اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌلَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

১৭৪৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে আসলেন, আমরা তখন সুফ্‌ফায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটা পসন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন সকালে 'বুতহান' কিংবা 'আকীক' নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন পাপের আশ্রয় না নিয়ে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তা ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজ বিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, তবে, তোমাদের যে কেউ সকাল বেলা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শেখে অথবা তিলাওয়াত করে যা তার জন্য দু'টি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তিলাওয়াত করবে ততো উটনীর চেয়ে উত্তম।

٨- بَابُ فَضْلِ قِرَاْءَةِ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাকারা তিলাওয়াতের ফযীলত

١٧٤٤- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْتَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي اَبُوْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَأُو الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لاَصْحَابِهِ اقْرَأُو الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْكَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ اَوْكَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اقْرَأُوْاسُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَتَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِيْ اَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

১৭৪৪. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র.) .... আবূ উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি; তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। সুপারিশকারী দুই সমুজ্জ্বল সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করবে। কেননা, এ দু'টি কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে যেন সে দু'টি 'গামামা' কিংবা (তিনি বলেছিলেন) সে দু'টি দু'টি 'গায়ায়া'- মেঘ বা বাদল; কিংবা যেন সে দু'টি ডানা বিস্তারকারী দু'টি পাখীর ঝাঁক যারা তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে। তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কেননা, তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে। এবং তা বর্জন করা আফসোসের এবং বাতিলপন্থীরা তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মু'আবিয়া (র.) বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, 'বাতালা' (বাতিল পন্থীরা) অর্থ হলো যাদুকর।

١٧٤٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَأَنَّهُمَا فِيْ كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِيْ.

১৭৪৫. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আদ্ দারিমী (র.) .... মু'আবিয়া (র.) সূত্রে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (তুলনার) উভয় স্থানে 'এবং' সে দু'টি যেন, বলেছেন এবং তিনি মু'আবিয়া (র.)-এর উক্ত 'আমার কাছে তথ্য পৌঁছেছে'.......উল্লেখ করেন নি।

١٧٤٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِرَبِّهٖ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتَى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَمْثَالٍ مَانَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

১৭৪৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) .... জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন কিলাবী (রা.) বলেছেন যে, নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন ওয়ালাদের – যারা তদনুসারে আমল করেছে উপস্থিত করা হবে, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তার সামনে পেশ করা হবে। রাসূলূল্লাহ্ ﷺ এ দু'টির জন্য তিনটি উপমা উল্লেখ করেছেন যেগুলো এখনও আমি ভুলে যাইনি। তিনি বললেন, সে দু'টি যেন দু'টি 'গামামা' - বাদল কিংবা দু'টি কাল শামিয়ানা (চাঁদোয়া) যার মাঝে রয়েছে দ্যুতি; কিংবা সে দু'টি যেন পাখা বিস্তারকারী পাখীর দু'টি ঝাঁক যারা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সাহায্যকারী হবে।

٩- بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُّ عَلَى قِرَاْةِ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ "সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশের ফযীলত" সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত উৎসাহ দান

١٧٤٧- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِبْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَلَ هذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلاَّ اُعْطِيْتَهُ.

১৭৪৭. হাসান ইবনুর রাবী ও আহমাদ ইব্‌ন জাওয়াস হানাফী (র.) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিব্‌রীল (আ.) নবী ﷺ -এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে উপরের দিকে তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা যা আজই খুলে দেয়া হল; আজকের দিন ব্যতীত কখনও তা খোলা হয়নি। এখন সে দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা অবতরণ করলেন। তিনি বললেন, ইনি একজন ফিরিশ্‌তা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া অন্য কখনো তিনি অবতরণ

করেননি। এরপর উক্ত ফিরিশ্‌তা সালাম করে বললেন, দু'টি নূর -এর সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং যা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয় নি। তা হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা'র শেষাংশ। এ দু'টির যে কোন হরফ আপনি পাঠ করবেন তা আপনাকে দিয়েই দেয়া হবে।[১]

١٧٤٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكَ فِى الْاٰيَتَيْنِ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

১৭৪৮. আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র.) ...... আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র নিকটে আমি আবূ মাসউদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, সূরা বাকারার দু'টি আয়াত সম্পর্কে আপনার পক্ষ হতে এক হাদীসের খবর আমার কাছে পৌছেছে। তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াতে যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে আয়াত দু'টি তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

١٧٤٩- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৭৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... মানসূর (র.) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٠- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَهَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِىْ بِهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৭৫০. মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র.) ...... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয় রাতে পাঠ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। রাবী আবদুর রহমান (র.) বলেন, পরে আমি আবূ মাসউদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি

১. অর্থাৎ এতে যে দু'আর বিষয়বস্তু রয়েছে তা কবূল করা হবে। -অনুবাদক।

Goto List >

বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নবী ﷺ থেকে আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন।

١٧٥١- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫১. আলী ইব্ন খাশ্রাম ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... আবূ মাসউদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... আবূ মাসউদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠. بَابُ فَضْلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাহফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

١٧٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

১৭৫৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ...... আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল এর ফিত্না থেকে রক্ষা পাবে।

١٧٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ أٰخِرِ الْكَهْفِ وَقَالَ هَمَّامُ بِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

১৮৫৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও যুহায়র ইব্ন হারব (র.) ..... কাতাদা (র.) উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী শু'বা (র.) বলেছেন, সূরা কাহফের শেষ অংশ থেকে এবং রাবী হাম্মাম (র.) বলেছেন, সূরা কাহফের শুরু হতে যেমন হিশাম (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَااَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِى اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ.

১৭৫৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি তোমার কাছে যে আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদবান। উবাই (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ অধিক জ্ঞাত। নবী ﷺ (আবার) বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি, তোমার কাছে আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) উবাই (রা.) বলেন, তখন নবী ﷺ আমার বুকে হাত মেরে বললেন, আবুল মুনযির! ধন্য হোক তোমার জন্য ইল্‌ম।

١١- بَابُ فَضْلِ قِرَاْءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইখ্‌লাস পাঠের ফযীলত

١٧٥٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمْ بِنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৭৫৬. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.)...... আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এতে অক্ষম যে, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে? সাহাবাগণ বললেন, কুরআনের এক তৃতীয়াংশের কেমন করে পড়তে পারবে? নবী ﷺ বলেছেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

١٧٥٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَزَّأَ الْقُرْاٰنَ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَجْزْءًا مِنْ اَجْزَاءِ الْقُرْاٰنِ.

১৭৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এবং আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....কাতাদা (র.) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন! তবে দু'জনের হাদীসে নবী ﷺ -এর বাণীর এ অংশও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ কে কুরআনের অংশ সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে সাব্যস্ত করেছেন।

١٧٥٨- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْىٰ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ
حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْحَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْشُدُوْا فَاِنِّىْ سَاَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ
خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اِنِّىْ اُرٰى هٰذَا خَبَرُ
جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِىْ اَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ
عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ اَلاَ اِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সমবেত হও! আমি তোমাদের সামনের আলের এক তৃতীয়াংশ পড়ব। ফলে যাদের পক্ষে সম্ভব তারা সমবেত হল। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে এলেন এবং তিলাওয়াত করে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। তখন আমাদের একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, মনে হয়, এই যে আসমান হতে (এখনই) কোন খবর পড়েছে এবং তাই তাঁকে (ঘরে) প্রবেশ করিয়েছে। পরে নবী ﷺ বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করব। শোন (সূরা ইখলাস)ই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

١٧٥٩- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ فُضَيْلٍ عَنْ بَشِيْرٍ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ
عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ
فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اَللّٰهُ الصَّمَدُ حَتّٰى خَتَمَهَا.

১৭৫৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করছি। তিনি তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اَللّٰهُ الصَّمَدُ শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

١٧٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ اَنَّ اَبَاالرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذُكِرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَالِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ.

১৭৬০. আহমাদ ইব্‌ন আবদুর ইব্‌ন ওয়হব (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে পাঠালেন। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে তার কিরা'আত قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ দ্বারা শেষ করতেন। তারা ফিরে এলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর সে কিসের জন্য এমন করে থাকে? তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কেননা, এ সূরাটি রাহমানের গুণাবলী সম্বলিত। কাজেই আমি তা পাঠ করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন।

١٢- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আব্‌বিযাতান (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের ফযীলত

١٧٦١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَمْ تَرَ أَيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

১৭৬১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছ কি যা আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলোর সদৃশ আর কখনও দেখা যায়নি। (তা হল) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বি রাব্বিন নাস।'

١٧٦٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُنْزِلَ أَوْأُنْزِلَتْ عَلَيَّ أَيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১৭৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.).... উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার উপরে এমন কতক আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার মত আর কখনও দেখা যায় নি। তা হল মু'আব্‌বিযাতাইন।

١٧٦٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১৭৬৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....... ইসমাঈল (র.) থেকে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামা (র.)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা.) থেকে....এবং তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহান সাহাবীগণের অন্যতম।

١٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّقُوْمُ بِالْقُرْاٰنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ اَوْغَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন অধ্যয়নও শিক্ষাদানে নিমগ্ন ব্যক্তির ফযীলত এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ ইত্যাদির সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে তদনুসারে আমল করে ও শিক্ষা দেয় তার ফযীলত

١٧٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র.)....... সালিম (র.) তাঁর পিতা ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না। কিন্তু দু' ব্যক্তির ব্যাপারে। ১. এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে দিন রাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ২. এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর সে রাত দিনের মুহূর্তগুলোতে তা ব্যয় করতে থাকে।

١٧٦٥- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللّٰهِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ عَلٰى اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ هٰذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلَ اٰنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.)....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ এ কিতাব দান করেছেন এবং সে দিবা রাতের

মুহূর্তগুলোতে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে দিবা রাতের মুহূর্তগুলোতে তা দান করতে থাকে।

١٧٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلُ اتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

১৭৬৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা হক পথে দেদার খরচ করে আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার আলোকে ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।

١٧٦٧- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدَ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلٰى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلٰى اَهْلِ الْوَادِيْ فَقَالَ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ وَمَنِ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ مَوْلٰى مِنْ مَوَالِيْنَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلٰى قَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اُخَرِيْنَ.

১৭৬৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).....আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইব্‌ন আব্দুল হারিস (রা.) উসফানে উমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। উমর (রা.) তাকে মক্কার আমিল ও শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। (পথিমধ্যে সাক্ষাতে) উমর (রা.) বললেন, উপত্যকাবাসীদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কাকে ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করে এসেছ? তিনি (নাফি' (রা.) বলেন, আবযা (রা.) কে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্‌ন আবযা আবার কে? তিনি (নাফি' (রা.) বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে একজন। উমর (রা). বললেন, তুমি কি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছ? নাফি' (রা.) বললেন, সে তো মহা মহীয়ান আল্লাহ্‌র কিতাবের একজন কারী (হাফিয) আহকামে শরীয়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। উমর (রা.) বললেন, শোন! তোমাদের নবী ﷺ ই তো বলেছেন যে, আল্লাহ্ এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক জাতির উত্থান সাধন করবেন এবং এরই কারণে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন।

١٧٦٨- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرُبْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৭৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী ও আবূ বাক্‌র ইব্ন ইসহাক (র.) .... আমির ইব্ন ওয়াসিলা লায়সী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইব্ন আব্দুল হারিস খুযাঈ (রা.) উসফানে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন... (পূর্বোক্ত সনদের) সা'দ (রা.) কর্তৃক যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٤- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهَا

১৪.অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ ও এর মর্মার্থ

١٧٦٩- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنَ حَزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى اِنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اَقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ.

১৭৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) .... আবদুর রহমান ইব্ন আব্‌দ কারী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আমি যেভাবে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.)-কে ভিন্ন কায়দায় তিলাওয়াত করতে শুনলাম। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই এ সূরাটি এভাবে পড়তে আমাকে শিখিয়েছেন। আমি তখনই তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তাকে অবকাশ দিলাম। তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন। এরপরই আমি তার চাদর দিয়ে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছি। আপনি আমাকে যেমন পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে তার ভিন্নরূপ পাঠ করতে শুনলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন,

তাঁকে ছেড়ে দাও, (এবং তাকে বললেন) পড় তো! সে তখন পূর্বের কিরা'আতই পড়ে শোনাল, যেমন তাঁকে আমি পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (আয়াতটি) অনুরূপ নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি পড়! আমি তিলাওয়াত করলাম, তিনি বললেন, এ ভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (ধরনে) নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং যার যতটুকু (যে ধরনে) সহজ সাধ্য তোমরা তা (সেভাবে) পাঠ করবে।

١٧٧٠- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُبْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَبْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيَّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ.

১৭৭০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্ন আবদ্ কারী (র.) সূত্রে বর্ণিত। তারা দু'জন শুনেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পার্থিব) হায়াতে থাকাকালে একবার হিশাম ইব্ন হাকীম (রা.)-কে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম।... হাদীসটির পূর্বানুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তবে তিনি এতে আরো বলেছেন, "সালাতের মাঝেই আমি তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়েছিলাম। পরে সালাম করা পর্যন্ত কোন রকমে সবর করে থাকলাম"।......

١٧٧١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ كَرِوَايَةِ يُوْنُسَ بِاسْنَادِهِ.

১৭৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).....যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র.)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ তারই সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٢- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِىْ اَنَّ ذَالِكَ السَّبْعَةَ الاَحْرُفَ اِنَّمَا هِىَ فِى الْاَمْرِ الَّذِىْ يَكُوْنُ وَاحِدًا لاَيَخْتَلِفُ فِىْ حَلاَلٍ وَلاَحَرَامٍ.

১৭৭২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জিব্রাঈল (আ.) (প্রথমে) আমাকে এক হরফে কুরআন পাঠ করালে আমি তাঁর কাছে (আরো বৃদ্ধির) আবদার

জানালাম। এভাবে আমি তাঁর কাছে কিরা'আতের ধরন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করতে থাকি তিনিও প্রতিবার বাড়াতে থাকেন। অবশেষে সাত হরফে গিয়ে পরিসমাপ্তি হয়। ইব্ন শিহাব (র.) বলেছেন, আমার কাছে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, সে সাত হরফ সে সব নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য যেখানে অর্থ এক হয়, হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না।

١٧٧٣- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৭৭৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).... যুহরী (র.) থেকে ঐ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ جَدِّهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَقَرَاَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَاَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا قَرَاَ قِرَأَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَاَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَاَمَرَ هُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ فَحَسَّنَ النَّبِىُّ ﷺ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِىْ نَفْسِىْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلاَ اِذْ كُنْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِىْ ضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِىْ يَا اُبَىُّ اُرْسِلَ اِلَىَّ اَنِ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَرَدَّ اِلَىَّ الثَّانِيَةَ اَقْرَاْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَرَدَّ اِلَىَّ الثَّالِثَةَ اَقْرَاْهُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيْهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

১৭৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র.).... উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরা'আত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হল। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরা'আত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরা'আত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে

ভিন্ন কিরা'আত পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়কে (কিরা'আত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরা'আত পাঠ করল। নবী ﷺ তাদের দু'জনের (কিরা'আতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে নবী ﷺ-এর কুরআনের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমন কি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি।[১] আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহ্র দিকে দেখছিলাম। নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওহে উবাই! আমার কাছে (জিব্‌রাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হল যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয়বার আমাকে বলা হল যে, সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যত বার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখিছি সে দিনের জন্য যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইব্‌রাহীম (আ.) ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

١٧٧٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَرَاَ قِرَاْءَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

১৭৭৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ...... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) খরব দিয়েছেন যে, তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখনই এ ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, নামায পড়ল এবং কিরা'আত পাঠ করলেন যে, ... ইব্‌ন নুমায়র (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ করে হাদীসটি বিবৃত করেছেন।

١٧٧٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِىْ غِفَارٍ قَالَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَقْرَاَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى

حَرْفٍ فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذَالِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذَالِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَحْرُفٍ فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهِ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذَالِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا .

১৭৭৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.) .... উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বনূ গিফারের জলাভূমি (ডোবা)-র কাছে ছিলেন। উবাই (রা.) বলেন, তখন জিব্রাঈল (আ.) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কুরআন পাঠ করবে। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আমার উম্মাত তো এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না। পরে জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু' ধরনের কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্র সকাশে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো তা পালনে সমর্থ হবে না। তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হরফে কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্র সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো এটি পালনের সমর্থ রাখে না। তারপর জিবরাঈল (আ.) চতুর্থ বার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে।

١٧٧٧ – وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৭৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) .... শু'বা (রা.) সূত্রে সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥ – بَابُ تَرْتِيْلِ الْقِرَاْةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْاِفْرَاطُ فِىْ السُّرْعَةِ وَاِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَاَكْثَرَ فِىْ رَكْعَةٍ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ধীর স্থিরতার সাতে কিরা'আত পড়া। অতি দ্রুত পাঠ বর্জন করা এবং এক রাক'আতে দুই ও ততোধিক সূরা সংযোজনের বৈধতা

١٧٧٨ – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ

فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ اَلِفًا تَجِدُهُ اَمْ يَاءً مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ اَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكُلَّ الْقُرْاٰنِ قَدْ اَحْصَيْتَ غَيْرَ هٰذَا قَالَ اِنِّىْ لَاَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّ اَقْوَامًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلٰكِنْ اِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيْهِ نَفَعَ اِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِىْ اِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرَنِىْ بِهَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ بَجِيْلَةَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ.

১৭৭৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) একত্রে .... আবূ ওয়াইল (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাহীক ইব্‌ন সিনান নামের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! এ শব্দটি আপনি কি ভাবে পাঠ করে থাকেন 'আলিফ' সহকারে কিংবা 'ইয়া' সহকারে অর্থাৎ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ না مِنْ مَاءٍ غَيْرَ يَاسِنٍ আবূ ওয়াইল র.) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, আর এ শব্দটি ছাড়া বাকী কুরআন সবটাই তুমি আয়ত্ত করে ফেলেছ ? সে বলল, আমি তো মুফাস্‌সাল (সূরা সমূহ)[১] এক রাক'আতেই পড়ে থাকি। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, কবিতার ফড়ফড়ানির ন্যায় ফড়ফড় করে কী? একদল লোক কুরআন পাঠ করে থাকে যা তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করে না। তবে যখন তা কলবে পতিত হয় এবং তা তাতে দৃঢ় অবস্থান নেয় তখনই তা উপকারে আসে। উক্ত সালাত হল রুকূ' ও সিজ্‌দা (র আধিক্য)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আতে যে নযীর ও সদৃশ দু'টি দু'টি সূরা মিলিয়ে পাঠ করতেন আমি সে গুলোর কথা ভালভাবেই জানি। অতঃপর আবদুল্লাহ্ (রা.) উঠে দাঁড়ালে আলকামা (র.) তাঁর পিছনে পিছনে প্রবেশ করলেন। পরে বের হয়ে এসে বললেন, তিনি আমাকে ঐ নযীরগুলোর তথ্য প্রদান করেছেন। (এ ছিল আবূ বাকর (র.)-এর বিবরণ) আর ইব্‌ন নুমায়র (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, বনূ বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সাথে আসল। তিনি নাহীক ইব্‌ন সিনান (নামটি) বলেন নি।

١٧٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَاَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِىْ تَاْلِيْفِ عَبْدِ اللّٰهِ.

১৭৭৯. আবূ কুরায়ব (র.) .... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহীক ইব্ন সিনান নামে এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা.) এর কাছে এলেন .... (পূর্ববর্তী সনদের) ওয়াকী (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, পরে আলকামা (র.) তাঁর কাছে প্রবেশ করার জন্য আসলেন। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আতে যে নযীর ও সদৃশ সূরাগুলো (-র দু'টি করে) তিলাওয়াত করতেন সে বিষয় আপনি তাঁকে (আবদুল্লাহকে) জিজ্ঞাসা করুন। তখন আলকামা (র.) তাঁর কাছে গেলেন এবং পরে আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তা হল আবদুল্লাহ্ (র.)-এর কুরআন সংকলনে বিশটি মুফাস্সাল সূরা।

١٧٨٠– وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَقَالَ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَاُ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً فِيْ عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

১৭৮০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) .... আ'মাস (র.) থেকে এই সনদে পূর্ববর্তী দু'জনের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (র.) বলেছেন, আমি সে নযীর সূরাগুলো জানি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন, দুই সূরা প্রতি রাক'আতে, বিশটি সূরা দশ রাক'আতে।

١٧٨١– حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَابُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ غَدَوْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَاَذِنَ لَنَا قَالَ فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ اَلَا تَدْخُلُوْنَ فَدَخَلْنَا فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا وَقَدْ اُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَا اِلَّا اَنَّا ظَنَنَّا اَنَّ بَعْضَ اَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ ظَنَنْتُمْ بِاٰلِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ اَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتّٰى ظَنَّ اَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَاجَارِيَةُ اُنْظُرِيْ هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا (فَقَالَ مَهْدِيٌّ وَاَحْسِبُهُ قَالَ) وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ وَاِنِّيْ لَاَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَاُ هُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ اٰلِ حٰمٓ.

১৭৮১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র.) .... আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে (ফজরের) সালাত আদায়ের পরে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র.)-এর কাছে গেলাম। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। রাবী আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, আমরা কিছুক্ষণ দরজায় অবস্থান করলাম।

রাবী বলেন, তখন বাঁদী বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা প্রবেশ করেছেন না কেন? আমরা তখন প্রবেশ করলাম। তিনি (আবদুল্লাহ) বসে বসে তাসবীহ্ পড়ছেন। তিনি বললেন, তোমাদের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কিসে তোমাদের প্রবেশে বাঁধা দিয়েছিল? তখন আমরা বললাম, না (তেমন কিছু নয়) তবে কিনা আমরা ধারণা করেছিলাম যে, ঘরের কেউ হয়ত ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, ইব্ন উম্মু আব্দ-এর পরিবারে তোমরা আলসেমী ও উদাসীনতার ধারণা করলে? রাবী (ওয়াইল) বলেন, তারপর তিনি তাসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন। পরে যখন ধারণা করলেন যে সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি না? রাবী বলেন, সে নযর করে দেখল যে, তখনও সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি? সে নযর করে দেখল যে, তখনও সূর্য উঠে নি। তিনি আবার তাসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন। অবশেষে যখন তাঁর ধারণা হল যে সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি? তখন সে নযর করে দেখতে পেল যে, তা উদিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাদের এ দিনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মাহ্দী (র.) বলেন, আমার ধারণা যে, আবদুল্লাহ (রা.)-এ ও বলেছেন এবং তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদের ধ্বংস করে দেন নি। রাবী বলেন, তখন (উপস্থিত) দলের একজন বলল, গত রাতে আমি (সালাতে) মুফাস্সাল সম্পূর্ণটা পাঠ করেছি। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কবিতার মত দ্রুত? আমরা তো 'করীন' সূরাগুলো মুখস্ত করে রেখেছি যে গুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন। মুফাস্সালের আঠারটি সূরা এবং আলে হা মীম এর দু'টি সূরা।

١٧٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ بَجِيْلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ إِنِّيْ أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ إِنِّيْ أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ

১৭৮২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহিক ইব্ন সিনান (র.) নামে পরিচিত বনূ বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি এক রাক'আতেই মুফাস্সাল সূরা পাঠ করে থাকি। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার ন্যায় (তাড়াতাড়ি)? আমি তো সে নযীর সূরা গুলোর কথা জানি, যে গুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন প্রতি রাক'আতে দুই সূরা করে।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ إِنِّيْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ.

১৭৮৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.).... আম্র ইব্ন মুররা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ ওয়াইল (র.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা.) এর কাছে এসে বলল, আজ (গত) রাতে আমি মুফাস্সাল (সূরাগুলো) সম্পূর্ণই এক রাক'আতে পড়ে ফেলেছি। তখন আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার মত তাড়াতাড়ি করে ? পরে আবদুল্লাহ (রা.) আরো বললেন, আমি তো সে নযীর (সূরা) গুলো জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিলিয়ে পাঠ করতেন। রাবী বলেন, তিনি তখন মুফাস্সাল ভুক্ত বিশটি সূরা (-র নাম) উলেখ করলেন (যার) দুই দুই সূরা প্রতি রাক'আতে (পাঠ করা হত)।

١٦- بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاٰتِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কিরা'আত সম্পর্কিত

١٧٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الْاَسْوَدَ ابْنَ يَزِيْدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْاٰنَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَدَالاً اَمْ ذَالاً قَالَ بَلْ دَالاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُدَّكِرٍ دَالاً.

১৭৮৪. আহ্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র.) .... আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আস্ওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.)-এর কাছে প্রশ্ন করছে। তিনি তখন মসজিদে কুরআনের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলল, এ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ আয়াতটি কি ভাবে পাঠ করেন مُدَّكِرٍ শব্দে দাল দিয়ে না যাল দিয়ে? আসওয়াদ (র.) বললেন, مُدَّكِرٍ 'দাল' দিয়ে। আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে مُدَّكِرٍ 'দাল'- সহকারে বলতে শুনেছি।

١٧٨٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

১৭৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্ন ও ইব্ন বাশ্শার (র.)....... আসওয়াদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে নবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ শব্দ টি مُدَّكِرٍ (দাল) সহকারে) পাঠ করতেন।

١٧٨٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِيْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَاَتَانَا اَبُو الدَّرْدَاءِ

فَقَالَ اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَقْرَأُ عَلٰى قِرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اَنَا قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى" قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ "وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى" قَالَ وَاَنَا وَاللّٰهِ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَ اَنْ اَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلَا اُتَابِعُهُمْ.

১৭৮৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.)......... আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শাম দেশে (সিরিয়ায়) গেলাম। আবূ দারদা (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে আবদুল্লাহ (রা.)–এর কিরা'আত অনুসরণে কুরআন পাঠ করতে পারে? আমি বললাম, হাঁ আমি। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (র.)-কে এ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى আয়াত কি ভাবে পাঠ করতে শুনেছি। وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى .... وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى আবূ দারদা (রা) বললেন, আমিও আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ ভাবে পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এরা তো যাচ্ছে, যেন وَمَا خَلَقَ সহ পাঠ করি আমি তাদের অনুরণ করব না।

١٧٨٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَتٰى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيْهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيْهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ ثُمَّ قَالَ اَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

১৭৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...... ইব্রাহীম (র.) বলেন, আলকামা (র.) সিরিয়ায় আগমন করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। তারপর একটি (তালিমী) হাল্কার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে বসে পড়লেন। আলকামা (র.) বলেন, তারপর এক ব্যক্তি আগমন করলেন। আমি তার প্রতি লোকের ভয় ও সংকোচের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আলকামা (র.) বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসে পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ আব্দুল্লাহ্ [(ইব্ন মাসউদ (রা.)] যেভাবে পড়েন তা কি তোমার স্মরণ আছে ? পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ...।

١٧٨٨- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَبْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِيْ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ اَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ "وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ فَقَرَأْتُ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى" قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا.

১৭৮৮. আলী ইব্ন হুজ্‌র আস্ সা'দী .... আলকামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) এর সাথে আমার সাক্ষাতে ঘটে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোত্থেকে? আমি বললাম, ইরাকের বাসিন্দা। তিনি বললেন, কোন অঞ্চলের? আমি বললাম, কূফার অধিবাসী। তিনি করলেন, তুমি কি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা.) এর কিরা'আত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে পার? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى পড়োতো। আলকামা (র) বলেন, আমি পড়লাম। وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى .... وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى (আমার পড়া শুনে) তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে সূরাটি পড়তে শুনেছি।

١٧٨٩– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

১৭৮৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আলকামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম এবং আবূ দারদা (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। পরবর্তী অংশ ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧– بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِيْ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে সকল ওয়াক্ত সালাত আদায় করা নিষেধ

١٧٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯০. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা হতে নিষেধ করেছেন।

١٧٩١– وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ اَحَبَّهُمْ اِلَيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

১৭৯১. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বহু সাহাবী হতে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সালাত আদায় করা হতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না সূর্য উদিত হয়। আসরের পরও (নিষেধ করেছেন) সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

١٧٩٢– وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

১৮৯২. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ গাস্‌সান মিসমায়ী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... সবাই কাতাদা (র.) হতে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে "ফজরের পর সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত"।

١٧٩٣– وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ ابْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاصَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْشُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহয়া (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসরের পর কোন সালাত নেই সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর কোন সালাত নেই সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

١٧٩٤– حَدَّثَنِيْ يَحْيٰ بْنُ يَحْيٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا.

১৭৯৪. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় সালাত আদায় করার ইচ্ছা না করে।

١٧٩٥– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.

১৭৯৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সালাত সূর্যাদয় ও সূর্যাস্তের সময় আদায় করার ইচ্ছা করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে উদিত হয়।

١٧٩٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَابْنُ بِشْرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسُ فَاَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَغِيْبَ.

১৭৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূর্যের কিনারা যখন প্রকাশিত হয় তখন তোমরা সূর্য পুরাপুরি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব কর এবং যখন সূর্যের কিনারা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন পুরাপুটি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বিলম্ব কর।

١٧٩٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ خَيْرِ ابْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ).

১৭৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ বাস্‌রা আল-গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এ সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ সালাতকে বিনষ্ট করল। অতএব যে ব্যক্তি এ সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে তাকে দ্বিগুণ সাওয়ার দেয়া হবে। এ সালাতের পর অন্য কোন সালাত নেই শাহিদ উদয় হওয়া পর্যন্ত। শাহিদ হল তারকা।

١٧٩٨- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.

১৭৯৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র.) .... আবূ বাস্রা গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত পড়লেন। তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُلَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ.

১৭৯৯. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র.) ... উলায়্যা (র.) বলেন, আমি উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি সময়ে সালাত আদায় এবং মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত। যখন সূর্য ঠিক মধ্যাকাশে থাকে তখন থেকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

١٨٠٠ - حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ عَمَّارٍ وَيَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِىَ شَدَّادُ اَبَا اُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ اَنَسًا اِلَى الشَّامِ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْرًا عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِىُّ كُنْتُ وَاَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَظُنُّ اَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَاَنَّهُمْ لَيْسُوْا عَلٰى شَىْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلٰى رَاحِلَتِىْ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْتَ قَالَ اَنَا نَبِىٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِىٌّ قَالَ اَرْسَلَنِىَ اللّٰهُ فَقُلْتُ وَبِاَىِّ شَىْءٍ اَرْسَلَكَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ وَاَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٍ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ (قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنْ اٰمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ اِنِّىْ مُتَّبِعُكَ قَالَ اِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ يَوْمَكَ هٰذَا اَلاَ تَرٰى حَالِىْ وَحَالَ النَّاسِ وَلٰكِنِ ارْجِعْ اِلٰى اَهْلِكَ فَاِذَا سَمِعْتَ بِىْ قَدْ ظَهَرْتُ فَاْتِنِىْ قَالَ

فَذَهَبْتُ اِلٰى اَهْلِىْ وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَكُنْتُ فِىْ اَهْلِىْ فَجَعَلْتُ اَتَخَبَّرُ
الْاَخْبَارَ وَاَسْأَلُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَىَّ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ اَهْلِ
الْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا النَّاسُ اِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ اَرَادَ
قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذَالِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
أَتَعْرِفُنِىْ قَالَ نَعَمْ اَنْتَ الَّذِىْ لَقِيْتَنِىْ بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ
عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَاَجْهَلُهُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ
حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ
يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ
اَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ
مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ
بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِىْ
عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْئَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا
وَجْهِهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ اَطْرَافِ
لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ
الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِن اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ
اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ
وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ اِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ
يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُ بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَبَا اُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
فَقَالَ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ يَاعَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ
فَقَالَ عَمْرُو يَا اَبَا اُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّىْ وَرَقَّ عَظْمِىْ وَاقْتَرَبَ اَجَلِىْ وَمَابِىْ حَاجَةٌ اَنْ
اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مَرَّةً اَوْ
مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا (حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ) مَا حَدَّثْتُ بِهِ اَبَدًا وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ.

১৮০০. আহমাদ ইব্‌ন জাফর আল-মা'কিরিয়্যু (র.) .... ইকরামা (র.) বলেন, শাদ্দাদ, আবূ উমামা ও ওয়াসিলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সিরিয়া ভ্রমণকালেও আনাস (রা)-এর সহচর ছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেছেন। আবূ উমামা (রা.) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন আবাসা সুলামী (রা.) বলেন, আমি প্রাক ইসলাম যুগে সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করতাম। তারা কোন ধর্মের উপর নেই। তারা সবাই মূর্তি পূঁজা, দেব-দেবীর পূঁজা করত। তিনি বলেন, তখন আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির কথা শুনলাম যিনি বিভিন্ন সংবাদ বর্ণনা করেন। তখন আমি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর নিকট এলাম এবং আমি জানতে পারলাম যে, তিনি জনসমাবেশ থেকে নিজকে দূরে রাখেন। তাঁর কাওম তাঁর উপর নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট পৌঁছিলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ্ আপনাকে কি দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, দেব-দেবী ও মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া, আল্লাহ্‌কে এক বলে জানা এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কারা আছেন? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন কৃতদাস। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা) ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হতে চাই। তিনি বললেন, বর্তমান অবস্থায় তুমি তা পারবে না। তুমি আমার অবস্থা ও লোকজনের অবস্থা কি দেখছ না? তুমি বরং পরিজনদের কাছে ফিরে যাও। যখন আমি বিজয় লাভ করেছি বলে শুনতে পাবে, তখন আমার কাছে এসো। তিনি বললেন, আমি পরিজনদের কাছে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় গমন করলেন। তখন আমি পরিজনদের মাঝে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় গমন করার পর থেকে আমি সর্বদা এ বিষয়ে খোঁজ-খবর এবং মানুষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। মদীনাবাসীদের একদল লোক আমার কাছে এলেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। যে ব্যক্তি মদীনায় আগমন করেছেন তিনি কি করছেন, তাঁর অবস্থা কি? তারা বললেন, লোকজন অতি দ্রুত তাঁর সাহচর্যে যাচ্ছে। তাঁর কাওম তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তারা সফলকাম হয়নি। আমি ও কথা শুনে মদানীয় গেলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন হাঁ, তুমি সে ব্যক্তি যে আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আমি আবার বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ্। আমি জানিনা, আল্লাহ্ পাক আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ফজরের সালাত আদায় কর। এরপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য উদিত হয় তবে সেটা উদয়ের সময় শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে। সে সময়ে কাফির তাকে সিজ্‌দা করে। এরপর সালাত আদায় কর, তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত। সালাতে ফিরিশ্‌তাগণের উপস্থিতি এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপার রয়েছে। এরপর সালাত থেকে বিরত থাকো কেননা এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়ায় পরিবর্তন শুরু হয় তখন সালাত পড়তে থাক। ফিরিশতাগণ সালাতে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ আসরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত, তারপর সালাত হতে বিরত থাক–সূর্য অস্তমিত না যাওয়া পর্যন্ত। কেননা সূর্য শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যে দিয়ে অস্ত যায়। ঐ সময় কাফিররা তাকে সিজ্‌দা করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির (কাছে) ওযূর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয় ও

তা পরিষ্কার করে। তখন তার মুখমণ্ডলের মুখ গহ্বর ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধোয় তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দু' হাত ধোয় কুনুই পর্যন্ত, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করে, তাঁর মহিমা বর্ণনা করে যথাযোগ্যভাবে ও তাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য মুক্ত করে নিল, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে সেদিনের মত যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। আম্‌র ইব্‌ন আবাসা (রা) ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী আবূ উমামা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন আবূ উমামা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমর ইব্‌ন আবাসা! ভেবে দেখ, তুমি কি বলছ! একই স্থানে ঐ ব্যক্তিকে এত মর্যাদা দেয়া হবে। তখন আম্‌র (রা) বললেন, হে আবূ উমামা (রা)! আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার হাড়গুলো নরম হয়ে গিয়েছে। আমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর মিথ্যা আরোপের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে না শুনতাম একবার দু'বার, তিনবার – এমনকি তিনি সাত বার পর্যন্ত গণনা করলেন। তবে আমি কখনো এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি হাদীসটি সাত বারের চেয়েও অনেক বেশী বার শুনেছি।

١٨٠١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَحَرَّى طُلُوْعُ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا.

১৮০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.) .... আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর ধারণা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কালে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٠٢– حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَتَحَرَّوْا اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبِهَا فَتُصَلُّوْا عِنْدَ ذَالِكَ.

১৮০২. হাসান হালওয়ানী (র.)....... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর দু' রাক'আত সালাত ত্যাগ করেননি। রাবী বলেন, আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের অপেক্ষায় থেক না এবং সে সময় (সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত) সালাত আদায় করবে না।

١٨٠٣– حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ التُّجَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا أَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَااَرْسَلُوْنِيْ بِهِ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَااَرْسَلُوْنِيْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا اَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ قَالَ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا اَنْصَرَفَ قَالَ يَاابْنَةَ اَبِيْ اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِنَّهُ اَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالاِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

১৮০৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তুজায়বী (র.) .... ইব্‌ন আব্বাসের (রা.) আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার এবং মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) সবাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আসরের পরের দু' রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং এ কথাও বলবে যে আমরা জানতে পেরেছি, আপনিও সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে থাকেন, অথচ আমাদের নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে এ সালাত হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখতাম। কুরায়ব (রা.) বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁরা যে সব কথা বলে দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন তা সব পৌঁছে দিলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, উম্মে সালামাকে (রা.) জিজ্ঞাসা কর। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের

কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা (রা.) যা বলেছিলেন তা অবহিত করলাম। তাঁরা আমাকে পুনরায় উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন, যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আয়িশা (রা.)-এর কাছে। (আমার বক্তব্য শুনে) উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সালাত নিষেধ করতে শুনেছি, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন (তার ব্যাপার এই) তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হুজ্‌রায় প্রবেশ করলেন তখন আমার কাছে আনসারের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা বস্যাছিলেন। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি দাসীকে তাঁর নিকট পাঠালাম এবং বলে দিলাম, তুমি তাঁর পার্শ্বে থেক এবং তাঁকে বলবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে সালামা (রা.) বলেছেন যে, আপনাকে এ দু' রাক'আত হতে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন দেখছি আপনি সে দু' রাক'আত আদায় করেছেন। তখন তিনি যদি হাত দ্বারা ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে দাঁড়াবে। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, দাসী তাই করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত দ্বারা ইশারা করলেন। দাসী পিছনে সরে দাঁড়াল। সালাত শেষ করে যখন বললেন, হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দু' রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? (ঘটনা হলো) আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যুহরের পরের দু' রাক'আত আদায় করতে পারি নি। এ হলো সেই দু' রাক'আত।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدٌ وَهُوَابْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ الَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا اَوْنَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَثْبَتَهُمَا وَكَانَ اِذَا صَلَّى صَلاَةً اَثْبَتَهَا (قَالَ يَحْيَ ابْنُ اَيُّوْبَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ دَاوَمَ عَلَيْهَا).

১৮০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) .... আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর যে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু' রাক'আত আসরের পূর্বেই আদায় করতেন। অবশ্য অধিক ব্যস্ততা অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে ঐ দু' রাক'আত আদায় করতে না পারায় তা আসরের পর আদায় করলেন। তারপর থেকে এ দু' রাক'আতকে নিয়মিত আদায় করতে তা আসরের পর আদায় করলেন। তারপর থেকে এ দু' রাক'আতকে নিয়মিত আদায় করতে লাগলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সালাত আদায় করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র) বলেন, ইসমাঈল বলেছেন যে, তিনি তা সর্বদা আদায় করতেন।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِىْ قَطُّ.

১৮০৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র.).... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকটে (অবস্থানকালে) আসরের পরের দু' রাক'আত কখনো ত্যাগ করেন নি।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلاَتَانِ مَاتَرَكَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ قَطُّ سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮০৬. আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র.), আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি সালাত আমার গৃহে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো ত্যাগ করেন নি গোপনেও নয় প্রকাশ্যে নয়– ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাক'আত ও আসরের (ফরযের) পর দু' রাক'আত।

١٨٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاكَانَ يَوْمُهُ الَّذِىْ كَانَ يَكُوْنُ عِنْدِىْ اِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮০৭. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) ..... আসওয়াদ ও মাসরূক (র.) বলেন, আমরা আয়িশা (রা.)-এর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তিনি বলেন, আমার নিকট পালাক্রমে অবস্থানের দিনটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার গৃহে ঐ দু' রাক'আত অবশ্যই আদায় করতেন। অর্থাৎ আসরের পরের দু'রাক'আত।

١٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَتِ الْمَغْرِبِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের (ফরয) সালাতের পূর্বক্ষণে দু' রাক'আত পড়া মুস্তাহাব

١٨٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِبْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ

الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْاَيْدِيْ عَلٰى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّيْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

১৮০৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা ও আবূ কুরায়ব (র.) ..... মুখ্তার ইব্ন ফুলফুল (র.) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে আসরের পর নফল সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উমর (রা.) আসরের পর নফল সালাত পড়ার কারণে মানুষের হাতে আঘাত করতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাতের পূর্বক্ষণ দু'রাক'আত পড়তাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ দু'রাক'আত পড়তেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পড়তে দেখেছেন কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কিছুই করেন নি।

١٨٠٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوْا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

১৮০৯. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র.) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে ছিলাম তখন মুয়ায্যিন মাগরিবের সালাতের আযান দিলে তাঁরা তাড়াতাড়ি করে স্তম্ভের দিকে যেয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিতাম। ফলে কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে মুসল্লিদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধারণা করত যে, (ফরয) সালাত শেষ হয়ে গেছে।

١٨١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উভয় আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝে সালাত (নফল) রয়েছে তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। তৃতীয় বারের সময় বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করতে ইচ্ছুক হয়।

١٨١١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র.)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি চতুর্থবারে বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।"

١٩- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ শংকার সময় সালাত

١٨١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ اُولٰئِكَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَضٰى هٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ رَكْعَةً.

১৮১২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)....... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শংকার সময় একটি দলকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুখোমুখি ছিলেন। এরপর প্রথম দল ফিরে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় দলটি আসলেন। তখন নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর এদল এক রাক'আত আদায় করলেন এবং ঐ দল দল আরেক রাক'আত আদায় করলেন।

١٨١٣- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَوْفِ وَيَقُوْلُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى.

১৮১৩. আবুর রাবী' যাহরানী (র.) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শংকাকালীন সালাতের রিওয়াতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এ সালাত আদায় করেছি"। উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী।

١٨١٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةُ مَعَهُ وَطَائِفَةُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوْا وَجَاءَ

الْأٰخَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاِذَا كَانَ خَوْفُ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا اَوْقَائِمًا تُوْمِئُ اِيْمَاءً.

১৮১৪. আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধে ভয় ভীতির মধ্যে সালাতুল-খাওফ আদায় করলেন। তখন একটি দল তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য দল শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাঁদের নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তাঁরা চলে গেলেন এবং অপর দল আগমন করলেন তাঁদেরকে নিয়েও এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর উভয় দল এক এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তারা চলে গেলেন এবং অপর দল আগমন করলেন তাদেরকে নিয়েও এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর উভয় দল এক এক রাক'আত করে সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) আরো বলেন, যখন ভয়-ভীতি অত্যধিক হয়ে পড়ে তখন কোন বাহনে আরোহণ অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করে নেবে।

١٨١٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاتَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ اَنْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِىْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اَنْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ وَقَامُوْا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرُ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمْيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ الَّذِىْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِىْ نُحُوْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا قَالَ جَابِرُ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هٰؤُلَاءِ بِاُمَرَائِهِمْ.

১৮১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাতুল-খাওফে হাযির ছিলাম। তিনি আমাদের দু'দলে বিভক্ত করলেন। এক

দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে। আর শত্রু ছিল আমাদেরও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর বললেন, আমরাও একত্রে তাক্‌বীর বললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ' করলেন এবং আমরাও একত্রে রুকূ' করলাম। এরপর তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। এরপর তিনি সিজ্‌দায় গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটি ছিল, সে দলটিও তাঁর পিছনের দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলেন। নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর সংলগ্ন পেছনের দলটি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন পেছনের দলটি সিজ্‌দার গেল। এরপর তারা দাঁড়ান। অতঃপর পেছনের দলীট সামনে গেলেন এবং সামনের দলটি পেছনে এলেন। এরপর নবী ﷺ রুকূ' করলেন এবং আমরাও সবাই রুকূ' করলাম। এরপর তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠালাম। এরপর তিনি সিজ্‌দায় গেলেন এবং তাঁর সংলগ্ন যাঁরা প্রথম রাক'আতে পেছনে ছিলেন তাঁরাও। আর পেছনের দলটি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলেন যখন নবী ﷺ এবং তাঁর সংলগ্ন দল সিজ্‌দা সমাপন করলেন, তখন পেছনের দলটি সিজ্‌দায় গেল এবং তারা সকলে এভাবে সিজ্‌দা করলেন। এরপর নবী ﷺ ও আমরা সকলে সালাম ফিরালাম। জাবির (রা) বলেন, যেমন তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণের পাহারা দেন।

١٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوْنَا قِتَالاً شَدِيْدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَوْمِلْنَا عَلَيْهِم مَيْلَةً لاَقْتَطَعْنَا هُمْ فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَالِكَ فَذَ كَرَذَالِكَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقَالُوْا اِنَّهُ سَتَاْتِيْهِمْ صَلاَةٌ هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنَ الاَوْلاَدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِيْ فَقَامُوْا مَقَامَ الْاَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِيْ فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ اَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّيْ اُمَرَاءُ كُمْ هٰؤُلاَءِ.

১৮১৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র.) ..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহায়না গোত্রের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারা আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আমরা যখন যুহরের সালাত আদায় করে নিলাম তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা যদি এক যোগে আক্রমণ করতাম তা হলে মুসলমানদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতাম। জিব্‌রীল (আ.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ

সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জানালেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা আরো বলেছে যে, মুসলমানদের নিকট এমন একটি সালাতের সময় উপস্থিত হচ্ছে যে সালাত তাদের নিকট নিজেদের সন্তান থেকেও অধিক প্রিয়। তিনি বলেন, যখন আসরের সময় হল, তখন তিনি আমাদের দু'কাতারে বিভক্ত করলেন। আর মুশরিকরা ছিল আমাদের এবং কিব্লার মাঝখানে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকূ' করলেন, আমরাও রুকূ' করলাম। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন। তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরাও সিজ্দা করল। এরপর প্রথম সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করলেন। এরপর প্রথম সারির লোকেরা পেছনে এলেন এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা সামনে আসলেন এবং প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে দাঁড়ালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকূ' করলেন আমরাও রুকূ' করলাম। এরপর তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরা সিজ্দা করলেন এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করলেন। এরপর সকলে বসে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবাইকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। আবূ যুবায়র (র.) বলেন, এরপর জাবির (রা.) বিশেষভাবে বললেন, যে ভাবে তোমাদের বর্তমান কালের আমীরগণ সালাত আদায় করেন।

١٨١٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَصْحَابِهِ فِى الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلّٰى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَأَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّمَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى صَلّٰى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ.

১৮১৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র)....সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় কররেন। তাদেরকে তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড় করালেন। তাঁর সংলগ্ন কাতারে লোকদের নিয়ে তিনি এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের কাতারের লোকেরা এক রাক'আত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং যাঁরা সম্মুখ ভাগে ছিলেন তারা পিছনে সরে এলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে আরেক রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং পেছনে অবস্থানকারীগণ আরেক রাক'আত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি বসে থাকলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

١٨١٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ

انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَائَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

১৮১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত (র) যাতুর রেকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায়কারী জনৈক সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একটি দল কাতারে দাঁড়ান এবং অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তাঁরা নিজেরা তাঁদের সালাত পূর্ণ করলেন। এরপর তাঁরা চলে গেলেন এবং কাতারবন্দী হয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আতটি আদায় করলেন। এরপর তিনি বসে থাকলেন এবং তাঁরা তাঁদের সালাত পূর্ণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

١٨١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبَانَ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَالِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَاَخَذَ سَيْفَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَخَافُنِىْ قَالَ لاَقَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ اللّٰهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْمَدَالسَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

১৮১৯. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করলাম এবং যাতুর-রেকা নামক স্থানে পৌছলাম। তিনি বলেন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমরা যখন কোন ছায়াযুক্ত গাছের কাছে পৌছতাম তখন আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য ছেড়ে দিতাম। রাবী বলেন, হঠাৎ মুশরিকদের এক ব্যক্তি এল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারী গাছে ঝুলানো ছিল। মুশরিক লোকটি নবী ﷺ-এর তরবারীটি হাতে তুলে নিয়ে খাপ থেকে বের করে নিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বললেন, না। মুশরিক বলল, তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ ঐ ব্যক্তিকে ধমকালেন। সে তরবারী খাপে ঢুকিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হল। তখন একটি দলকে নিয়ে তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্

ﷺ অপর দলকে নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হল চার রাক'আত এবং সাহাবীগণের হল দু' রাক'আত।

١٨٢٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا يَحْيٰ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلّٰى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

১৮২০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র.) ..... থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাতুল-খাওফ আদায় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'দলের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরেক দল নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত করে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং প্রত্যেক দলকে নিয়ে আদায় করলেন দু' রাক'আত।

٦- كِتَابُ الْجُمُعَةِ

৬. জুমু'আ অধ্যায়

٦– كِتَابُ الْجُمُعَةِ

৬. জুমু'আ অধ্যায়

١٨٢١– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ التَّيْمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِىَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামিমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির ও কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ (রা). থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে যেতে ইচ্ছা করলে সে যেন গোসল করে নেয়।

١٨٢٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র.) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কেউ জুমু'আয় এলে সে যেন গোসল করে নেয়।

١٨٢٣– وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) ..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১৮২৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

١٨٢٥- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَنْظُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ اِنِّىْ شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلٰى اَهْلِىْ حَتّٰى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ اَزِدْ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

১৮২৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা.) জুমু'আর দিনে সমবেত লোকদের সামনে খুৎবা প্রদান করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবশে করলেন। উমর (রা.) তাকে জোরে ডেকে বললেন, এই কোন সময়? ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি আজ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ঘরে ফিরে না যেতেই আযান শুনতে পেলাম, তাই আমি ওযূর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারি নি। উমর (রা.) বললেন; শুধুমাত্র ওযূই করেছ। অথচ তোমার জানা আছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করে আসার জন্য আদেশ করতেন।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَابَالُ رِجَالٍ يَتَاَخَّرُوْنَ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا زِدْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ اَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ اَقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) লোকদের সামনে খুৎবা প্রদান করছিলেন, তখন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। উমর (রা.) তাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেনঃ ঐ সমস্ত লোকের কি অবস্থা, যারা আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে আগমনে বিলম্ব করে। উসমান (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আযান শোনার পর আমি ওযূর

অতিরিক্ত আর কিছু করি নি। অতঃপর এসে গিয়েছি। উমর (রা.) বললেন, আপনি কেবল ওযূই করেছেন। আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেন নি? তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর জন্য আগমন করলে অবশ্য গোসল করে নিবে।

١٨٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

১৮২৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

١٨٢٨- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِىْ فَيَأْتُوْنَ فِى الْعَبَاءِ وَيُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا.

১৮২৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাদের স্ব স্ব গৃহ হতে এবং আওয়ালী (মদীনার নিকটবর্তী চতুর্পার্শ্বের গ্রাম সমূহ) হতে জুমু'আর জন্য আগমন করতেন। তারা আবা পরিধান করে আসতেন। এগুলিতে ধুলাবালি লেগে যেত এবং ঘাম মিশ্রিত হয়ে এগুলি হতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। এদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তখন তিনি আমার গৃহে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যদি এদিনের জন্য অধিক পবিত্রতা হাসিল করতে? (তবে কতই না উত্তম হত)।

١٨٢٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ اَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوْا يَكُوْنُ لَهُمْ تَفَلٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী ছিলেন। তাদের কাজের জন্য অন্য কোন লোক ছিল না। তাদের ঘর্মাক্ত দেহে দুর্গন্ধ ও উকুন হয়ে যেত, তখন তাদেরকে বলা হল, তোমরা যদি জুমু'আর জন্য গোসল করে নিতে তা হলে ভাল হত।

١٨٣٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ هِلاَلٍ وَبُكَيْرَ بْنُ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ الْمَرْأَةِ.

১৯৩০. আম্র ইব্ন সাওয়াদ আমিরী (র.)...আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর শুক্রবারে গোসল করা ও মিস্ওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তবে বুকায়র আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন নি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, নিজের স্ত্রীর সুগন্ধি হলেও (তা করবে)।

١٨٣١- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طِيْبًا اَوْ دُهْنًا اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ.

১৮৩১. হাসান হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) জুমু'আর দিনে গোসল করা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর বাণী উল্লেখ করেন। তাউস (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করবে অথবা তৈল ব্যবহার করবে যদি এ তার পরিবারে মওজুদ থাকে? তিনি উত্তর দিলেন আমি তা জানি না।

١٨٣٢- وَحَدَّثَنَا قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৮৩২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... উভয়ে ইব্ন জুবায়র (রা.) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

١٨٣٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاتِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَقٌّ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

১৮৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ্ পাকের হক হলো প্রতি সাত দিন অন্তর গোসল করবে, মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

١٨٣٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

১৮৩৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে জানাবাতের মত গোসল করবে, অতঃপর দিনের প্রথম ভাগে মসজিদে গমন করবে, সে যেন আল্লাহ্র পথে একটি উট্নী কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে গমন করল সে যেন গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল সে যেন একটা ভেড়া কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল সে যেন একটা মুগরী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। ইমাম যখন খুৎবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

١٨٣٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১৮৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে ইমামের খুৎবা প্রদানকালে তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে বল 'চুপ থাক' তবে তুমি অনর্থক কথা বললে।

١٨٣٦- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১৮৩৬. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٣٧- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ.

১৮৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.).....ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের উভয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইব্‌ন জুরায়য (র.) বলেছেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কারীয।

١٨٣٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيْتَ قَالَ اَبُو الزِّنَادِ هِىَ لُغَةُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১৮৩৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন ইমাম খুৎবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক' তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে। আবূ যিনাদ (র.) বলেন, 'لَغِيْتَ' শব্দটি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর গোত্রের ভাষা। প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'لَغَوْتَ'।

١٨٣٩- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ زَادَ قُتَيْبَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

১৮৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাত রত অবস্থায় সে মুহূর্ত পেলে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দেবেন। কুতায়বা বর্ণিত রিওয়ায়াতে এটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, হাত দ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়েছেন।

١٨٤٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اَنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

১৮৪০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, জুমু'আর (দিবসে) এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় সে মুহূর্তটি পেলে এবং

আল্লাহ্র নিকট কোন সাওয়াব প্রার্থনা করলে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দেবেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বর্ণনা হয়েছে।

١٨٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৪১. ইবনুল মুসান্না (র.) .....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٢- وَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৪২. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা বাহিলী (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَنَّ فِى الْجُمُعَةِ لِسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ وَهِىَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ.

১৮৪৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। কোন মুসলমান সে মুহূর্তটিতে আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে দেবেন। এ মুহূর্তটি অতি অল্প।

١٨٤٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ وَهِىَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ.

১৮৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... নবী ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। এ বর্ণনায় তিনি 'এ মুহূর্তটি অতি অল্প' উল্লেখ করেন নি।

١٨٤٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ.

১৮৪৫. আবূ তাহির, আলী ইব্ন খাশরাম, হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (রা.)....আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতাকে জুমু'আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ কি? আমি বললাম, হাঁ, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ইমামের বসা থেকে সালাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ে।

١٨٤٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا.

১৮৪৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দিনগুলোর মধ্যে যাতে সূর্য উদয় হয় তন্মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বোত্তম। সে দিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়। সে দিনে জান্নাতে প্রবেশ করান হয় এবং সে দিনে জান্নাতে হতে বের করা হয়।

١٨٤٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

১৮৪৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য উদয়ের দিবসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমু'আর দিবস। সে দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। তাঁকে তা থেকে ঐ দিন বের করা হয়। আর কিয়ামত ও হবে জুমু'আর দিবসে।

١٨٤٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّ كُلَّ اُمَّةٍ اُوْتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ هُمَّ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৪৮. আম্রুন নাকিদ (র.)...হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। সকল উম্মাতকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর যে দিবসটি আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন,

আল্লাহ্ আমাদেরকে সে দিবস সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। অন্যেরা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতে রয়েছে। ইয়াহূদীরা পরের দিন নাসারারা তারও পরে।

١٨٤٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ.

১৮৪৯. ইব্‌ন উমর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। পূর্বের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فَهَدَانَا اللّٰهُ لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ هَدَانَا اللّٰهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى.

১৮৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে। কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিবসে থাকব সবার প্রথমে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অগ্রগামী। তবে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারা মতবিরোধ করেছে, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে হিদায়াত দিয়েছেন সত্যের ব্যাপারে। এ হল ঐ দিন সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এ ব্যাপারে হিদায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য জুমু'আর দিন। ইয়াহূদীদের পরের দিন, নাসারারা তারও পরে।

١٨٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِىْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ فَالْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে থাকব সবার প্রথমে। তবে তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। এ হল তাদের ঐ দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এতে তারা মতানৈক্য করল কিন্তু আল্লাহ এ বিষয়ে আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। তারা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতবর্তী। ইয়াহূদীদের জন্য কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের জন্য এর পরের দিন (রোববার)।

١٨٥٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضَلَّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الْاَحَدِ فَجَاءَ اللّٰهُ بِنَا فَهَدَانَا اللّٰهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَكَذَالِكَ هُمْ تَبِعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ وَفِىْ رِوَايَةِ وَاصِلٍ الْمَقْضِىُّ بَيْنَهُمْ.

১৮৫২. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা উভয় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক জুমু'আর দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন নি। ইয়াহূদীদের জন্য হল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রোববার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে (এ পৃথিবীতে) পাঠালেন এবং জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন এবং জুমু'আ, শনিবার ও রোববারকে ধারাবাহিক করে দিলেন। এভাবে তারা কিয়ামত দিবসে আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে এবং কিয়ামতের দিবসে আমরা থাকব সবার প্রথমে। সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে আমাদের ফয়সালা করা হবে। আর ওয়াসিলের বর্ণনায় সবার মধ্যে।

١٨٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُدِيْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ وَاَضَلَّ اللّٰهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

১৮৫৩. আবূ কুরায়ব ..... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে হিদায়াত করেন নি। অতঃপর ইব্‌ন ফুযায়লের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

١٨٥٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ

عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيَ الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِي الْبَيْضَةَ.

১৮৫৪. আবূ তাহির, হারমালা ও আমর ইব্ন সাওয়াদ আল-আমিরী (র.).....আবূ আবদুল্লাহ আগার (র.) আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্তারা অবস্থান গ্রহণ করে এবং আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লিপিসমূহ গুটিয়ে নেয় এবং যিক্র (খুৎবা) শোনার জন্য আসেন। মসজিদে যে আগে আসে তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত যে একটি উটনী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তী জনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি গাভী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তী জনের দৃষ্টান্ত তার মত যে ভেড়া কুরবানী করল এবং তার পরবর্তী জনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি মুরগী দান করল। পরবর্তী জনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ডিম দান করল।

١٨٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ يَحْيٰ وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আমরুন্ নাকিদ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ (مَثَّلَ الْجَزُوْرَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتّٰى صَغَّرَ اِلٰى مَثَلِ الْبَيْضَةِ) فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ.

১৮৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্তা নিয়োজিত রয়েছেন। যারা প্রথমে আসে তাদের নাম ক্রমানুসারে লেখা হয়। (মসজিদে প্রথমে আগমনকারীর) দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে উটের কুরবানী সাথে। (এভাবে) পর্যাক্রমে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনকি একটি ডিমের মত ক্ষুদ্র বস্তু দানের উপমা দিয়েছেন। ইমাম যখন মিম্বরে বসেন তখন ফিরিশতাগণ লিপিসমূহ গুটিয়ে নেন এবং তাঁরা যিক্র শোনার জন্য উপস্থিত হন।

١٨٥٧- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَاقُدِّرَلَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَلَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ.

১৮৫৭. উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুমু'আর জন্য যায় এবং সমর্থ অনুযায়ী সালাত আদায় করে, এরপর ইমাম খুৎবা সমাপ্ত করা পর্যন্ত নীরবে থাকে, এরপর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে। তবে তার এ জুমু'আ হতে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

١٨٥٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنِ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

১৮৫৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে, এর পর জুমু'আতে আসে, মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকে, তবে তখন থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। যে (অহেতুক) কংকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।

١٨٥٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّانُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنُ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ فِىْ اَىِّ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ.

১৮৫৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে (জুমু'আর) সালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং আমাদের উষ্ট্রীকে বিশ্রাম করতে দিতাম। হাসান (র.) বলেন, আমি জাফর (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন মুহূর্তে হত? তিনি বললেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

١٨٦٠- وَحَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ مَتَى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ نَذْهَبُ اِلٰى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا زَادَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ حَدِيْثِهِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ يَعْنِى النَّوَاضِحَ.

১৮৬০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আদ্ দারিমী (র.)....জাফর (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময়ে জুমু'আর সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, তিনি সালাত আদায় করার পর আমরা আমাদের উটগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং সেগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতাম। আবদুল্লাহর বর্ণনায় একথা অতিরিক্ত আছে যে, "যখন সূর্য ঢলে যেত"। উটগুলো ছিল পানি বহনকারী উট।

١٨٦١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৬১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).... সাহ্‌ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দুপুরের সালাত ছাড়া দুপুরের আহার ও বিশ্রাম করতাম না। ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে"।

١٨٦٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

১৮৬২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও ইসহাক ইব্‌রাহীম (র.) .... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য মধ্যাকাশ হতে ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। এর পর ছায়া অনুসরণ করতে করতে প্রত্যাবর্তন করতাম।

١٨٦٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيْطَانِ فَيْأً نَسْتَظِلُّ بِهِ.

১৮৬৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.).... সালামা ইব্ন আক্ওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম এবং প্রত্যাবর্তন করতাম। তখন আমাদের ছায়া গ্রহণ করার মত প্রাচীরে কোন ছায়া হত না।

١٨٦٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَاَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ.

১৮৬৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী ও আবূ কামিল জাহ্দারী (রা.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর বসে পুনরায় দাঁড়াতেন যেমন তোমরা বর্তমানে করে থাক।

١٨٦٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১৮৬৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, হাসান ইব্ন রাবী ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.)...... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খুৎবা হত দু'টি। তিনি উভয়ের মাঝে বসতেন। কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।

١٨٦٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ اَنْبَأَنِىْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَىْ صَلَاةٍ.

১৮৬৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। এর পর বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খুৎবা দিতেন সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে দু'হাজারের ও অধিক বার সালাত আদায় করেছি।

١٨٦٧- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيْرُ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ اِلَيْهَا حَتّٰى لَمْ يَبْقَ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ فِي الْجُمُعَةِ "وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا".

১৮৬৭. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। একবার সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী দল এসে পৌঁছল। সংবাদ পেয়ে ১২ জন লোক ব্যতীত সবাই সে দিকে ছুটে গেল। তখন সূরা জুমু'আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল ঃ "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল"। (৬২ ঃ ১১)

١٨٦٨– وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا.

১৮৬৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... হুসায়ন (র.) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবা দিতেন। "কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে" এ শব্দটি বলেননি।

١٨٦٩– وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ وَاَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ اِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً اَنَا فِيْهِمْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ "وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا" اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

১৮৬৯. রিফা'আ ইব্ন হায়সাম ওয়াসিতী (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু ছাতুর চালান এসে পৌঁছল। লোকেরা সে দিকে বেরিয়ে গেল। কেবলমাত্র বার জন থাকল। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন-"যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১)

١٨٧٠– وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنَ سَالِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنُ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ وَسَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَدِمَتْ عِيْرُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَابْتَدَرَهَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ

مَعَهُ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فِيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا".

১৮৭০. ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ দাঁড়ান ছিলেন। তখন একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে মদীনায় পৌছল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ সে দিকে ছুটে গেলেন। এমনকি মাত্র বারজন যাঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ও উমর (রা.) ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল"।

١٨٧١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا."

১৮৭১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....... আবূ উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মুল হিকাম বসে খুৎবা দিচ্ছে। এখন তিনি বললেন, দেখুন এই অধমের প্রতি সে বসে খুত্‌বা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল"। (৬২ ঃ ১১)

١٨٧٢- وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِيْ اَخَاهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مِيْنَاءَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

১৮৭২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র))....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের সিঁড়িতে বলতে শুনেছেন, যারা জুমু'আ পরিত্যাগ করে, তাদেরকে এ কাজ হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

١٨٧٣- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

১৮৭৩. হাসান ইব্‌ন রাবী' ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুৎবা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয় একেবারে সংক্ষিপ্ত নয়)।

١٨٧٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

১৮৭৪. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র.)....জাবির সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুৎবা হত মধ্যম ধরনের।

١٨٧٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَا الْحَدِيْثُ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَالْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ثُمَّ ضَلاَلَةٌ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَالَيَّ وَعَلَيَّ.

১৮৭৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুৎবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন বলতেন তারা তোমাদের সকালে আক্রমণ করবে এবং বিকেলে আক্রমণ করবে। তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টির ন্যায় এবং মধ্যম অংগুলী ও শাহাদাত অংগুলী মিলিয়ে দেখাতেন এবং বলতেন আম্মাবাদ্, উত্তম বাণী হল আল্লাহ পাকের কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদ্'আত-

নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। সকল বিদ্'আতই হল পথ ভ্রষ্টতা। এর পর বলতেন, আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার প্রাণ হতে অধিক প্রিয়তর। যে মৃত ব্যক্তি মাল সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার পরিজনদের জন্য। আর যে মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ছোট ছেলে মেয়ে রেখে যায় তাদের দায়িত্ব আমার উপর।

١٨٧٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِ ذَالِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ.

১৮৭৬. আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী ﷺ জুমু'আর দিন খুৎবা দিতেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন। তারপর বক্তব্য রাখতেন। ঐ সময় তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٧٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّقَفِيِّ.

১৮৭৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতেন। এতে তিনি আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, যাকে আল্লাহ্ পাক হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না এবং তিনি যাকে হিদায়াত না করবেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারবে না। সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব হল আল্লাহর কিতাব। এরপর সাকাফীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٧٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَهُوَ اَبُوْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِيْ مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ اَنِّيْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّيْ اَرْقِيْ مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَاِنَّ اللّٰهَ يَشْفِيْ عَلٰى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ

وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ اَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلاَءِ فَاَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوْسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الاِسْلاَمِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلٰى قَوْمِىْ قَالَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوْا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَرِيَّةِ الْجَيْشِ هَلْ اَصَبْتُمْ مِنْ هٰؤُلاَءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَاِنَّ هٰؤُلاَءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

১৮৭৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র))......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যিমাদ (রা) মক্কায় আগমন করলেন। তিনি ছিলেন আয্দ শানুয়া গোত্রের লোক। তিনি আসীব-এর (উপরি ব্যারাম, জ্বীনের আসর ইত্যাদি) ঝাঁড় ফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতিপয় নির্বোধ লোককে বলাবলি করতে শুনলেন যে, 'মুহাম্মদ ﷺ উম্মাদ'। যিমাদ বললেন, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতাম, হয়ত আমার হাতে আল্লাহ্ তাঁকে শিফা দিতেন। রাবী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি ঐ সব ব্যাধির ঝাড় ফুঁক করে থাকি আর আল্লাহ্ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা শিফা দান করেন। আপনি কি ঝাড়-ফুঁক করতে ইচ্ছুক? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "সকল হামদ ও প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আমি তাঁরই হামদ বর্ণনা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি হিদায়াত করেন না, তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক লা-শরীক এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। "আম্মা বা'দ, রাবী বলেন, তিনি (যিমাদ) বললেন, আপনার বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাবী বলেন, যিমাদ (র.) বলেন, অনেক গণক, যাদুকর ও কবিদের কথাবার্তা শুনেছি কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত আর শুনি নি। আপনার এ বাক্যগুলো সাগরের গভীরতায় পৌঁছে গিয়েছে। রাবী বলেন, যিমাদ (রা.) বললেন, হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বায়'আত করে নিলেন। এর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বায়'আত কি তোমার কাওমের উপরও প্রযোজ্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার কাওমের উপরও প্রযোজ্য। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা যিমাদের (রা.) গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। সেনাপ্রধান তার সৈন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি যিমাদের কাওমের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করেছ? তখন তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি একটি পানির (ওযূর) পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বললেন, তা ফিরিয়ে দাও। এ মানুষগুলো হল যিমাদের (রা)-এর গোত্রের লোক।

١٨٧٩- وَحَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارُ فَاَوْجَزَ وَاَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَااَبَا الْيَقْظَانِ اَقَدْ اَبْلَغْتَ وَاَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَاَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

১৮৭৯. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (রা.)...... আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, আম্মার (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুৎবা প্রদান করলেন। তিনি যখন (মিম্বর হতে) নেমে এলেন, তখন আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুৎবা দিয়েছেন। যদি কিছুটা দীর্ঘ করতেন (তবে আরো ভাল হত)। তিনি (আম্মার) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সালাতকে দীর্ঘ ও খুৎবাকে সংক্ষিপ্ত করা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক। সালাতকে দীর্ঘ ও খুৎবাকে সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বয়ান অনেক সময় যাদুর ন্যায় হয়ে থাকে।

١٨٨٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوِىَ.

১৮৮০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.)....আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর সম্মুখে খুৎবা প্রদান করল। সে তার খুৎবায় বলল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে সঠিক পথের অনুগামী হল, আর যে ব্যক্তি উভয়ের নাফরমানী করল সে পথভ্রষ্ট হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি মন্দ খতীব, তুমি এরূপ বল– "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করল এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল"। ইব্‌ন নুমায়র (র.) বলেন, 'সে পথভ্রষ্ট হবে'।

١٨٨١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ الْحَنْظَلِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ.

১৮৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক হানযালী (র.).... সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়ালা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে মিম্বরে উপর থেকে পড়তে শুনেছেন- "তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক" (৪৩:৭৭)

١٨٨٢- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَتْ اَخَذْتُ "ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ" مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَاُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ.

১৮৮২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র.) .... আমরা বিনত আবদুর রহমান (রা.) তার জনৈকা বোন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি "কাফ ওয়াল কুরআনিল মজীদ" সূরাটি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনে মুখস্ত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক জুমু'আয় এ সূরাটি মিম্বরে থেকে পাঠ করতেন।

١٨٨٣- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوا الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بِنْتِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرَ مِنْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৮৮৩. আবূ তাহির (র.)....আম্‌রা (রা.) তাঁর বড় বোন বিনত আবদুর রহমান (র.) থেকে সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٨٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ ق اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدًا.

১৮৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... হারিস ইব্‌ন নু'মান (রা.)-এর জনৈকা কণ্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 'কাফ' সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনে কণ্ঠস্থ করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার ঐ সূরাটি খুৎবায় পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাক ঘর ও আমাদের পাক ঘর অভিন্ন ছিল।

١٨٨٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

الْاَنْصَارِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْكَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ اَوْسَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا اَخَذْتُ "ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ" اِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

১৮৮৫. আমরুন্ নাকিদ (র.).... উম্মে হিশাম বিনত হারিসা ইব্ন নু'মান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রন্ধনশালা দু'কিম্বা দেড় বছর অভিন্ন ছিল। আমি 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেই মুখস্ত করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার মিম্বরে থেকে লোকদের খুৎবা প্রদান কালে এ সূরা পাঠ করতেন।

١٨٨٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأى بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

১৮৮৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.).... হুসায়ন (র.) থেকে বর্ণিত যে, উমারা ইব্ন রুয়াইবা (রা.) বিশ্র ইব্ন মারওয়ানকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে উভয়ে হাত উঠাতে দেখলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ হাত দু'টিকে ধ্বংস করে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ অংগুলী দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু দেখি নি। রাবী শাহাদাত অংগুলীর প্রতি ইশারা করলেন।

١٨٨٧- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৮৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশ্র ইব্ন মারওয়ানকে জুমু'আর দিনে উভয় হাত তুলতে দেখেছি। তখন উমারা ইব্ন রুয়াইবা (রা.) বললেন, অতঃপর উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

١٨٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَصَلَّيْتَ يَافُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ.

১৮৮৮. আবুর রাবী' যাহরানী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ জুমু'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এল। নবী ﷺ তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, দাঁড়াও সালাত আদায় করে নাও।

١٨٨٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّكْعَتَيْنِ

১৮৮৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াকুব দাওরাকী (র.).....জাবির (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাদ (র.) যেরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন উলায়্যা (র.) অদ্রুপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি দু' রাক'আত সালাতের কথা উল্লেখ করেননি।

١٨٩٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحٰقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَقَالَ قُمْ فَصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَفِيْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৮৯০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল না তিনি বললেন, দাঁড়াও দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। আর কুতায়বার বর্ণনা হল তিনি বললেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ فَقَالَ ارْكَعْ.

১৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) ...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে এল। নবী ﷺ জুমু'আর দিন মিম্বরের উপর থেকে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ اِذَاجَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৮৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর দিনে (মসজিদ) এল আর তখন যদি ইমাম (হুজ্‌রা থেকে) বের হয়ে থাকেন, তবে সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নেবে।

١٨٩٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا.

১৮৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র.)....... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়ক গাতফানী (রা.) শুক্রবার দিনে (মসজিদে) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপরে বসা ছিলেন। সুলায়ক (রা) সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি দাঁড়াও দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَاسُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

১৮৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সুলায়ক গাতফানী (রা.) জুমু'আর দিনে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন সুলায়ক (র.) বসে পড়লেন। নবী ﷺ বললেন, হে সুলায়ক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন মসজিদে এলে, ইমাম তখন খুৎবারত থাকলে সংক্ষিপ্ত আকারে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নেবে।

١٨٩٥- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ فَرُّوْخُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ أَنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لاَيَدْرِيْ مَادِيْنُهُ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيَّ فَاُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّ اٰخِرَهَا.

১৮৯৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র.).... আবূ রিফা'আ (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একজন মুসাফির এসেছে সে দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন খুৎবা বন্ধ করে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এবং আমার নিকট এসে পৌঁছলেন। অতঃপর একটি কুরসী আনা হল, আমার ধারণা এর পায়াগুলো ছিল লোহার। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর বসলেন, এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকেও শিখালেন। এরপর তিনি পুনরায় খুৎবা দিতে লাগলেন এবং খুৎবা শেষ করলেন।

١٨٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ اَسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ "اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ" قَالَ فَاَدْرَكْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র.).... ইব্‌ন আবূ রাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে গেলেন। আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমু'আর দিন সালাত আদায় করলেন। তিনি সূরা জুমু'আর পর দ্বিতীয় রাক'আত 'মুনাফিকূন' পড়লেন। রাবী বলেন, মসজিদ হতে তাঁর প্রত্যাবর্তন কালের আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এমন দু'টি সূরা পাঠ করলেন যে দু'টি সূরা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) কূফায় পাঠ করতেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সূরা দু'টি জুমু'আর দিন পাঠ করতে শুনেছি।

١٨٩٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ رِوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيْزَ مِثْلُ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৮৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও কুতায়বা (র.).... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন। এ কথা উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী। তবে হাতিমের বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, তিনি সূরা জুমু'আ পাঠ করলেন প্রথম রাক'আতে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঠ করলেন 'ইয়া জাআকাল মুনাফিকুন।' আবদুল আযীযের রিওয়ায়াতে সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٨٩٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَىَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ "بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى" وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ" قَالَ وَاِذَا اَجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

১৮৯৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র.) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদে এবং জুমু'আর সালাতে وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ও سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى পাঠ করতেন। রাবী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্রিত হয়ে পড়লে উক্ত সূরা দু'টি উভয় সালাতে পাঠ করতেন।

١٨٩٩- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৮৯৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ মুন্‌তাশির (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত।

١٩٠٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَسْاَلُهُ اَىَّ شَىْءٍ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوٰى سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ اَتَاكَ.

১৯০০. আমরুন্ নাকিদ (র.).... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র.) নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.)-এর নিকট পত্র মারফত জানতে চইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে সূরা জুমু'আ ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ هَلْ اَتَاكَ পাঠ করতেন।

١٩٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "الٓمٓ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ" وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

১৯০১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে সূরা اَلم تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتَى عَلَى الانْسَانِ পাঠ করতেন এবং জুমু'আর সালাতে নবী ﷺ সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন।

١٩٠٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৯০২. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রা.).... সুফিয়ান হতে উক্ত সনদে অনরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ فِى الصَّلاَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

১৯০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মুখাওওয়াল (র.) থেকে উক্ত সালাতে উভয় সূরা পাঠ করা সম্পর্কে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالم تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتَى.

১৯০৪. যুহায়র ইব্‌ন (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরে সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও 'হাল আতা' পাঠ করতেন।

١٩٠٥- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالٓمٓ

تَنْزِيْلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوْرًا.

১৯০৫. আবূ তাহির (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের প্রথম রাক'আতে "আলিফ লাম মীম তানযীল" ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'হাল আতা' পাঠ করতেন।

١٩٠٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا.

১৯০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) ....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করলে তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করবে।

١٩٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا اَرْبَعًا زَادَ عَمْرُو فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ اَدْرِيْسَ قَالَ سُهَيْلُ فَاِنْ عَجَلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ اِذَا رَجَعْتَ.

১৯০৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা ও আমরুন নাকিদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জুমু'আর পর সালাত আদায় করলে চার রাক'আত আদায় করবে। আমর এর বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত রয়েছে যে, ইব্ন ইদ্রীস বলেন, সুহায়ল (র.) বলেছেন যে, যদি তোমার তাড়াহুড়া থাকে তবে মসজিদে দু রাক'আত ও বাড়ীতে গিয়ে দু' রাক'আত পড়ে নাও।

١٩٠٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا (وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ مِنْكُمْ).

১৯০৮. যুহায়র ইব্ন হারব, আমরুন্ নাকিদ ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমু'আর পর সালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক'আত আদায় করে। তবে জারীর (রা)-এর হাদীসে "তোমাদের মধ্যে" বাক্যটি নাই।

١٩٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ يَحْىَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَالِكَ.

১৯০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) ..... ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর সালাত শেষে চলে যেতেন এবং ঘরে গিয়ে দু' রাক'আত পড়ে নিতেন। এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এরূপ করতেন।

١٩١٠- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرَ اَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَكَانَ لاَيُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ قَالَ يَحْىٰ اَظُنُّهُ قَرَأْتُ فَيُصَلِّىْ اَوْ اَلْبَتَّةَ.

১৯১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.).... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ -এর নফল সালাতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুমু'আর পর তিনি কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়ীতে ফিরে দুই রাক'আত আদায় করতেন। ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি সালাত আদায় করতেন অথবা অবশ্যই করতেন।

١٩١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৯১১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٩١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءِبْنِ اَبِى الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ اَبنِ اُخْتِ نَمرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ لاَتَعُدْ لَمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْتَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذَالِكَ اَنْ لاَنُوْصِلَ صَلاَةً حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْنَخْرُجَ.

১৯১২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... উমর ইব্‌ন আতা ইব্‌ন আবুল খুয়ার (র.) থেকে বর্ণিত। নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (র.) তাকে সায়েব ইব্‌ন উখতে নামির (র.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন-একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে যা সালাত আদায় করার সময় মু'আবিয়া তার নিকট থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ। আমি তার সঙ্গে মাকসূরায়[১] জুমু'আ আদায় করেছি। যখন তিনি (মু'আবিয়া) প্রবেশ করলেন তখন আমাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তুমি আর এরূপ করো না। যখন তুমি জুমু'আর সালাত আদায় কর, তখন অন্য কোন সালাত আদায় কর না যে পর্যন্ত কথাবার্তা না বল অথবা বেরিয়ে না যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ সালাতকে অন্য সালাতের সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ কথা না বলি অথবা বেরিয়ে না যাই।

١٩١٣- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ اُخْتِ نَمِرٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِمَامَ.

১৯১৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)....উমর ইব্‌ন আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (র.) তাকে সায়েব ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন উখ্‌তে নামিরের নিকট প্রেরণ করলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তিনি বললেন, যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমাম শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

٧- كِتَابُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ
৭. দুই ঈদের সালাত অধ্যায়

٧- كِتَابُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

৭. দুই ঈদের সালাত অধ্যায়

١٩١٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلُ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا" فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلٰى ذَالِكَ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ لاَيُدْرِى حِيْنَئِذٍ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلُ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ اَبِىْ وَاُمِّىْ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ.

১৯১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সালাতে শরীক হয়েছি। তাঁরা সবাই খুৎবা প্রদানের পূর্বেই এ সালাত আদায় করতেন। তারপর খুত্‌বা দিতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যেন এখন দেখছি নবী ﷺ মিম্বর থেকে অবতরণ করছেন এবং মানুষকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দিচ্ছেন এরপর পুরুষদের কাতার ভেদ করে অগ্রসর হলেন এবং মহিলাদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা.)। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন "হে নবী! মু'মিন নারী যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না"। (৬০ ঃ ১২)। সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করার পর তিনি বললেন, তোমরা কি এ আয়াতের শর্তের উপর স্থির আছ? তখন একজন মহিলা উত্তর দিল। এ মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ

কিছু বলেননি। "হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র নবী"! কিন্তু সে মহিলা কে তা জানা যায়নি। তিনি বললেন, তোমরা সাদাকা কর। বিলাল (রা) তার কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, এসো আমার মাতা-পিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গকৃত। মহিলাগণ তাদের বালা ও আংটি বেলালের কাপড়ে দিতে লাগলেন।

١٩١٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّىْءَ.

১৯১৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন। তারপর খুত্‌বা দিতেন। একবার তার মনে হল যে, মহিলারা (খুত্‌বা) শুনতে পায় নি। তাই তিনি তাদের নিকট গেলেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায়-নসীহত করলেন এবং সাদাকা করতে আদেশ দিলেন। আর বিলাল (রা.) তার কাপড় পেতে রাখলেন এবং মহিলাগণ আংটি, কানের দুল ইত্যাদি অলংকার দিতে লাগল।

١٩١٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ اَيُّوبَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৯১৬. আবূ রাবী যাহরানী ও ইয়াকুব দাওরাকী (র.)....আয়্যুব (র.) থেকে সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩١٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَاَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ وَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْنَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَاوَلٰكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِيْنَئِذٍ تُلْقِى الْمَرْاَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الْاِمَامِ الْاٰنَ اَنْ يَأْتِىَ النِّسَاءَ حِيْنَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرُ هُنَّ قَالَ اِىْ لَعَمْرِىْ اِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ لَايَفْعَلُوْنَ ذَالِكَ.

১৯১৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে প্রথমে খুত্বার পূর্বে সালাত আদায় করলেন। এর পর লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্বা শেষ করার পর মিম্বর হতে অবতরণ করলেন এবং মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তখন তিনি বিলালের হাতের উপর হেলান দিয়ে ছিলেন। আর বিলাল কাপড় পেতে রেখেছিলেন। মহিলারা সাদাকা দিচ্ছিল। আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি সাদাকায়ে ফিতরা ছিল? তিনি বললেন, না। তবে তারা নফল সাদাকা দিচ্ছিল। সে ঐ সময়ে মহিলাগণ সাদাকা করছিল তাদের কানের বালা এবং অন্যান্য জিনিস। আমি আতাকে বললাম, এখনও কি ইমামের খুতবা শেষ করার পর মহিলাদের নিকট যাওয়া এবং তাদের উপদেশ দেয়া কর্তব্য। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম। এ হল তাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাদের কি হয়েছে? তারা কেন তা করেন না?

١٩١٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى بِلاَلٍ فَاَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَحَثَّ عَلٰى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِيْنَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ اَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

১৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন নুমায়র (র.) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে প্রথমে সালাত আরম্ভ করলেন। তাতে আযান ও ইকামত ছিল না। তারপর তিনি, গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর (আল্লাহর) অনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করলেন। লোকদের ওয়ায-নসিহত করলেন। তারপর মহিলাদের নিকট গেলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, সাদাকা কর। কেননা তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা দাঁড়াল। যার উভয় গালে কাল দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কেন? তিনি বললেন। তোমরা বেশী অভিযোগ করে থাক। তোমরা উপকারকারীর উপকার অস্বীকার কর। রাবী বলেন, তখন মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি সাদাকা স্বরূপ বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে তাদের আংটি, কানের দুল ইত্যাদি ফেলতে শুরু করল।

١٩١٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنَ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ اَلاَ

يَوْمَ الاَضْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذَالِكَ فَاَخْبَرَنِيْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ اَنْ لاَ اَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَلاَبَعْدَ مَايَخْرُجُ وَلاَ اِقَامَةَ وَلاَنِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ اِقَامَةَ.

১৯১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ফিতরের দিবস ও আযহার দিবসে আযান দেয়া হত না। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, কিছুক্ষণ পর আমি তাকে [আতাকে] এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) আমার কাছে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য কোন আযান নেই। ইমাম (হুজরা থেকে) বের হওয়ার মুহূর্তেও নয়, পরেও নয়। ইকামতও নেই, নেদা-আহ্বান কিছুই নেই। সেদিন আহ্বানও নেই, ইকামতও নেই।

١٩٢٠- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اَوَّلَ مَا بُوْيِعَ لَهُ اَنَّ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلاَ يُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مَعَ ذَالِكَ اِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ صَلاَةِ وَاِنَّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلّٰى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১৯২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন যুবায়রের (রা.) যখন প্রথম বায়'আত অনুষ্ঠিত হল, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি ঈদুল ফিত্‌রের সালাতের জন্য আযান দেন না। অতএব তুমিও আযান দিও না। রাবী বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা.) ঐ দিন ঈদুল ফিত্‌রের সালাতে আযান দেননি এবং এ বাণীও পাঠান যে, খুত্‌বা দেয়া হবে সালাতের পর। পূর্বে এ ভাবেই করা হত। রাবী আরো বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা.) খুত্‌বা দেয়ার পূর্বেই সালাত আদায় করে নিলেন।

١٩٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ.

১৯২১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, হাসান ইব্‌ন রাবী', কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্‌ন শায়বা (র.) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একাধিক বার আযান ইকামত ব্যতীত উভয় ঈদের সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আদায় করেছি।

١٩٢٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৯২২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)...... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ বাকর ও উমর (রা.) খুত্‌বা দেয়ার পূর্বে উভয় ঈদের সালাত আদায় করতেন।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ فَاِذَا صَلّٰى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِيْ مُصَلاَّهُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْكَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَالِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانُ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمُصَلّٰى فَاِذَا كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِيْنٍ وَلَبِنٍ فَاِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِيْ يَدَهُ كَأَنَّ نَجُرُّنِيْ يَحْوَ الْمِنْبَرِ وَاَنَا اَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَالِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الْاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَتَأْتُوْنَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৯২৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঈদুল আযহার ও ঈদুল ফিতরের দিনে বের হতেন এবং সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত আদায় করার পর সালাম ফিরিয়ে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন সবাই নিজ নিজ সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন। যদি কোথাও বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন হত তবে তিনি তা লোকদের নিকট উল্লেখ করতেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকলে তারও নির্দেশ দিতেন। আর তিনি বলতেন, সাদাকা কর, সাদাকা কর, সাদাকা কর। মহিলাগণই বেশী সাদাকা দিতেন। তারপর তিনি ফিরতেন এটাই ছিল নিয়ম। যখন মারওয়ানের যুগ এল তখন আমিও মারওয়ানের হাত ধরাধরি করে বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, কাসীর ইব্‌নে সালত ইট ও মাটি দ্বারা একটি মিম্বর তৈরী করে রেখেছেন। তখন মারওয়ান আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন যেন তিনি আমাকে মিম্বরের দিকে নিয়ে যাবেন। আর আমি তাকে সালাতের দিকে টানছি। যখন আমি এ অবস্থা দেখলাম, তখন তাকে বললাম, প্রথমে সালাত আদায় করার কি হল? তিনি বললেন, হে আবূ সাঈদ! না, তুমি যা জান তা বাদ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, কখনো নয়, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তার চেয়ে উত্তম আমি যা জানি তার বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। তোমরা কিছু আনতে পারবে না। এই কথাটি তিনবার বলে তিনি বলে তিনি চলে গেলেন।

١٩٢٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْا الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا (تَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ) اَنْ نُخْرِجُ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَامَرَ الْحُيَّضَ اَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

১৯২৪. আবূর রাবী' যাহরানী (র.).... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী ﷺ আদেশ করেছেন, দু'ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য। সাবালক ও পর্দানশীর নির্বিশেষে সবার জন্য এ আদেশ। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের ঈদগাহে হাযির হতে।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوْجِ فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

১৯২৫. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র.) .... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে উভয় ঈদে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হত। পর্দানশীল ও কুমারী মহিলাদেরকেও। রাবী বলেন, ঋতুমতী মহিলারাও বের হবে কিন্তু দাঁড়াবে পুরুষের পেছনে এবং সকলের সাথে তাক্বীর বলবে।

١٩٢٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

১৯২৬. আমরুন্ নাকিদ (র.) .... উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাবালিকা মেয়েদেরকে, ঋতুমতীদেরকে ও পর্দানশীলদেরকে ঈদে যাওয়ার জন্য বের করতে। তবে ঋতুমতী মহিলারা সালাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তারা কল্যাণ কর্ম ও মুসলিমদের দু'আতে অংশগ্রহণ করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো ওড়না থাকে না (সে কি করবে?) তিনি বললেন, একে অন্যকে ওড়না পরিধান করতে দিয়ে সাহায্য করবে।

١٩٢٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِىْ خُرْصَاهَا وَتُلْقِىْ سِخَابَهَا

১৯২৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আম্বরী (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিত্‌র দিবসে বের হলেন এবং দু'রাক'আত ঈদের সালাত আদায় করলেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেন নি। এরপর মহিলাদের কাছে গমন করলেন, বিলাল (রা.) ও তাঁর সাথে ছিলেন। মহিলাদেরকে সাদাকা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের আংটি ও কণ্ঠাবরণ দিতে শুরু করল।

١٩٢٨- وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৯২৮. আমরুন্‌ নাকিদ, আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَاوَاقِدِ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

১৯২৯. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র.) .... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, উভয় ঈদের সালাতে সূরা "কাফ ওয়াল কুরানিল মাজীদ" প্রায় তিলাওয়াত করতেন। 'ইকতারাবাতিস্ সা'আ', 'ওয়ান শাক্কাল কামারু' তিলাওয়াত করতেন।

١٩٣٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.

১৯৩০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) .... আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদের সালাতে কোন সূরা পাঠ করতেন। আমি বললাম, "ইকতারাবাতিস সা'আ ও ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল" মাজীদ পাঠ করতেন।

١٩٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِىِّ الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ أَبِمُزْمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَالِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

১৯৩১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গৃহে আবূ বকর (রা.) প্রবেশ করলেন। আমার নিকট দু'টি আনসারী বালিকা ছিল। তারা বিরত্ব গাঁথা গাইছিল, যা আনসারগণ বুয়াস দিবসে আবৃত্তি করেছিল। আয়িশা (রা.) বলেন, আসলে বালিকা দু'টি গায়িকা ছিল না। আবূ বকর (রা.) বললেন, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে গান গাওয়া হচ্ছে। সে দিনটি ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ বাকর, প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আর এটা হল আমাদের ঈদ।

١٩٣٢– وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْهِ جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ .

১৯৩২. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া, আবূ কুরায়ব (র.) .... হিশাম (র.) থেকে ঐ সনদে বর্ণিত। এতে আরও আছে যে, 'দু'টি বালিকা দফ (বাদযন্ত্র) নিয়ে খেলছিল'।

١٩٣٣– حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِىْ اَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَ هُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ وَاَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ.

১৯৩৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট এলেন। তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল আর গান গাইছিল। আর সেটা ছিল মিনা দিবসের মধ্যে আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বস্ত্রাবৃত ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) বালিকাদের ধমকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখের আবরণ সরিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, যেহেতু এটা ঈদের দিন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখছি যে, তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে রেখেছেন। আর তখন আমি হামশীদের খেলা দেখছিলাম। আমি তখন অল্প বয়স্কা। অনুমান করুন অল্প বয়স্কা একজন আরবী বালিকার কত কদর তাঁর কাছে ছিল।

١٩٣٤– وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ عَلٰى بَابِ حُجْرَتِىْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ لِكَىْ اَنْظُرَ اِلٰى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ اَجْلِىْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّتِىْ اَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ حَرِيْصَةً عَلَى اللَّهْوِ.

১৯৩৪. আবূ তাহির (র.) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর হাবশীরা তাদের অস্ত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে যুদ্ধের অনুশীলন (আনত) তিনি তাঁর চাঁদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন যেন আমি তাদের খেলাধূলা দেখতে পারি এবং ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তোমরা অনুমান কর, অল্প বয়স্কা ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী একজন বালিকার কত কদর তাঁর কাছে ছিল।

١٩٣٥- حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْاَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِهٰرُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلٰى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَابَنِيْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ.

১৯৩৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে দু'টি বালিকা ছিল। তারা বুয়াসের ঘটনাবলী সম্পর্কে গান গাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আবূ বকর (রা.) প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমকালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শয়তানের বাজনা বাজান হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এদিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, এদেরকে গাইতে দাও। যখন আবূ বকর (রা.) নিশ্চুপ হলেন। তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বেরিয়ে গেল। আর ঈদের দিনে সুদানী ঢাল– তলোয়ার জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলাধূলা করছিল। হয়ত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আবেদন করেছিলাম কিংবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তোমার যুদ্ধের অনুশীলনী দেখার আগ্রহ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন। আমার গালে তাঁর গালের উপর ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, এভাবে অনুশীলন জারি রাখ হে আরাফিদার বংশধরগণ। শেষ পর্যন্ত আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তোমার দেখা শেষ হয়েছে কি? আমি বললাম, তা হয়েছে। তিনি বললেন, এখন যেতে পার।

١٩٣٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُوْنَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُ رَأْسِيْ عَلٰى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى لَعِبِهِمْ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا الَّتِيْ اَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهِمْ.

১৯৩৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেনাদল আগমন করলেন ঈদের দিনে মসজিদে। যখন তারা অনুশীলন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি আমার মাথা তাঁর কাঁধের উপর রেখে দিলাম এবং তাদের অনুশীলন দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই অনুশীলন দেখা থেকে চলে গেলাম।

١٩٣٧– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ.

১৯৩৭. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... হিশাম থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মসজিদের কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٩٣٨– وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ قَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَشٌ.

১৯৩৮. ইবরাহীম ইব্‌ন দীনার, উকবা ইব্‌ন মুকরাম আম্মী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (র.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি অনুশীলনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বলেছিলেন যে, আমি তাদের দেখতে আগ্রহী। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে দরজার পার্শ্বে দাঁড়ালাম এবং তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে দেখতে লাগলাম। তখন তারা মসজিদে মহড়া দিচ্ছিল। আতা (র.) বলেন, অনুশীলনকারী পার্শিয়ান অথবা হাবশী ছিল। রাবী বলেন, আমাকে ইব্‌ন আতিক (র.) বলেছেন যে, বরং তারা হাবশী ছিল।

١٩٣٩– وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

১৯৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাবশীরা নবী ﷺ-এর কাছে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল। সে সময়ে উমর (রা.) আগমন করলেন এবং কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদেরকে অনুশীলন করতে দাও।

٨- كِتَابُ صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ

৮. ইসতিস্কার সালাত অধ্যায়

٨- كِتَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

৮. ইসতিস্কার সালাত অধ্যায়

١٩٤٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنُ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১৯৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ আল-মাযিনী (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে চাদর পাল্টালেন (উপর দিককে নিচে এবং ডান দিককে বাম করলেন)।

١٩٤١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা.)....... আব্বাদ ইব্ন তামীমের চাচা আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদগাহে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, কিব্লার দিকে মুখ করলেন, চাদর পাল্টালেন এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٤٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ عَبَّادَ بْنِ تَمِيْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِيْ وَاَنَّهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

১৯৪২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (রা.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে গেলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে। যখন তিনি দু'আর করার ইচ্ছা করলেন, তখন কিব্লার দিকে মুখ করলেন এবং নিজের চাদর পালটিয়ে নিলেন।

١٩٤٣- وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُوْ اللّٰهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৪৩. আবূ তাহির ও হারমালা (র.) .... আব্বাদ ইব্ন তামীম মাযিনী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার চাচাকে (যিনি সাহাবী ছিলেন) বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ এক দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকদেরকে পশ্চাতে রেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, কিব্লার দিকে মুখ করলেন এবং চাদর পাল্টালেন, এর পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتّٰى يَرَاى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

১৯৪৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখছি দু'আ করা কালীন তিনি তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। এমন কি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١٩٤٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ.

১৯৪৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং হাতের পিঠ দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন।

١٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ الْاَعْلٰى قَالَ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطِهِ اَوْ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

Goto List >

১৯৪৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইসতিস্‌কা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। ইসতিস্‌কায় এত হাত উঠাতেন যে, উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টি গোচর হত। তবে আবদুল আ'লা (র.)-এর বর্ণনায় আছে যে, রাবী বলেছেন, "বগলের শুভ্রতা বা উভয় বগলের শুভ্রতা"।

١٩٤٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১৯৪৭. ইবনুল মুসান্না (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَيَحْىَ بْنُ اَيُوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ بْنِ اَبِىْ نَمرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّا رَجُلاَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ اَنَسُ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَالِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكُ فَسَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ.

১৯৪৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) ....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে দারুল কাযার দিকে মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সম্পদ

বিনষ্ট হল। রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! বারি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ্! বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ্! বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন,আল্লাহ্‌র কসম আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখেনি। আমাদের এবং সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘরবাড়ীও ছিল না। হঠাৎ পাহাড়ের পশ্চাৎ দিকে হতে তীরের ন্যায় এক খন্ড মেঘ উদিত হল। যখন তা মধ্যাকাশে পৌছল তখন তা ছড়িয়ে পড়ল। এরপর বর্ষণ শুরু হল। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য দেখি নি। পরবর্তী জুমু'আয় এক ব্যক্তি সে দরজায় দিয়ে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সম্পদ বিনষ্ট হল। রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করুন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপরে নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! টিলা উপত্যকার মধ্যে এবং গাছগাছালি উৎপন্ন হওয়ার স্থানে। আনাস (রা.) বলেন, তখন মেঘ সরে গেল। আমরা বের হলাম, আর সূর্যের তাপের মধ্য দিয়ে হাটতে লাগলাম। শরীক (র.) বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কি পূর্বের ব্যক্তি ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জানি না।

١٩٤٩- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ وَفِيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةٍ اِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِيْ قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ اَخْبَرَ بِجَوْدٍ .

১৯৪৯. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র.) .... আনাস (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ মিম্বরে খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়াল এবং বলল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজন অভুক্ত হয়ে পড়েছে রাবী উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাদের চর্তুপার্শ্বে, আমাদের উপরে নয়। তখন তিনি যে দিকে তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করছিলেন, সে দিক থেকেই মেঘ সরে যাচ্ছিল। ফলে আমরা মদীনাকে গোলাকারে দেখতে পেলাম। কানাত-উপত্যাকা দিয়ে এক মাসকাল পানি প্রবাহিত হতে থাকলে, মদীনার প্রান্ত থেকে কেউ আসলে প্রচুর বর্ষণ হয়েছে বলে যে খবর দিত।

١٩٥٠- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوْا وَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْاَعْلٰى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَمَاتُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِيْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ.

১৯৫০.আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর মুকাদ্দিমী (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুমু'আর দিবসে খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলছিল, হে আল্লাহ্‌র নবী! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বৃক্ষরাজী বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, পশু-পাখী মারা পড়ছে। এর পর রাবী পূর্বোক্তভাবে ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল আ'লার বর্ণনা রয়েছে যে, মদীনা হতে মেঘমালা সরে পড়ল, মদীনার আশেপাশে বর্ষণ হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় এক ফোটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে লক্ষ্য করে দেখছিলাম যে, তা মুকুটের ন্যায়।

١٩٥١. وَحَدَّثَنَا هُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَاَلَّفَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتّٰى رَاَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيْدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ.

১৯৫১. আবূ কুরায়ব (র.)....আনাস (রা.) হতে উপরোক্তভাবে বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘ খন্ডকে একত্রিত করলেন, আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম, এমন কি আমি দেখতে পেলাম যে, অতি শক্তিশালী ব্যক্তি ও ভাবনায় পড়ে গেল যে, কী করে বাড়ীতে ফিরে যাবে?

١٩٥٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ اَنَّ حَفْصَ ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَاَنَّهُ الْمُلَاءُ حِيْنَ تُطْوٰى.

১৯৫২. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর পর রাবী অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। আমি মেঘলাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখতে পেলাম যেন তা ভাজ করে উঠিয়ে নেয়া লেপ।

١٩٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ اَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

ثَوْبَهُ حَتّٰى اَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالٰى.

১৯৫৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, ঐ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দেহের উপর ভাগ হতে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টতে ভিজে গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, যেহেতু মহান প্রভু কাছ থেকে সদ্য আগত (তাই আমি শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)।

١٩٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَالِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَاَقْبَلَ وَادْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرَّبِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَالِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلٰى اُمَّتِىْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ.

১৯৫৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র.)....নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী (আয়িশা (রা.) বলেন, যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় তা প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, বাহিরে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তার চেহারায় আনন্দের আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানী ভাব কেটে যেত। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমার আশংকা হয়ে যেত, এতে আমার উম্মাতের উপর প্রেরিত কোন আযাব রয়েছে এবং তিনি যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, এত আল্লাহ্‌র রহমত।

١٩٥٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَ مَااُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَشَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَادْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَالِكَ فِىْ وَجْهِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَاعَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

১৯৫৫. আবূ তাহির (র))....নবী সহধর্মিনী আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হত সে দিন নবী ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি মেঘের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর মধ্যে যে সব কল্যাণ রয়েছে এবং যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তাও এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর ক্ষতি, ধ্বংস থেকে এবং যে মন্দ কাজের জন্য পাঠান হয়েছে তা থেকে। আকাশে যখন বিজলী চমকায়, বজ্রের বিকট গর্জন হয়, তখন তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে যেত, রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বের হতেন এবং আগে বাড়তেন ও পিছনে হটে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তাঁর চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠত। আয়িশা (রা.) তা অনুভব করতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতে তিনি উত্তর দিলেন হে আয়িশা! আমার আশংকা হয়, এমন হতে পারে যেমন হূদ (আ.)-এর কাওম বলেছিল, যখন তারা মেঘমালাকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, এ প্রসারিত মেঘমালা, আমাদের উপর বারি বর্ষণ করবে।

١٩٥٦- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى اَرَاى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ اِذَا رَأٰى غَيْمًا اَوْرِيْحًا عُرِفَ ذَالِكَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَى النَّاسَ اِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

১৯৫৬. হারূন ইব্ন মারূফ ও আবূ তাহির (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখি নি আমি যাতে তার আল-জিব দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আয়িশা (রা). বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মেঘমালা বা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন তখন তাঁর চেহারায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হত। আয়িশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষকে দেখি বৃষ্টি আসার মেঘমালা দেখলে তারা আনন্দিত হয়, অথচ আপনি যখন মেঘমালা দেখেন, তখন আমি আপনার মুখমন্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। তিনি বলেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) হে আয়িশা! এর মধ্যে যে কোন আযাব নেই, সে সম্পর্কে আমি শংকামুক্ত নই। কোন কোন জাতিকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক সম্প্রদায় আযাব দেখতে পেল, কিন্তু তারা বলল, এটা মেঘ আমাদের জন্য বর্ষণ করবে।

١٩٥٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ.

১৯৫৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে সাহায্য করা হয়েছে পূবালী হাওয়া দ্বারা এবং কাওমে আদকে ধ্বংস করা হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা।

١٩٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৯৫৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন উমর ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান আল-জুফী (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩- كِتَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

৯. সালাতুল কুসূফ অধ্যায়

٩- كِتَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

৯. সালাতুল কুসূফ অধ্যায়

١٩٥٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِداًّ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِداًّ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِداًّ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِداًّ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامُ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَا الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَلِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَكَبِّرُوْا وَاَدْعُو اللّٰهُ وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىْ عَبْدُهُ اَوْتَزْنِىْ اَمَتُهُ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَااَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ وَفِىْ رِوَايَةِ مَالِكٍ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ.

১৯৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.).... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ কয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিয়ামকে দীর্ঘায়িত করলে এর পর রুকূ' করলেন, রুকূ'কেও দীর্ঘয়িত করলেন। রুকূ' হতে মাথা উঠালেন এবং

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়াবার সময়ের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। এর পর রুকূ' করলেন এবং দীর্ঘ রুকূ' করলেন, কিন্তু প্রথম রুকূ' হতে কিছু কম। এর পর সিজ্‌দা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রথম কিয়াম হতে কম, এর পর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'কে দীর্ঘায়িত করলেন। প্রথম রুকূ' হতে কম, এর পর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু পূর্বের কিয়াম হতে কম। এর পর পুনরায় রুকূ' করলেন এবং রুকূ' দীর্ঘায়িত করলেন। কিন্তু পূর্বের রুকূ' হতে কম। অতঃপর সিজ্‌দা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরলেন। এদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর লোকদের উদ্দেশে খুৎবা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র হামদও সানা করলেন। এর পর বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না, যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাক্‌বীর বলো, দু'আ করো, সালাত আদায় করও সাদাকা দাও। হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত! আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন কে আছে যে, তার বান্দা ব্যভিচার করবে এবং তাঁর বান্দী ব্যভিচার করবে (অথচ তিনি শাস্তি দেবেন না)। হে মুহাম্মদের উম্মাত! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে, আমি যা জানি, তবে তোমরা কান্নাকাটি করতে অধিক এবং হাসতে অনেক কম। আমি কি আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে প্রচার করেছি ? মালিকের রিওওয়াতে আছে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর বিশেষ কুদ্‌রাতের নিদর্শনাবলী।

١٩٦٠– حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

১৯৬০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (রা) .... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তবে এতে এ কথা অতিরিক্ত রয়েছে-এরপর তিনি বলেন, “অতঃপর সূর্য-চন্দ্র আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন।” আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “এর পর তিনি তাঁর দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি”?

١٩٦١– حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً فِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ (وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ) ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ حَتّٰى اِسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحِيَاتِه فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَافْزَعُوْا لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اَيْضًا فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفَرِّجَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ حَتّٰى لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ اُرِيْدُ اَنْ اَخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ اُقَدِّمُ (وَقَالَ الْمُرَادِيُّ اَتَقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَوْ ابْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السُّوَائِبَ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ اَبِيْ الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَافْزَعُوْا لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

১৯৬১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ তাহির ও মুহাম্মদ ইব্ন সালামা মুরাদী (র.).... নবী ﷺ সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে মসজিদে গেলেন এবং তিনি দাঁড়ালেন, তাক্বীর বললেন, লোকেরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন। তার পর তাক্বীর বলে দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা" রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বললেন এবং দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন, কিন্তু প্রথম কিরা'আতের তুলনায় অনেক কম, এর পর আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন,কিন্তু প্রথম রুকূ' হতে কম, তার পর "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা" রাব্বানা ওয়া লাকাম হামদ" বললেন এবং সিজ্দা করলেন। রাবী আবূ তাহির (র) সিজ্দা করার কথা উল্লেখ করেন নি। এর পর দ্বিতীয় রাক'আতও অনুরূপ করলেন। এ ভাবে তিনি (দু' রাক'আত) চার রুকূ' সিজ্দা পূর্ণ করেন। তিনি (নবী ﷺ) মসজিদ হতে বেরিয়ে আসার পূর্বেই সূর্য পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। এর পর দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা বর্ণনা করতঃ বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনালীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, তাড়াতাড়ি আতংকিত হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যাও এবং তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে (সূর্য) পরিস্কার না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ সকল জিনিস দেখতে পেয়েছি যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। এমনকি আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমি জান্নাতের আঙ্গুরের এক গুচ্ছ নিয়ে আসতে উদ্ধত হয়েছিলাম। যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে ছিলে। রাবী মুরাদী (র.) اَتَقَدَّمُ বলেছেন। আমি জাহান্নামকে দেখতে পেলাম যে, এক অংশকে গ্রাস করছে। তখন তোমরা আমাকে পিছু হটে আসতে দেখেছ। ইব্ন লুহাইকে জাহান্নামে দেখেছি সে হল ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে

দিবার প্রথা চালু করেছিলেন। রাবী আবূ তাহির (র.) সালাতে দৌড়িয়ে এস পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেন নি।

١٩٦٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ اَبُوْ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬২. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল, তখন 'আসসালাতু জামিয়াতুন' বলে ডাকার জন্য তিনি আহবানকারী প্রেরণ করলেন। সবাই সমবেত হলেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং তাক্বীর বলে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং দু' রাক'আতের মধ্যে চারটি রুকূ' ও চারটি সিজ্দা করলেন।

١٩٦٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَأَتِهِ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চন্দ্র গ্রহণের সালাতে কিরা'আত উচ্চস্বরে পাঠ করলেন এবং চার রাক'আতের স্থলে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং চারটি রুকূ' ও চারটি সিজ্দা করলেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে আমার কাছে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন দু' রাক'আতের স্থলে এবং চার সিজ্দা করেছেন।

١٩٦٤- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ.

১৯৬৪. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র.).... কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিনের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করতেন যে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। উরওয়া (র.) কর্তৃক আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٩٦٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ مَنْ اُصَدِّقُ (حَسِبْتُهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ) اَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَكْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا فَاِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ حَتّٰى يَنْجَلِيَا.

১৯৬৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি সালাতে দীর্ঘাক্ষণ দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়াতেন এরপর রুকূ' করতেন, আবার দাঁড়াতেন আবার রুকূ' করতেন আবার দাঁড়াতেন এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন প্রতি রাক'আতে তিন রুকূ' দিয়ে ও চারটি করে সিজ্‌দা দিয়ে। এর পর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সূর্য পরিস্কার হয়ে গেল। যখন রুকূ' করতেন তখন 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। আবার রুকূ' করতেন এবং মাথা উঠাবার সময় 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বলে দাঁড়িয়ে গেলেন। এর পর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বলেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। আর এটি হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সর্তক করেন। অতএব যখন তোমরা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, গ্রহণ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত।

١٩٦٦- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৬. আবূ গাস্‌সান আল-মিসমায়ী ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছয়টি রুকূ করেছেন এবং চারটি সিজ্‌দা করেছেন। প্রতি দু' রাক'আতে তিনটি করে রুকূ' ও দু'টি করে সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٦٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ يَهُوْدِيَّةَ اَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ

قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِيْ نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ فَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ ذَالِكَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ يَقُوْلُ فَكُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذَالِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৯৬৭. আবদুল ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র.) .... জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা আয়িশা (রা.)-এর নিকট প্রশ্ন করতে এসে বলল, "আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।" আয়িশা (রা.) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হবে কি? আম্‌র (রা.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর পর এক দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন তখন সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি কয়েকজন মহিলাসহ বের হয়ে মসজিদের সে অংশে গেলাম যা হুজ্‌রার পশ্চাৎভাগে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাওয়ারী হতে নেমে যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন সে মুসাল্লায় পৌছলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি দীর্ঘক্ষণ এর পর দাঁড়ালেন। কিন্তু এটা ছিল প্রথম দাঁড়ান হতে কিছু কম। আবার রুকূ' করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন। কিন্তু পূর্বে রুকূ'র তুলনায় কিছু কম। এর পর মাথা তুললেন। তখন সূর্য পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি দেখেছি তোমার কবরে মহা পরীক্ষার-সম্মুখীন হবে। যেমন তোমরা দাজ্জালের ফিৎনার সম্মুখীন হবে। আম্‌র (রা.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন, এর পর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনতাম যে, তিনি জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাইতেন।

١٩٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدَيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৯৬৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা.).... ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) থেকে সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের হাদীসের এ সনদ বর্ণনা করেছেন।

١٩٦٩- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَصْحَابِهِ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوْلَجُوْنَهُ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا اَخَذْتُهُ اَوْقَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا اِمْرَأَةً مِنْ بَنِيْ اَسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ وَرَأَيْتُ اَبَا ثُمَامَةَ عَمْرِو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَاِنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَخْسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْكُمُوْهُمَا فَاِذَا خَسَفَا فَصَلُّوْا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

১৯৬৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ দাওরাকী (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। দিনটি ছিল ভীষণ গরম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন, অনেক সাহাবী দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে ঘুরে পড়ে যেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এর পর মাথা উঠালেন এবং অনেক ক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর দু'টি সিজ্‌দা করলেন। আবার দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় (কিয়াম ও রুকূ') করলেন। এমতাবস্থায় দু'রাক'আতে মোট চার রুকূ' ও চার সিজ্‌দা হয়েছিল। এর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা সে সব স্থানে প্রবেশ করবে যে সব স্থান আমাকে দেখান হয়েছে। আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল। আমি সেখান থেকে একটি আঙ্গুর ধরতে চেয়েছিলাম। অথবা তিনি বলেছেন, একটি শাখা ধরতে চাইলে আমার হাত সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি এবং আমার সম্মুখে জাহান্নামও পেশ করা হয়েছিল। সেখানে আমি বনী ইসরাঈলের জনৈকা মহিলাকে দেখতে পেলাম। বিড়ালের কারণে তাকে আযাব দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতে দেয় নি ও ছেড়েও দেয় নি যাতে সে নিজে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বাঁচতে পারে। আর আমি দেখেছি আবূ সুমামা আম্‌র ইব্‌ন মালিককে। সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে হেঁচড়িয়ে চলেছে। আর তারা (কাফির ও মুশরিক) বলতো, কোন মহান মনীষীর মৃত্যু ব্যতীত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয় না। অথচ এ দু'টি হল আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। যা তোমাদেরকে দেখান হয়। যখনই এ দু'টি গ্রহণ দেখা দেয়, তখন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করতে থাক।

١٩٧٠- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِى النَّارِ اَمْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيْلَةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ.

১৯৭০. আবূ গাস্সান মিসমায়ী (র.) .... হিশাম (র.) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন যে. (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন), আমি হিমাইয়ারী গোত্রের কালো দীর্ঘ দেহী এক মহিলাকে জাহান্নামে দেখলাম। মহিলা বনী ইসরাঈলী ছিল এ কথা তিনি বলেন নি।

١٩٧١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ اِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَفَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاْءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَرَأَ قِرَاْءَةً دُوْنَ الْقِرَاْءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ اَنْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ اَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَطْوَلُ مِنَ الَّتِى بَعْدَهَا وَرُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوْفُ خَلْفَهُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا (وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى انْتَهَىْ اِلَى النِّسَاءِ) ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى قَامَ فِىْ مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَقَدْ اَضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ) فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ مَا مِنْ شَىْءٍ تُوْعَدُوْنَهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ لِىْ صَلَاتِىْ هٰذِهِ لَقَدْ جِيْئَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ اَنْ يُصِيْبَنِىْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَاِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِىْ وَاِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِىْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ

تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ثُمَّ جِىَ بِالْجَنَّةِ وَذٰلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِىْ وَاَنَا أُرِيْدُ اَنْ اَتَنَاوَلَ مِنْ ثُمَرِهَا لِتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِىْ اَنْ لَا اَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَىْءٍ تُوْعَدُوْنَهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ صَلَاتِىْ هٰذِهِ.

১৯৭১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পুত্র ইব্রাহীমের ইন্তিকাল হয়েছিল। তখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই ইব্রাহীমের ইন্তিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ দেখা দিয়েছে। এতে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে ছয় রুকূ' ও চার সিজ্দায় সালাত আদায় করলেন। সালাতে তাক্বীর বলে আরম্ভ করলেন এবং কিরা'আত অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন। এর পর রুকূ' করলেন। প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূ'তে থাকলেন। এর পর রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন এবং পূর্বাপেক্ষা কিরা'আত কিছু কম পড়লেন এবং কিয়ামের পরিমাণ সময় রুকূ'তে থাকলেন। এর পর তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুললেন এবং দ্বিতীয়বার হতে কিছু কম সময় কিরা'আত পড়লেন। আবার রুকূ' করলেন, কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূ'তে থাকলেন। এর পর রুকূ' হতে মাথা উঠালেন ও সিজ্দায় গেলেন এবং দু'টি সিজ্দা করলেন। এর পর দাঁড়ালেন এবং তিনটি রুকূ' করলেন এবং আগের রুকূ' পরের রুকূ' অপেক্ষা দীর্ঘ হত। রুকূ' ছিল সিজ্দার সমপরিমাণ। অতঃপর পিছনের দিকে সরে এলেন কাতারগুলো ও পিছনে সরে গেল শেষ সীমা পর্যন্ত। আবু বকর (রা.) বলেন, মহিলাদের কাতার পর্যন্ত গেলেন অতঃপর পূর্ব স্থানে ফিরে এলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পূর্ব স্থানে এসে দাঁড়ালেন। সালাত শেষ করে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে লোক সকল! সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নির্দশন। এ দু'টি গ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে হয় না। আবূ বকর (রা.) বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন), "কোন মানুষের মৃত্যুর কারণে" (এ দু'টো গ্রহণ হয় না)। যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখ, তখন সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। তোমাদের প্রতি যা কিছু ওয়াদা করা হয়েছে আমি এ সালাতে দেখতে পেয়েছি। আমার কাছে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়েছিল এবং তা ঘটেছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছ পেছনের দিকে সরে আসতে। কেননা আমার ভয় হয়েছিল যে, আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে স্পর্শ করবে। তাছাড়া আমি সেখানে লৌহ শলাকাধারী ব্যক্তিকে দেখেছি সে জাহান্নামে তার নাড়িভূড়ি হেচড়িয়ে চলছে। আর যে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দিয়ে হাজীদের মালামাল চুরি করত। যদি মালিক টের পেত তাহলে সে বলত, আমার লৌহ শলাকায় আটকা পড়েছে। আর টের না পেলে নিয়ে চলে যেত। আমি জাহান্নামে দেখেছি জনৈকা মহিলা যে বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয় নি, ছেড়েও দেয় নি যাতে সে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে। এভাবে ক্ষুধায় সে মারা যায়। এরপর আমার সম্মুখে জান্নাত হাযির করা হল। যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং আমাকে পূর্ব স্থানে দাঁড়ান অবস্থায় দেখেছ। তখন আমি আমার হাত প্রসারিত করেছিলাম। আমি ফল আনতে ইচ্ছা করেছিলাম, যেন তোমরা দেখতে পার। এরপর মনে হল এমনটি না করাই উচিত। তোমাদেরকে যত জিনিসের ওয়াদা করা হয়েছে, সবই এ সালাতের সময় আমি দেখেছি।

١٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّىْ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّوْنَ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَاَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا حَتّٰى تَجَلاَّنِيْ الْغَشْيُ فَاَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ اِلٰى جَنْبِيْ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلٰى رَأْسِيْ اَوْ عَلٰى وَجْهِيْ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ اَكُنْ رَأَيْتُهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاِنَّهُ قَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا اَوْ مِثْلَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ (لاَاَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاَطَعْنَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَعَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ (لاَاَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُوْلُ لاَاَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

১৯৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা আল-হামদানী (র.) ..... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আমি আয়িশার গৃহে গমন করলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের কি হয়েছে তারা সবাই সালাত আদায় করছে! তিনি মাথা নেড়ে আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। আমি বললাম, কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে কি ? তিনি ইশারা করলেন, হ্যাঁ। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন এবং কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করছিলেন। এমনকি আমি প্রায় বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম। আসমা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিলেন। আল্লাহ পাকের হামদও সানা বর্ণনা করার পর বললেন, আম্মা বা'দু, আমি যে সব জিনিস দেখি নি, সবই আজ এ স্থানে দেখেছি। জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমাকে জানান হয়েছে যে, তোমরা কবরে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যেমন মাসীহ্ দাজ্জালের ফিৎনার কাছাকাছি বা এর অনুরূপ। (রাবী বলেন), আমি জানি না আস্‌মা (রা) কোনটি বলেছিলেন। তোমাদেরকে (রাসূল ﷺ বলেছেন), তোমাদের একজনের কাছে ফিরিশ্‌তা আসবেন এবং বলবেন – ঐ ব্যক্তি (নবী ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি জান? রাবী বলেছেন আসমা (রা.) মু'মিন অথবা বিশ্বাসী, কোনটি বলেছেন তা আমার জানা নাই। লোকটি বলবে, তিনি

মুহাম্মদ ﷺ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমাদের জন্য হিদায়াত ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ ও আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম। এ কথা তিনবার বললেন। তখন তাকে বলা হবে নিদ্রায় থাক। আমরা জানতাম তুমি তাঁর উপর ঈমান এনেছিলে। তুমি সৎলোক এবং নিদ্রায় থাক। আর মুনাফিক অথবা সন্দেহ পোষণকারী বলবে, আমি জানি না। রাবী বলেন, আসমা (রা.) যে কোন শব্দ বলেছিলেন, তা আমার জানা নেই। মানুষকে একটি কথা বলতে শুনেছি তাই আমিও বলেছি।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَاِذَا هِىَ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.

১৯৭৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.)...আস্‌মা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে এলাম। আমি লোকদের সালাতে দাঁড়ান দেখলাম। আয়িশাকেও সালাতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের কি হয়েছে? এর পর তিনি হিশাম সূত্রে ইব্‌ন নুমায়েরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

١٩٧٤- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالاَ لاَتَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلٰكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ.

১৯৭৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... হযরত উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কাসাফাতিশ শাম্‌স" না বলে তোমরা বলতে "খাসাফাতিশ্ শাম্‌স"।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَ قَالَتْ فَزِعَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا (قَالَتْ تَعْنِىْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ) فَاَخَذَ دِرْعًا حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيْلاً لَوْ اَنَّ اِنْسَانًا اَتٰى لَمْ يَشْعُرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَكَعَ مَا حَدَّثَ اَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ.

১৯৭৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবিব হারিসী (র.) ..... আসমা বিনত আবূ বাক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী ﷺ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ সে দিন যে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি তাড়াহুড়া করে একটি লৌহবর্ম নিলেন। পরে তাঁকে পরিধানের জন্য একটি চাদর দেয়া হল। এর পর তিনি লোকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ সালাতের দাঁড়ালেন যে, যদি কোন আগন্তুক আসে তাহলে সে বুঝতে পারবে না যে নবী ﷺ রুকূ' করেছেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মনে হবে না যে তিনি রুকূ' করেছেন।

١٩٧٦– وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ الْاُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيْلاً يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ اَسَنَّ مِنِّيْ وَاِلَى الْاُخْرٰى هِيَ اَسْقَمُ مِنِّيْ.

১৯৭৬. সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া আল-উমাবী (র.) .....ইব্ন জুরায়জ (র.) পূর্বোক্ত সনদে তদ্রুপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এও বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ সালাতে দাঁড়ালেন ও রুকূ' করলেন এবং দাঁড়িয়ে রুকূ'ও করছিলেন। তবে রাবী এ কথাটি অতিরিক্ত বলেছেন যে, (ঐ সময়ে) আমার চেয়েও অধিক বয়স্ক মহিলাদেরকে এবং রোগাক্রান্ত মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম।

١٩٧٧– وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَفَزِعَ فَاَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَالِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِيْ ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى رَأَيْتُنِيْ اُرِيْدُ اَنْ اَجْلِسَ ثُمَّ اَلْتَفِتُ اِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيْفَةِ فَاَقُوْلُ هٰذِهِ اَضْعَفُ مِنِّيْ فَاَقُوْمُ فَرَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ خُيِّلَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ.

১৯৭৭. আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ আদ দারিমী (র.) .... আসমা বিনাত আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি এ দেখে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে তিনি ভুলক্রমে লৌহবর্ম নিয়ে নিলে তাঁকে চাদর প্রদান করে ভুল শোধরানো হল। আস্মা (রা.) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি আমার প্রয়োজনাদি পূরণ করে নিলাম। এর পর এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমিও দাঁড়িয়ে সালাতে শামিল হলাম। এর পর আমি (সেখানে) দুর্বল মহিলা দেখতে পেয়ে মনে মনে বললাম, এসব মহিলা তো আমার চেয়েও দুর্বল, কাজেই আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। এর পর তিনি রুকূ' করলেন এবং দীর্ঘ সময় রুকূ' করলেন। এর পর তিনি মাথা উঠায়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। (অবস্থা এমন দাঁড়াল যে) কেউ যদি বাইর হতে আসে তবে তার কাছে মনে হবে যে, তিনি রুকূ'ই করেন নি।

١٩٧٨– وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَدْرَ نَحْوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ

دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِ الْعَشِيْرِ وَبِكُفْرِ الْاِحْسَانِ اَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

১৯৭৮. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র.)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন। লোকেরা তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন যে, এ সময়ের মধ্যে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা যায়। এর পর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এর পর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। কিন্তু পূর্বের কিয়াম হতে কিছু কম। এর পর আবার দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন। কিন্তু পূর্ব রুকূ' হতে কিছু কম। এর পর সিজ্‌দা করলেন ও দীর্ঘ কিয়াম করলেন। কিন্তু পূর্বপেক্ষা কিছু কম। আবার দীর্ঘ রুকূ' করলেন কিন্তু প্রথম রুকূ' হতে কিছু কম। এর পর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। কিন্তু প্রথম কিয়ামের তুলনায় কিছু কম। আবার রুকূ' করলেন কিন্তু পূর্বের তুলনায় কম। এর পর সিজ্‌দা করলেন ও সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে হতে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোতে গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন আল্লাহ্‌র যিকর কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থান থেকে আপনাকে কিছু নিতে দেখলাম। আবার আপনাকে দেখলাম, হাত গুটিয়ে নিতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম এবং আঙ্গুর গুচ্ছ নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম, তবে যত দিন দুনিয়া থাকত ততদিন তোমরা এ থেকে আহার করতে পারতে। এর পর জাহান্নাম দেখতে পেলাম। আজকের দিনের মত দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নি। আমি অধিক সংখ্যায়ে মহিলাদের জাহান্নামে দেখেছি। (উপস্থিত) মহিলাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের কুফ্‌রের কারণে। মহিলাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফর করে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না বরং তারা জীবন সহচরদের সাথেও কুফ্‌র করে এবং অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। তুমি যদি তাদের একজনের প্রতি সারা যুগ ধরে অনুগ্রহ কর অথচ কখনো সামান্য ত্রুটি দেখতে পায়, তখন সে বলে উঠে তোমার থেকে কখনো কোন ভাল ব্যবহার পাই নি।

١٩٧٩– وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.

১৯৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র.) .... যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রা.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে তিনি বলেন, “আমরা আপনাকে পিছু সরতে দেখলাম।”

١٩٨٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِىٍّ مِثْلُ ذَالِكَ.

১৯৮০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ... . ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণ কালে আট রুকূ‘ ও চার সিজ্‌দায় দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। আলী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

١٩٨١– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنُ خَلاَّدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْىَ الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا.

১৯৮১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণ কালে সালাত আদায় করলেন। কিরা’আত পড়লেন তারপর রুকূ‘ করলেন। আবার কিরা’আত পড়লেন এবং রুকূ‘ করলেন। আবার কিরা’আত পড়লেন এবং রুকূ‘ করলেন। তার পর সিজ্‌দায় গেলেন। রাবী বলেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٨٢– حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ

سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ.

১৯৮২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান দারিমী (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল তখন সালাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক'আত দু' রুকূ' করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু' রুকূ' করে আরেক রাক'আত পড়লেন। এর পর সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, এর চেয়ে দীর্ঘ রুকূ' ও দীর্ঘ সিজ্দা আমি আর কখনো করি নি।

١٩٨٣- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتّٰى يُكْشَفَ مَابِكُمْ.

১৯৮৩. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) ..... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নির্দশনাবলীর মধ্য দু'টি নিদর্শন। এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করে থাকেন। এ দু'টির গ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এ গ্রহণ দেখতে পাবে তখন সালাত আদায় করে দু'আ করবে তোমাদের এ দুর্যোগ না কেটে যাওয়া পর্যন্ত।

١٩٨٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَيَحْىٰ بْنُ حَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصَلُّوْا.

১৯৮৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আম্বরী (র.) ও ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব (র.) .... আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর কারণে হয় না বরং এ হল আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন দাঁড়িয়ে সালাত কর।

١٩٨٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَوَكِيْعٍ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ.

১৯৮৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র.) সকলেই ইসমাঈল (র.) থেকে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান ও ওয়াকী (র.)-এর বর্ণনায় আছে যে, যে দিন ইব্রাহীম (রা.)-এর ইন্তিকাল হয় সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন মানুষ বলতে লাগল, সূর্যগ্রহণ হয়েছে, ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর কারণে।

١٩٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنُ السَّاعَةُ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلَاةٍ قَطُّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لَاتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ يُخَوِّفُ عِبَادَهُ.

১৯৮৬. আবূ আমির আশ'আরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ, মুহাম্মদ ইবনুল আলী (র)....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি দাঁড়ালেন এ আশংকায় যে, কিয়ামতের মহা প্রলয় বুঝি সংঘটিত হবে। তিনি (তাড়াতাড়ি) মসজিদে এলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকূ' ও দীর্ঘ সিজ্দার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। আমি আর কোন সালাতে কখনো এরূপ দেখিনি। এর পর তিনি (রাসূল) বলেন, আল্লাহর প্রেরিত এসব নিদর্শনাবলী কারো মৃত্যুর জন্য হয় না, কারো জন্মের জন্যও হয় না এবং তিনি এগুলো প্রেরণ করেন তাঁর বান্দাদের সতর্ক করার জন্য। যখন তোমরা এসব নিদর্শনাবলীর কিছু দেখতে পাও তখন তোমরা আতংকিত হৃদয়ে আল্লাহ্র যিকর, দু'আ ও ইস্তিগফারের মশগুল হও।

١٩٨٧- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَرْمِىْ بِاَسْهُمِىْ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتّٰى جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১৯৮৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র.)....আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার তীর-ধনুক অনুশীলন করছিলাম, হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, আজকের সূর্যগ্রহণ কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি করেন, তা আমার দেখতে হবে। যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম তখন তিনি হাত তুলে দু'আ করেছিলেন এবং তাক্বীর হামদ ও তাহ্লীল এ মশগুলে ছিলেন। তারপর সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ اَرْمِىْ بِاَسْهُمٍ لِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَاَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)......আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিশিষ্ট সাহাবা। তিনি বলেন, আমি তীর-ধনুক নিয়ে মদীনাতে অনুশীলন করছিলাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ ঘটল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং বললাম, সূর্যগ্রহণ কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি করেন তা অবশ্যই দেখব। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তুলে তিনি তাসবীহ্, হামদ, তাহ্‌লীল, তাক্‌বীর ও দু'আয় মশগুল আছে। এর পর সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন ও দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَتَرَمّٰى بِاَسْهُمٍ لِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا.

১৯৮৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)....আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলে তীর ধনুকের অনুশীলন করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। এর পর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

١٩٩٠- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَةٌ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.

১৯৯০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনা করে বলতেন যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ও

জন্মের কারণে হয় না। বরং এ দু'টি হল আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও, তখন সালাত আদায় কর।

١٩٩١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ عِلاَقَةَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ.

১৯৯১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র.)....যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে তাঁর ছেলে ইব্রাহীমের ইন্তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এর গ্রহণ কারো মৃত্যুর বা জন্মের কারণে হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন দু'আ কর, সালাত আদায় কর, যে পর্যন্ত সূর্য পরিষ্কার না হয়।

١٠- كِتَابُ الْجَنَائِزِ

১০. জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়

١٠- كِتَابُ الْجَنَائِزِ

১০. জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়

١٩٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرٍ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

১৯৯২. আবূ কামিল জাহদারী ফুযয়াল ইব্ন হুসায়ন ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু অত্যাসন্ন তাকে "লা-ইলাহ্ ইল্লাহ্" তালকীন (কলেমা পাঠ) করতে থাক যেন সে শুনে আল্লাহকে স্মরণ করে।

١٩٩٣- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ الدَّرَاوَرْدِىَّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ جَمِيْعًا بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৯৯৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.).... সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র.) সবাই ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٤- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

১৯৯৪. উসমান, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা ও আমরুন নাকিদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তালকীন করবে।

١٩٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَبْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ اَيُّ الْمُسْلِيْنَ خَيْرٌ مِنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّيْ قُلْتُهَا فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَرْسَلَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ اَبِيْ بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِيْ لَهُ فَقَالَ اِنَّ لِيْ بِنْتًا وَاَنَا غَيُوْرٌ فَقَالَ اَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ

১৯৯৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যূব কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহ্‌র নিদের্শানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন" বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে "হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য কর"। তবে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। যখন আবূ সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হলো তখন আমি বললাম, আবূ সালামা (রা) থেকে কে উত্তম হতে পারে? তাঁর পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হিজরত করেছিল। এর পর আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার জন্য দান করলেন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট হাতিব ইব্‌ন আবি বালতায়াকে দিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তোমার মেয়ের জন্য আমি দু'আ করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এটাও দু'আ করছি যে, তিনি তোমার অভিমানকে দূরে করে দেন।

١٩٩٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِيْنَةَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ وَاَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

১৯৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)......... ইব্‌ন সাফিনা (র.) বলেন, তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোন মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন যদি সে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন'- হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দাও এবং উত্তম প্রতিদান দান কর, তবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ও উত্তম প্রতিদান দিবেন। উম্মে সালামা (র.) বলেন, যখন আবু সালামার ইন্তিকাল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী দু'আটি পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম প্রতিদান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দান করলেন।

١٩٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ يَعْنِىْ ابْنَ كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ وَزَادَ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ مَنْ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَزَمَ اللّٰهُ لِىْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

১৯৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.)....নবী সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি আবূ উসামার হাদীসের অনুরূপ। তবে রাবী অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (র) বলেছেন, যখন আবূ সালমার ইন্তিকাল হল, তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী আবু সালামা (রা.) থেকে কে ভাল হতে পারে? তারপর আল্লাহ আমার ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। আমি ঐ দু'আ পাঠ করে নিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিবাহ করলাম।

١٩٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهُ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَاَعْقَبَنِىَ اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِىْ مِنْهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

১৯৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রা.).... উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগী অথবা মৃত প্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলে থাকেন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, যখন আবূ সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হল, তখন আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সালামা (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তুমি এ দু'আ পড় হে আল্লাহ্! আমাকে এবং

তাঁকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে তাঁর পর উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি বলেন, আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম মুহাম্মদ ﷺ -কে দান করলেন।

١٩٩٩- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

১৯৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).... উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সালামা (রা.)-এর কাছে গেলেন। তখন তার চোখগুলো উল্টো রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোখগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রূহ্ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ তৎপ্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোন দু'আ কর না। কেননা ফিরিশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। তিনি তারপর বললেন হে আল্লাহ্! তোমরা আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার দরজাকে বুলন্দ করে দাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকেও তাঁকে মাফ করে দাও তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরকে আলোকময় করে দাও।

٢٠٠٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ مُعَاذُبْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَخْلُفْهُ فِىْ تَرِكَتِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَوْسِعْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلِ افْسَحْ لَهُ وَزَادَ قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ وَدَعْوَةٌ اُخْرٰى سَابِعَةٌ نَسِيْتُهَا.

২০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা কাত্তান ওয়াসিতী (র.)....খালিদুল হায্‌যা (র.) এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন,তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর এবং বলেছেন, হে আল্লাহ্! তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু তিনি اِفْسَحْ لَهُ। শব্দ বলেন নি। তিনি আরো বলেন যে, খালিদুল হায্‌যা (র.) বলেছেন, ছ'টি দু'আর পর সপ্তম আরেকটি দু'আ করেছিলেন, যা আমি ভুলে গেছি।

٢٠٠١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا الْاِنْسَانَ اِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَذَالِكَ حِيْنَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ.

২০০১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না? যখন সে মারা যায় তখন তার চোখ উপরের দিকে উল্টে থাকে। সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হল সে মুহূর্তটি যখন তার দৃষ্টি তার রূহের দিকে চেয়ে থাকে।

٢٠٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلاَءِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২০০২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আলা (র.) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٠٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيْبٌ وَفِيْ اَرْضِ غُرْبَةٍ لاَ بَكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّاْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ اِذْ اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الصَّعِيْدِ تُرِيْدُ اَنْ تُسْعِدَنِيْ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ اَبْكِ.

২০০৩. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.)....উম্মে সালামা (রা.) বলেন, যখন আবূ সালামা (রা.) মারা গেলেন তখন আমি বললাম, প্রবাসী প্রবাস ভূমিতে মারা গিয়েছেন। তার জন্য আমি এত কাঁদব যে, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তা চর্চা করবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলাম। এমন সময়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু অঞ্চলের জনৈকা মহিলা আমার কান্নায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি দু'বার বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ্ তাকে বের করে দিয়েছেন। তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, কান্না ত্যাগ করলাম।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِيْ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اِحْدٰى بَنَاتِهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ اَنَّ صَبِيًّا لَهَا اَوابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ ارْجِعْ اِلَيْهَا

فَاَخْبِرْهَا اِنَّ اللّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَعَادَ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ اَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَاَنَّهَا فِىْ شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ مَاهٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِى قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

২০০৪. আবু কামিল জাহদারী (র.)....উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁর কন্যাদের একজন তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর এক সন্তান মৃত্যু মুখে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বার্তা বাহককে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বল, আল্লাহ্ পাক যা কিছু নিয়ে নেন সেটার মালিক তিনি। আবার যা দান করেন তার মালিকও তিনি। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। তাকে বলো, সে যেন সবর করে, ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে। এ সংবাদ পৌছে দিয়ে বার্তাবাহক পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এসে বলল, তিনি (যয়নব) কসম দিয়ে আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে দাঁড়ালেন সা'দ ইব্‌ন উবাদা ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল। আমি ও (উসমা) তাঁদের সাথে রওনা হলাম। শিশুটি তাঁর কাছে তুলে ধরা হল, তখন তার রূহ্ বের হওয়া কালীন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন পুরাতন মশ্‌কে পানি নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখা তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি? তিনি বলেন, এ হল রহমত যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে দয়ালু বান্দাদের প্রতি রহম করে থাকে।

٢٠٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بعنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ وَاَطْوَلُ.

২০০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আসিম আল আহওয়াল (র.) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদের হাদীসটি দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِى

غَشِيَّةٍ فَقَالَ اَقَدْ قُضِيَ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ
وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا (وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ) اَوْ يَرْحَمُ.

২০০৬. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা সাদাফী ও আম্‌র ইব্‌ন সাওওয়াদ আমিরী (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) পীড়িত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখার জন্য গেলেন। তাঁর সাথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) ছিলেন। যখন তাঁর কাছে গেলেন তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি ওফাত হয়েছে ? উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর মৃত্যু হয় নি। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাঁদতে দেখে সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি শুনো নি, আল্লাহ অন্তরের ব্যথা ও চোখের অশ্রুর জন্য কাউকে শাস্তি দেন না। তিনি জিহবার দেকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ্ শাস্তি দেন বা দয়া করেন এর কারণে।

٢٠٠٧– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِيْ ابْنَ غَزِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلّٰى
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْبَرَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَخَا الْاَنْصَارِ كَيْفَ اَخِيْ سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ
عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ
فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ.

২০০৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী (র.)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম, তখন জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলেন, এর পর আনসারী প্রস্থান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ উবাদা কেমন আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ভাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তার খোঁজখবর নিতে যাবে? এ বলে তিনি দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। আমরা দশ জনের অধিক ছিলাম। আমাদের কারো পায়ে জুতা, মোজা, মাথায় টুপি এবং গায়ে জামা ছিল না। আমরা সে খসখসে রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এবং তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। আমাদেরকে দেখে তার গোত্রের লোকজন তাঁর নিকট হতে সরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাথী সাহাবীরা তা কাছে এলেন।

٢٠٠٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى.

২০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার আল-আবদী (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রকৃত ধৈর্যধারণ করা হলো পতিত বিপদাপদের প্রথম মুহূর্তে।

٢٠٠٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتٰى عَلٰى امْرَأَةٍ تَبْكِيْ عَلٰى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِيْ بِمُصِيْبَتِيْ فَلَمَّا ذَهَبَ قِيْلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلٰى بَابِهِ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

২০০৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তানের মৃত্যু শোকে ক্রন্দনরত জনৈকা মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলা উত্তর দিল, তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে? যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেলেন, তখন বলা হল তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন। তখন তাকে মৃত্যুর মত ভয়ে পেয়ে বসলো। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরজায় হাযির হল। সে তাঁর দরজায় কোন দারোয়ানের বাধা পায় নি। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সবর তো হয় বিপদাগমনের প্রথম মুহূর্তে। অথবা বলে ছিলেন, বিপদের প্রথম লগ্নে।

٢٠١٠– وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِقِصَّتِهِ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ.

২০১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র.) উকবা ইব্ন মুকরিম আল-আম্মী ও আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ-দাওয়াকী (র.)....সবাই শু'বা (র.) হতে উক্ত সনদে উসমান ইব্ন উমর (র.)-এর হাদীসের ন্যায় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুস সামাদের হাদীসে এ রূপ রয়েছে ঃ নবী ﷺ কবরের পার্শ্বে অবস্থানরত জনৈক মহিলার দিকে গমন করলেন।

٢٠١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَابُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ.

২০০১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.) ....আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা.) আহত হয়ে যাওয়ার পর হাফ্‌সা (রা.) কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, হে কন্যা! থেমে যাও, তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ.

২০১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয় তার পরিবারবর্গের রোদন বিলাপের কারণে।

٢٠١٣- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حَجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَا طُعِنَ عُمَرُ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَمَا عَلِمْتُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সাদী (র.)....ইব্‌নু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমর (রা.)-কে বর্শা দ্বারা আহত করা হল তখন তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁর জন্য চীৎকার করে রোদন করা হচ্ছিল। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জান না? রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

٢٠١٤- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبُ يَقُوْلُ وَاَخَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَاصُهَيْبُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৪. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.)....আবূ বুরদা (র.) তাঁর পিতা (আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) সূত্রে তিনি বলেছেন, উমর (রা.) যখন আক্রান্ত হন তখন সুহায়ব (রা.) হে ভাই! বলে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের মাতম ও বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

٢٠١٥– وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ اَبُوْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ اَقْبَلَ صُهَيْبُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِيْ فَقَالَ عُمَرُ عَلَامَ تَبْكِيْ أَعَلَيَّ تَبْكِيْ قَالَ اِيْ وَاللّٰهِ لَعَلَيْكَ اَبْكِيْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُّبْكِيْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِمُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اِنَّمَا كَانَ اُولٰئِكَ الْيَهُوْدَ.

২০১৫. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমর (রা.) আক্রান্ত হলেন তখন সুহায়ব (রা.) সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়ী হতে আগমন করলেন এবং উমর (রা.)-এর নিকটে প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম! আপনার জন্য কাঁদছি হে আমীরুল মু'মিনীন! উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি অবশ্যই জানো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার জন্য বিলাপ ও মাতম করা হবে তাঁকে কবরে আযাব দেয়া হবে। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি মূসা ইব্‌ন তালহার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আয়িশা (রা.) বলতেন, (যাদের আযাব দেয়া হবে) তারা হল ইয়াহূদী।

٢٠١٦– وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ اَمَا سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ.

২০১৬. আমরুন্ নাকিদ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.)-কে যখন বর্শা মেরে আহত করা হল, তখন হাফ্‌সা (রা.) উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) বললেন, হে হাফ্‌সা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনে নি, যে ব্যক্তির উপর উচ্চস্বরে বিলাপ করা হয় তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সুহায়ব (রা.) ও কান্নাকাটি করছিলেন। তখন উমর (রা.) বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না, যার জন্য বিলাপ করা হয় তাকে আযাব দেয়া হয়।

٢٠١٧– حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ اُمِّ اَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْدُهُ قَائِدُ فَاُرَاهُ اَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَاِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَاَنَّهُ يَعْرِضُ عَلٰى عَمْرٍو اَنْ يَقُوْمَ فَيَنْهَاهُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ قَالَ فَاَرْسَلَهَا عَبْدُ اللّٰهِ مُرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذْ هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِيْ اِذْهَبْ فَاعْلَمْ لِيْ عَنْ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا هُوَ صُهَيْبُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ اَمَرْتَنِيْ اَنْ اَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ وَاِنَّهُ صُهَيْبُ قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَقُلْتُ اِنَّ مَعَهُ اَهْلَهُ قَالَ وَاِنْ كَانَ مَعَهُ اَهْلُهُ وَرُبَّمَا قَالَ اَيُّوْبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَافَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَمْ يَلْبَثْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ اُصِيْبَ فَجَاءَ صُهَيْبُ يَقُوْلُ وَاَخَاهُ وَاَصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ تَعْلَمْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ اَوَلَمْ تَعْلَمْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ قَالَ فَاَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ فَاَرْسَلَهَامُرْسَلَةً وَاَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضِ فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لاَوَاللّٰهِ مَا قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَزِيْدُهُ اللّٰهُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَذَابًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ اَيُّوْبُ قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنُ عُمَرَ قَالَتْ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنِيْ عَنْ غَيْرِ كَاذِبِيْنَ وَلاَ مُكَذَّبِيْنِ وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

২০১৭. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (র.)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর পাশে বসাছিলাম। আমরা উম্মে আবান বিনতে উসমানের জানাযার অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর নিকট আমর ইব্‌ন উসমানও বসে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে হাতে ধরে নিয়ে আসলেন। আমার মনে হয় তাঁকে ইব্‌ন উমর (রা.)-এর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছিল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন, আমি তাঁদের দু'জনের মধ্যে ছিলাম। তখন হঠাৎ গৃহ হতে (কান্নার) আওয়ায আসল, তখন ইব্‌ন উমর (রা.) তিনি যেন

আম্‌রকে ইঙ্গিত করে নিষেধ করতে বললেন। তিনি উঠে গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং (ইব্‌ন উমর রা). বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয় তার পরিবারবর্গের মাতম বিলাপের কারণে। ইব্‌ন উমর (রা) আয়িশা (রা.)—এর ন্যায় এ কথাটি বিশেষ করে ইয়াহূদী সম্পর্কে তা বলেননি। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমরা আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌছলাম তখন দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করে বিশ্রাম করছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পক্ষ হতে গিয়ে জেনে এসো ঐ ব্যক্তি কে? আমি গিয়ে জানতে পারলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা.)। আমি তাঁর নিকট ফিরে এসে বললাম. আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন, জেনে আসার জন্য আমি জেনে এসেছি ঐ ব্যক্তি কে? ঐ ব্যক্তি সুহায়ব। তিনি বললেন তাকে বল, আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। আমি বললাম, তাঁর সাথে তাঁর পরিবার রয়েছেন। তিনি বললেন, থাকুক না পরিবারসহ আসতে বল। কখনো আয়্যুব এ রূপ বলেছেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আদেশ কর। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, তার কিছু কাল পরেই আমীরুল মু'মিনীন (রা.) আক্রান্ত হলেন। সুহায়ব (রা.) আসলেন এবং 'ওয়া আখাহ'-হে ভাই 'ওয়া সাহিবাহ' হে আমাদের সাথী, বলে চীৎকার করতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, তুমি কি জানো নি, তুমি কি শুনো নি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার বর্গের কোন কোন কান্নাকাটির কারণে আযাব দেয়া হয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ কিন্তু শর্তহীনভাবে বলেছেন, শুধু ইয়াহূদীদের জন্য এ হুকুম তা যুক্ত করে বলেন নি। আর উমর (রা.) বলেছেন, কোন কোন কান্না। তখন আমি উঠে আয়িশা (রা.)-এর নিকট গমন করলাম এবং ইব্‌ন উমর (রা.) যা বললেন, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, না না আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা কখনো বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হবে। বরং তিনি বলেছেন,. কাফিরের উপর আল্লাহ্ শাস্তি বৃদ্ধি করে দেন তার পরিবাবর্গের বিলাপের কারণে। আল্লাহ্ পাকই হাসিকান্না দিয়ে থাকেন। একজনের পাপের বোঝা আরেক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না। আয়িশা (রা.)-এর নিকট যখন উমর ও ইব্‌ন উমর (রা.)-এর বক্তব্য পৌছলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন দু' ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করছ যারা মিথ্যা বলেন না এবং তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা যায় না। কিন্তু শ্রুতিতে ভুল হতে পারে।

٢٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لَنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلٰى جَنْبِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذَالِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلاَءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ قَالَ

فَرَجَعْتُ اِلٰى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ اَرْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا اَنْ اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبُ يُبْكِي يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِيْ عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يعَذِّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُمَرَ لاَ وَاللّٰهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَحَدٍ وَلٰكِنْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى" قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَالِكَ وَاللّٰهِ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

২০১৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘ ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-এর এক মেয়ে মক্কায় ইন্তিকাল করলেন। আমরা তার জানাযার জন্য হাযির হলাম। তখন ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.) হাযির হলেন। আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, আমি তাদের দু'জনের মধ্যে বসা ছিলাম। আমি প্রথমে একজনের নিকট বসা ছিলাম, পরে আরেকজন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আম্র ইব্ন উসমানকে বললেন, তিনি তাঁর সম্মুখে ছিলেন, তুমি তাদেরকে কান্নাকাটি হতে কেন নিষেধ করছ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয় তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে। ইব্ন আব্বাস (রা.) তখন বললেন, উমর (রা.) ও এরূপ কিছু বলতেন। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা হতে রওনা হলাম, প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি কাফিলা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছে; তখন আমাকে আদেশ করলেন যাও, গিয়ে দেখ, এ কাফিলা কাদের? আমি গিয়ে দেখলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা.)। আমি এসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো, আমি পুনরায় সুহায়বের নিকট গমন করলাম এবং বললাম, চলুন আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করুন। যখন উমর (রা.) শত্রুর আক্রমণে আহত হলেন, সুহায়ব (রা.) কেঁদে কেঁদে গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে আমার ভাই, হে আমার সাথী'! উমর (রা.) বললেন, হে সুহায়ব! আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কোন কোন কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয়। যখন উমর (রা.) -এর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন আমি এ কথা আয়িশা (রা.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমরের প্রতি রহম করুন, দয়া করুন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কারো কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ আযাব দেন। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য তাদের পরিবারবর্গের কান্নার কারণে আযাব বৃদ্ধি করে দেন। আয়েশা (রা.) বলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কুরআনই যথেষ্ট, "একজনের পাপের বোঝা অন্য জনের ঘাড়ে দেয়া হবে না।" ইব্ন আব্বাস (রা.) এ সময়ে এ কথাও বলেন, 'আল্লাহই হাঁসান এবং তিনি কাঁদান।' ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, আল্লাহ্র কসম, ইব্ন উমর (রা.) তা শুনে কিছুই বলেন নি।

٢٠١٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةِ أُمِّ اَبَانِ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيْثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَمَا نَصَّهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيْثُهُمَا اَتَمُّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرٍو.

২০১৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র (র.) .... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, আমরা উম্মে আবান বিনত উসমানের জানাযায় ছিলাম। তার পর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী আম্‌র এ হাদীসটি উমর (রা.) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন নি' যেমন আয়্যুব ও ইব্‌ন জুরায়জ (র.) করেছেন, এ দু'জনের হাদীস আম্‌রের হাদীসের চাইতে পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٢٠- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ.

২০২০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।"

٢٠٢١- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنُ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ اِنَّمَا مَرَّتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ وَهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَنْتُمْ تَبْكُوْنَ وَاِنَّهُ لَيُعَذَّبُ.

২৯২১. খালফ ইব্‌ন হিশাম ও আবুর রাবী যাহরানী (র.).... উরওয়া (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর ﷺ সম্মুখে ইব্‌ন উমরের এ কথা আলোচনা করা হল, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়" আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ আবূ আবদুর রহমানের প্রতি দয়া ও রহম করুন, যা কিছু শুনেছিলেন তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। প্রকৃত ব্যাপার হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে জনৈক ইয়াহূদীর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইয়াহূদীরা তার জন্য বিলাপ করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, তোমরা বিলাপ করছ অথচ তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

٢٠٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلْ

اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهِ اَوْ بِذَنْبِهِ وَاِنَّ اَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْاٰنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ وَقَدْ وَهَلَ اِنَّمَا قَالَ اَنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ "اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ" يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

২০২২. আবূ কুরায়ব (র.) .... উরওয়া (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো যে, ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার পরিজনদের রোদনের কারণে আযাব দেয়া হয়"। আয়িশা (রা.) বললেন, আসল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তাকে আযাব দেয়া হয় গুনাহ বা পাপের কারণে, অথচ তার পরিবারবর্গ এখন তার উপর কান্নাকাটি করছে। আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে কথার অনুরূপ, গর্তের নিকট যখন তিনি বদর যুদ্ধের দিন কূপের পাড়ে দাঁড়ালেন যাতে বদরে নিহত মুশরিকদের লাশ ছিল এবং তাদের সম্বোধন করে যা বলার বলছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি যা বলছি তারা তা শুনছে। কিন্তু ইব্‌ন উমর (রা.) ভুল বুঝেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, কাফিররা এখন জানতে পারছে যে, আমি যে সব কথা বলতাম তা সত্য। তারপর আয়িশা (রা.) পাঠ করলেন اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ "তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না"। তিনি বললেন, যখন তারা তাদের জাহান্নামস্থ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

٢٠٢٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ اُسَامَةَ اَتَمُّ.

২০২৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা.).....হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.) থেকে উক্ত সনদে আবূ উসামার হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন, তবে আবূ উসামার হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا.

২০২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে তার নিকট বলা হলো যে, ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, "জীবিতদের কান্নার কারণে মৃতদেরকে আযাব দেয়া হয়"। তখন আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন, অথবা ভুল করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈকা ইয়াহূদী মহিলার কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার উপর বিলাপ করা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরা এর জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

٢٠٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوْفَةِ قَرْظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَانِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২০২৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.).....আলী ইব্ন রাবিয়া (র.) বলেন, কূফা নগরীতে সর্বপ্রথম কারযা ইব্ন কা'বের উপর বিলাপ করা হয়। মুগিরা ইব্ন শু'বা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন সে সব বিষয়ের কারণে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো নিয়ে বিলাপ করা হয়েছে।

٢٠٢٦- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

২০২৬. আলী ইব্ন হুজ্র আস-সা'দী এবং ইব্ন আবূ উমর (র.) .... মুঘীরা ইব্ন শু'বা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

২০২৭. ইব্ন আবূ উমর (র.) ..... মুঘীরা ইব্ন শু'বা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ ح وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ اَرْبَعٌ فِى اُمَّتِى مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْمِنْ جَرَبٍ۔

২০২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র.) ..... আবূ মালিক আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াত বিষয়ের চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না। বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব, অন্যের বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতুদের জন্য বিলাপ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তাঁকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোষাক থাকবে।

٢٠٢٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلُ زَيْدُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ قَالَتْ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ فَاَتَاهُ فَذَكَرَ اَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ اَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَتْ فَزَعَمَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذْهَبْ فَاحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ وَاللّٰهِ مَاتَفْعَلُ مَااَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ۔

২০২৯. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (র.)..... আয়িশা (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যায়িদ ইব্‌ন হারিস, জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌছল তখন তিনি বসে পড়লেন। তাঁর চেহারা মুবারকে দুঃখ ও চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতেছিলাম তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর (রা.)-এর স্ত্রী ও পরিবারের মহিলারা কান্নাকাটি করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। সে গেলো এবং পুনরায় ফিরে এসে বললো, তারা তার কথা শুনে নি। তিনি দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন গিয়ে তাদের নিষেধ করেন, সে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারাই আমাদের উপর প্রবল রইলো। আয়িশা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, যাও, তুমি তাদের মুখে

মাটি ঢুকিয়ে দাও। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাক ধুলি ধুসরিত করুন। আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি করতেও পারবে না আর তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কেও বিরক্ত করতে ছাড় নি।

٢٠٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعِىِّ.

২০৩০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.), আবূ তাহির, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ দাওরাকী (র.).....ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল আযীযের (র.) বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিরক্ত করতে ছাড়ছ না।

٢٠٣١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ اَلاَّ نَنُوْحَ فَاوَفَتْ مِنَّا امْرَأَةُ الْاَخَمْسُ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِىْ سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ اَوابْنَةُ اَبِىْ سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

২০৩১. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন, "আমরা যেন বিলাপ না করি"। কিন্তু এ অঙ্গিকার পাঁচজন মহিলা ব্যতীত কেউ পূর্ণ করে নি। তারা হলেন, উম্মে সুলায়ম, উম্মুল আ'লা, আবূ সাবুরার মেয়ে মু'আযের স্ত্রী বা আবূ সাবুরার মেয়ে ও মু'আযের স্ত্রী।

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَيْعَةِ اَلاَّ تَنُحْنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ اُمُّ سُلَيْمٍ.

২০৩২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণকালে এ অঙ্গিকারও নিয়েছিলেন যে, "আমরা যেন বিলাপ না করি"। কিন্তু পাঁচজন ব্যতীত অন্য কেউ সে অঙ্গীকার পূর্ণ করে নি, তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম (রা.) একজন।

٢٠٣٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ" قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ اٰلَ فُلاَنٍ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا اَسْعَدُوْنِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَبُدَّ لِىْ مِنْ اَنْ اُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اٰلَ فُلاَنٍ.

২০৩৩. আবূ বাক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না...এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না"..... [সূরা মুমতাহান ঃ ১২] উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, তন্মধ্যে বিলাপও ছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক পরিবার ব্যতীত কারণ, তারা জাহিলিয়াতের যুগে আমাকে বিলাপে সহানুভূতি দেখাত। তাই তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান আমার জরুরী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অমুক পরিবার ব্যতীত।

٢٠٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَاَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব (র.)...... উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হতো কিন্তু আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

٢٠٣٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৫. আবূ বাক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হত। আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

٢٠٣٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا

اَوْشَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِى فَلَمَّا فَرَغْنَا فَاٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ.

২০৩৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে তিনবার গোসল দাও, পাঁচবার কিংবা প্রয়োজন মনে করলে আরো অধিকবার বরই বৃক্ষের কচি পাতা দ্বারা পানি গরম করে। সর্বশেষে কর্পূর কিংবা কর্পূরের অংশ দিবে। যখন তোমরা গোসল শেষ করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। আমরা গোসল শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর ইযারবন্দ দিলেন এবং বললেন, এ ইযার তাঁর শরীরের সাথে লাগিয়ে পরিয়ে দাও।

٢٠٣٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৩৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর মাতার চুল তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٣٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوالرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ اِبْنَتُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ.

২০৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবুর রাবী যাহরানী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব (র.) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যাদের একজনের (যয়নাব) ইন্তিকাল হল। ইব্‌ন উলয়্যার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। আর মালিকের হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন যখন তাঁর কন্যার ইন্তিকাল হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাই (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٠٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْسَبْعًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَالِكِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এভাবে বলেছেন, তিনবার পাঁচবার সাতবার অথবা এর চেয়েও অধিক যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর। হাফ্‌সা (রা.) উম্মে আতিয়্যা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আমরা তাঁর মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٤٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَاَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتِ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْسَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ مَسَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৪০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব (র.) ...... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, তাকে গোসল করাও বিজোড় সংখ্যায়, তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার। রাবী বলেন, উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেছেন, তাঁর মাথার চুল তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٤١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِى الْخَامِسَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَاَعْلِمْنِىْ قَالَتْ فَاَعْلَمْنَاهُ فَاَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ.

২০৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র.) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা যায়নাব (রা.) ইন্তিকাল করলেন তখন তিনি আমাদের বললেন, তাঁকে বিজোড় সংখ্যায় গোসল দাও। তিনবার অথবা পাঁচবার এবং পঞ্চমবারে কর্পূর কিংবা কর্পূরের কিছু অংশ মিশিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল শেষ কর তখন আমাকে অবহিত কর। উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাদের তাঁর ইযারবন্দ দিয়ে বললেন, (কাফন হিসাবে) ভিতরে দিয়ে দাও।

٢٠٤٢- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اِحْدٰى بَنَاتِهِ فَقَالَ اَغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ اَثْلاَثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.

২০৪২. আমরুন্ নাকিদ (র.) ...... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন তখন আমরা তাঁর কন্যাদের একজনকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে বিজোড় সংখ্যায় গোসল দাও, পাঁচবার অথবা এর চেয়েও অধিক। তারপর আয়্যুব ও আসিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাবী হাদীসে এ কথাও বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তাঁর কেশ তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলাম। দু'পাশে ও মাঝখানে।

٢٠٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ اَمَرَهَا اَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا اَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

২০৪৩. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... উম্মে আতিয়্যা (রা.) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, তার ডান দিক থেকে গোসল আরম্ভ কর। আর তার ওযূর অংগগুলো প্রথম ধোও।

٢٠٤٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

২০৪৪. ইয়াহ্য়া ইব্ন আয়্যূব, আবূ বাকর আবূ শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র.)....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মেয়েকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং ওযূর অংগগুলো থেকে আরম্ভ কর।

٢٠٤٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ شَىْءٌ يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ نَمِرَةٌ فَكُنَّا اِذَا وَضَعْنَاهَا عَلٰى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا وَضَعْنَاهَا عَلٰى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِيْ رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

২০৪৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া তামিমী, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র.)....খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের

উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের প্রতিদানের কিছুই তাঁরা (দুনিয়াতে) ভোগ করেন নি। এদেরই একজন হলেন, মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা.)। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য একটি ছোট চাদর ব্যতীত কিছু পাওয়া যায় নি। যখন আমরা চাদর দ্বারা তাঁর মাথা আবৃত করতাম তখন তার পা দু'টি বেরিয়ে পড়ত। আর যখন তা তাঁর পায়ের উপর রাখতাম তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা চাদরখানি মাথার দিক দিয়ে রাখ এবং দু'পায়ের উপর ইযখির ঘাস দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমন ও অনেক রয়েছেন যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি তা উপভোগ করেছেন।

٢٠٤٦- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২০৪৬. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামিমী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আ'মাশ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْىَ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيَضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ اَمَّا الْحُلَّةُ فَاِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيْهَا اَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيَضٍ سَحُوْلِيَّةٍ فَاَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ لَاَحْبِسَنَّهَا حَتّٰى اُكَفِّنَ فِيْهَا نَفْسِىْ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

২০৪৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি সাদা সাহুলী সূতি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাপড়গুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। আর হুল্লা (দু'টি চাদর) যা তাঁর কাফনের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল এবং পরে তা বাদ দেয়া হয় এ সম্পর্কে লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। আর তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল সাদা সাহুলী তিন কাপড়ে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) সেটি নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি এ পোষাককে সংরক্ষণ করে রাখব আমার কাফন দেয়ার জন্য। তারপর বললেন, যদি আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর জন্য এ কাপড় পসন্দ করতেন তবে অবশ্যই এ দ্বারা তাঁর কাফন দেয়া হত। তাই তিনি তা বিক্রি করে এর মূল্য সাদাকা করে দিলেন।

٢٠٤٨- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُدْرِجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سُحُوْلٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا عِمَامَةٌ وَلاَ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللّٰهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ اُكَفَّنُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُكَفَّنُ فِيْهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا.

২০৪৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস সা'দী (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শরীর মুবারক প্রথমে ইয়ামনী কাফড়ে আবৃত করা হলো যে কাপড় আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা.)-এর ছিল। এর পর তা খুলে ফেলা হলো এবং ইয়ামন দেশের সাহুল স্থানে তৈরী তিনটি কাপড় দেয়া হলো-ঐগুলোর মধ্যে কামিস, পাগড়ী ছিল না। আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর পোষাক উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, এ দ্বারা আমার কাফন দেয়া হবে। এর পর বললেন, যে কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাফন হয়নি আমাকে সে কাপড়ে কাফন দেয়া হবে? তাই তিনি তা সাদাকা করে দিলেন।

٢٠٤٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ.

২০৪৯. আবূ বাক্‌র আবূ শা'য়বা ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... হিশাম (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তাঁদের হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর ঘটনা বর্ণিত নেই।

٢٠٥٠- وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا فِيْ كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلِيَّةٍ.

২০৫০. ইব্‌ন আবূ উমর (র.).... আবূ সালামা (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, তিনটি সাহুলী কাপড় দ্বারা।

٢٠٥١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِيْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ سُجِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

২০৫১. যুহায়র ইব্ন হারব ও হাসান হুলওয়ালী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইন্তিকালের পর ইয়ামনী চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে।

٢٠٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ سَوَاءً.

২০৫২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র.)....যুহরী (র.) থেকে এ সনদে একই রকম বর্ণনা রয়েছে।

٢٠٥٣- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهٖ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ يُضْطَرَّ اِنْسَانٌ اِلٰى ذَالِكَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

২০৫৩. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন খুৎবা প্রদান করলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজনের কথা বললেন। তিনি মারা গেলেন এবং অসম্পূর্ণ কাফন দিয়ে রাতে তাকে দাফন দেয়া হল। নবী ﷺ জানাযার সালাত আদায় করে রাতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবে যদি একান্ত বাধ্য হয়। নবী ﷺ আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ভাইকে উত্তম কাফন দ্বারা দাফন কর।

٢٠٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ (لَعَلَّهُ قَالَ) تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৪. আবু বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। যদি সে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তবে তাকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয় তবে মন্দকে তোমাদের কাঁধ হতে সরিয়ে দিলে।

٢٠٥٥- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حَفْصَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ رَفَعَ الْحَدِيْثَ.

২০৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.)....নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে সনদে রাবী মা'মার (র) বলেন, আমার জানা মতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৬. আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে তোমরা কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি অন্য কিছূ হয় তবে মন্দকে তোমাদের কাধঁ থেকে সরিয়ে দিলে।

٢٠٥٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ وَحَرْمَلَةُ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ اَنْتَهٰى حَدِيْثُ اَبِى الطَّاهِرِ وَزَادَ الْاٰخَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةً.

২০৫৭. আবূ তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত হাযির থাকল সে এক কিরাত (পরিমাণ) সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকলো সে দু' কিরাত পরিমাণ সাওয়াব পাবে বলা হলো, দু'কিরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিরাট পাহাড়ের মতো। অন্য রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা.) জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতেন। যখন আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসটি ইব্ন উমরের কাছে পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, বহু কিরাত আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٥٨- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى قَوْلِهِ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ.

২০৫৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)....... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে (কিরাত হলো) দু'টি পাহাড়, পর্যন্ত বর্ণিত আছে। নবী ﷺ-এর পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেন নি। আর আবদুল আ'লা-এর বর্ণনায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং রাজ্জাকের বর্ণনায় 'কবরে না রাখা পর্যন্ত' বর্ণিত রয়েছে।

٢٠٥٩- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رِجَالٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ.

২০৫৯. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মা'মারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এভাবে বলেছেন যে শব দেহের অনুসরণ করে দাফন করা পর্যন্ত।

٢٠٦٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَاِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ اَصْغَرُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল, কিন্তু দাফন পর্যন্ত সাথে থাকল না তার জন্য এক কিরাত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃত্যের সাথে দাফন করা পর্যন্ত থাকল। তার জন্য দু'কিরাত পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো দু'কিরাত কি? তিনি বললেন, ছোট কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

٢٠٦١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ زِحَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بُرْةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٍ وَمَنِ اتَّبِعْهَا حَتَّى تَوْضَعُ فِى الْقَبْرِ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَاَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيْرَاطِ قَالَ مِثْلُ اَحَدٍ.

২০৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকলো তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত তবে তার জন্য দু' কীরাত পরিমাণ সাওয়ার রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবূ হুরায়রা কীরাত কি? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ يَعْنِيْ ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطُ مِنَ الاَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَكْثَرَ عَلَيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ اِلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

২০৬২. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রুখ (রা.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত থাকতে তার জন্য এক কিরাত সাওয়াব। ইব্‌ন উমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, আবূ হুরায়রা (রা.) আমাদের কাছে বহু হাদীস বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আয়িশা (রা.)-এর কাছে লোক পাঠালেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবূ হুরায়রার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, আমরা তো অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٦٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ دَاؤُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِذْطَلَعَ خَبَّابُ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ اَجْرٍ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ اُحُدٍ فَاَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا اِلٰى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ

اِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَاَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ حَتّٰى رَجَعَ اِلَيْهِ الرَّسُوْلُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِيْ كَانَ فِيْ يَدِهِ الْاَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

২০৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন (রা.)....আমির ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র.)-এর নিকট বসাছিলেন। হঠাৎ গৃহকর্তা খাব্বাব (রা.) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর! তুমি শুননি, আবূ হুরায়রা (রা.) কী বলেছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ঘর হতে জানাযার সাথে বের হলো, জানাযার সালাত আদায় করলো, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকল তবে সে দু' কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত শেষে চলে আসলো সে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ (এক কীরাত) সাওয়াব পাবে। তখন ইব্‌ন উমর (রা.) খাব্বাবকে আয়িশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনি যা বলেন, পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে তিনি কি বললেন তা অবহিত করতে। অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা.) মসজিদ হতে এক মুষ্ঠি কংকর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে দূত ফিরে এসে বললেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা.) সত্য বলেছেন। ইব্‌ন উমর (রা.) তার হাতের কংকরগুলো নিক্ষেপ করে বললেন, আমরা অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٦٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَاِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ اَلْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল তার জন্য এ কীরাত সাওয়াব হবে আর যদি দাফন কার্যে উপস্থিত থাকে, তবে দু' কীরাত সাওয়াব, পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।

٢٠٦٥- وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ اُحُدٍ

২০৬৫. ইব্‌ন বাশ্‌শার, ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)....সবাই কাতাদা (র.) হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় রয়েছে নবী ﷺ -কে কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তা হল উহুদ পাহাড়ের মত।

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২০৬৬. হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)...... আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত কোন মৃত ব্যক্তি যার উপর মুসলমানের এক দল জানাযার সালাত আদায় করবে, যাদের সংখ্যা একশ'তে পৌঁছে এবং তাদের প্রত্যেক তার জন্য সুপারিশ করে তবে তাদের সুপারিশ গ্রহণীয় হবে। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি এ হাদীস শু'আয়ব ইব্‌ন হাবহাবকে জানালাম। তিনি বললেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) ও আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই হাদীস শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِىُّ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ اُنْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُ هُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوْفٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِىْ نَمْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২০৬৭. হারূন ইব্‌ন মারুফ, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী ও ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা'আ সাকূনী (র).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার এক ছেলে কুদায়দ অথবা উস্‌ফান নামক স্থানে ইন্তিকাল করলেন। তখন তিনি বললেন, হে কুরায়ব! দেখো তো, তার জানাযার জন্য কি পরিমাণ মানুষ সমবেত হয়েছে। আমি বেরিয়ে দেখলাম, কিছু লোক সমবেত হয়েছে। আমি তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কি চল্লিশ হবে? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন, শবদেহ বের কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমানের ইন্তিকাল হয় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ নেয় যারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তখন তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়।

٢٠٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ اَيُّوْبَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ.

২০৬৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যূব, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আলী ইব্‌ন হুজর (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির (মৃত্যুর পর তার) জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং মানুষ তার সম্পর্কে প্রশংসা করল অথবা কথা হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বলেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। (আরেকবার) অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য কথা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ,ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। তখন উমর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক। একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হচ্ছিল। তখন আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। এর পর আর একটি জানাযা সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য হচ্ছিল তখন বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার সম্পর্কে তোমরা ভাল মন্তব্য করেছ। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। আর যার সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী।

٢٠٦٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانُ كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَتَمُّ.

২০৬৯. আবুর রাবী' যাহরানী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাবী আবদুল আযীয (র.) কর্তৃক আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে আবদুল আযীযের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٧٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاالْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

২০৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আবূ কাতাদা ইব্ন রিবঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, সে শান্তি লাভ করেছে এবং লোকেরাও তার নিকট থেকে স্বস্তি পেয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং পাপী বান্দার মন্দ হতে আল্লাহ্‌র বান্দা, গাছপালা ও জীবজন্তু স্বস্তি পায়।

٢٠٧١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ يَحْىٰ بْنِ سَعِيْدٍ يَسْتَرِيْحُ مِنْ اَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ.

২০৭১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.)....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহ্‌য়া ইব্ন সাঈদ (র.)-এর হাদীসে আছে যে, 'মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে যাত্রা করে'।

٢٠٧٢- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

২০৭২. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন ইয়াহ্‌য়া (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিন নাজাশীর মৃত্যু হল সে দিন লোকজনকে তার প্রতি শোক প্রকাশের জন্য আহবান জানালেন এবং সাবাইকে নিয়ে সালাতের স্থানে বেড়িয়ে পড়লেন এবং অতিরিক্ত চার তাকবীর বললেন।

٢٠٧٣- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ ابْنُ خَالِقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

نَعَاهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِىَ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اَسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

২০৭৩. আবদুল্লাহ মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর যে দিন মৃত্যু হয় সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তার মৃত্যুর খবর দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়য়্যিব (র) আমাকে বলেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিয়ে সালাতের স্থান কাতার করলেন। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং এতে (অতিরিক্ত) চার তাক্বীর বললেন।

٢٠٧٤- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةِ عُقَيْلٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا.

২০৭৪. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদুর ইব্ন হুমায়দ (র.)....ইব্ন শিহাব (র.) থেকে উভয় সনদে উকায়ল (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٧٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

২০৭৫. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসহামাহ নাজাশীর জানাযায় সালাত আদায় করেছেন এবং এ সালাতে (অতিরিক্ত) চার তাক্বীর বলেছেন।

٢٠٧٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللّٰهِ صَالِحٌ اَصْحَمَةُ فَقَامَ فَاَمَّنَا وَصَلّٰى عَلَيْهِ.

২০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ আল্লাহ্ পাকের একজন নেক্‌কার বান্দা আসহামাহ নাজাসী (র) ইন্তিকাল করেছেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের ইমামতি করলেন এবং নাজ্জাশীর জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.

২০৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আল-গুবারী (র.) ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করেছেন, তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা উঠলাম, আর তিনি আমাদের দু'কাতারে দাঁড় করালেন।

٢٠٧٨- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ يَعْنِى النَّجَاشِىَ وَفِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اِنَّ اَخَاكُمْ.

২০৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যুব (র.).... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (নাজাশী) ইন্তিকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। যুহায়র (র.)-এর বর্ণনায় তোমাদের ভাই উল্লেখ আছে।

٢٠٧٩- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِىُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهٰذَا قَالَ الثِّقَةُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ حَسَنٍ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

২০৭৯. হাসান ইবনুর রাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)....শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাফন করার পর (মৃত ব্যক্তির) কবরের সামনে জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং এতে (অতিরিক্ত) চার তাক্বীর বলেছিলেন। শায়বানী (র.) বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)। এ পর্যন্ত হলো হাসান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী। কিন্তু ইব্ন নুমায়র (রা.)-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-তার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং সাহাবীরা তাঁর পিছনে কাতার করলেন। আর তিনি চার তাক্বীর বললেন। আমি আম্‌র (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদীসটি তোমার কাছে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী ইব্ন আব্বাস (রা)।

٢٠٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

২০৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, হাসান ইব্ন রাবী', ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)....সকলেই ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ করেছেন। তবে তাদের কারো হাদীসে নবী ﷺ তার জানাযায় চার তাক্বীর বলেছেন "এ কথা নেই"।

٢٠٨١- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

২০৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবূ গাস্‌সান মুহাম্মদ ইব্ন আমর রাযী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে কবরে সালাত আদায় করা সম্পর্কে শায়বানীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের হাদীসেও 'চারবার তাক্বীর বলেছেন' এ কথা নেই।

٢٠٨٢- وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ.

২০৮২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আর'আরা সামী (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করেছেন।

٢٠٨٣- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لاَبِيْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْعَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِيْ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ.

২০৮৩. আবূর রাবী' যাহরানী ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহদারী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একজন যুবক মসজিদ ঝাড় দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে কয়েক দিন না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা তাঁকে জানালেন, সে মারা গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? রাবী বলেন, তারা যেন তাঁর ব্যাপারটি তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা (কবরটি) দেখিয়ে দিলেন। তিনি ঐ কবর সামনে রেখে জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এ কবরগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত অন্ধকার। আল্লাহ পাক আমার সালাতের কারণে তাদের জন্য কবরকে আলোকোজ্জ্বল করে দেবেন।

٢٠٨٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدُ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

২০৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ (ইব্‌ন আরকাম) (রা.) জানাযার সালাতে চার তাক্‌বীর বলতেন। একবার জানাযায় পাঁচবার তাক্‌বীর বলেছিলেন। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও পাঁচবার বলেছেন।

٢٠٨٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ.

২০৮৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র.)..... আমির ইব্‌ন রাবীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন যে পর্যন্ত জানাযা তোমাদের আগে চলে না যাওয়া অথবা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

٢٠٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُس جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ يُوْنُس اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ.

২০৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ মুহাম্মদ, ইব্‌ন রুমহ্ হারমালা (র.) সকাল ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ইউনুসের হাদীস আছে যে, "তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন।" কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র.)......আমর ইব্‌ন রাবীয়া (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নবী) ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখতে পাও এবং তার সাথে যদি না যাও, তবে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া অথবা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

٢٠٨٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِيْنَ يَرَاهَا حَتّٰى تُخَلِّفَهُ اِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا.

২০৮৭. আবূ কামিল, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) সকলেই নাফি (র.) হতে উক্ত সনদে লায়স ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন জুরায়জের হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন জানাযা দেখ, তখন তোমরা জানাযার সঙ্গে না গেলে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ.

২০৮৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযার অনুগামী হও তখন জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

٢٠٨٩- وَحَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسُ حَتّٰى تُوْضَعَ.

২০৮৯. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.).... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখ, তখন দাঁড়িয়ে যাও। যে ব্যক্তি জানাযার অনুগামী হয়, সে যেন জানাযা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত না বসে।

٢٠٩٠- وَحَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةُ فَقَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا يَهُوْدِيَّةُ فَقَالَ اِنَّ الْمَوْتَ فَزَعُ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

২০৯০. সুরায়জ ইউনুস, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আমরাও তার সঙ্গে দাঁড়ালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ জানাযা একজন ইয়াহূদী মহিলার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মৃত্যু হল ভীতিকর ব্যাপার। অতএব কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেও।

٢٠٩١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتّٰى تَوَارَتْ.

২০৯১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র.)....... আবূ যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল এবং তা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

٢٠٩٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ حَتّٰى تَوَارَتْ.

২০৯২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একজন ইয়াহূদীর জানাযা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

٢٠٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ أَنَّهُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

২০৯৩, আবূ বাক্র আবূ শায়বা (র.), মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.)...... ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্ন সা'দ ও সাহল ইব্ন হুনায়িফ দু'জনই কাদিসিয়ায় অবস্থায় করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হল যে, এ জানাযাটি একজন কাদিসিয়াবাসীর। তাঁরা দু'জনই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল জানাযাটি ইয়াহূদীর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?

٢٠٩٤. وَحَدَّثَنِيْهِ الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْهِ فَقَالَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ.

২০৯৪. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র.).....আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা (রা.) উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, তারা দু'জন বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমাদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

٢٠٩٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ رَأَنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِىْ جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِىْ مَا يُقِيْمُكَ فَقُلْتُ اَنْتَظِرُ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ فَقَالَ نَافِعُ فَاِنَّ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির (র.)....ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর সা'দ ইব্‌ন মু'আয (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযা উপলক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। এমতাবস্থায় নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (র.) আমাকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। জানাযা মাটিতে রাখার অপেক্ষায় তিনি বসে ছিলেন। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকছ কেন? আমি বললাম, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসটির কারণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। তখন নাফি' (র.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে দাঁড়াতেন পরে তিনি বসতেন।

٢٠٩٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ فِىْ شَأْنِ الْجَنَائِزِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَاِنَّمَا حَدَّثَ بِذَالِكَ لِاَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدُ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتّٰى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ.

২০৯৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র.)..... মাসঊদ ইব্‌ন হাকাম আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বে দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তিনি বসতেন। নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (র.) ওয়াকিদ ইব্‌ন আম্‌র (র.)-কে জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন বলে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২০৯৭. আবূ কুরায়ব (র.)..... ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

٢٠٩٨- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا قَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِىْ فِى الْجَنَازَةِ.

২০৯৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)....আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাঁড়াতে দেখেছি, তাই আমরাও দাঁড়িয়েছি। আর তিনি বসেছেন, তাই আমরাও বসেছি। অর্থাৎ জানাযায়।

٢٠٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২০৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর আল-মুকাদ্দামী ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র.).... শু'বা (রা.) থেকে উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

٢١٠٠- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَالِكَ الْمَيِّتَ.

২১০০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র.).... আউফ ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক জানাযার সালাত আদায় করলেন, আমি তার (পঠিত) দু'আ মুখস্ত করেছি। হে আল্লাহ্! মৃত্যু ব্যক্তিকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তার অবস্থানকে মর্যাদা দান কর, তার কবরকে প্রশস্ত কর, পানি বরফ এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা তাকে ধৌত কর, অপরাধ থেকে তাকে পবিত্র কর, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লামুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ! তার দুনিয়ার বাসভবন হতে উত্তম বাসভবন তাকে দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার, তার স্ত্রী

হতে উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে দাখিল কর এবং রক্ষা কর কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের আযাব হতে। আউফ ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'আ শুনে আমি আকাঙ্খা করলাম সেই মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম।

٢١٠١- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَيْضًا.

২১০১. আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (র.)..... আউফ ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ.

২১০২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) .... মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ্ (র.) হতে উভয় সনদে ইব্ন ওহবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

٢١٠٣- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَاللَّفْظُ لاَبِى الطَّاهِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (وَصَلَّى عَلٰى جَنَازَةٍ) يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاْعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفُ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ لَوْ كُنْتُ اَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ذَالِكَ الْمَيِّتِ.

২১০৩. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহযামী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র.)....... আউফ ইব্ন মালিক আল-আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জানাযার সালাত আদায় করা অবস্থায় বলতে শুনেছি, তাকে দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তার অবস্থানকে মর্যাদাপূর্ণ কর, তাকে মাফ করে দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে পাক– পবিত্র করে দাও, পানি দ্বারা,

বরফ দ্বারা, শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা; তাকে গুনাহ্ হতে এভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হতে। তাকে তার ঘর হতে উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার, তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে কবরের আযাব হতে ও দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর। আউফ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আর কারণে আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যদি এ মৃত ব্যক্তি আমি হতাম।

٢١٠٤– وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلٰى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُوْلُ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

২১০৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামীমী (র.)....... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ইমামতিতে (জানাযার) সালাত আদায় করেছি। উম্মে কা'ব (রা.) নিফাস অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন। তার জানাযার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদায় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায়ের সময় তার সিনা বরাবর না দাঁড়িয়ে মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

٢١٠٥– وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اُمَّ كَعْبٍ.

২১০৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) .... হুসায়ন (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তারা উম্মে কা'ব (রা.)-এর কথা বলেন নি।

٢١٠٦– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلَامًا فَكُنْتُ اَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعِيْ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا اَنَّ هٰهُنَا رِجَالاً هُمْ اَسَنُّ مِنِّيْ وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نَفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

২১০৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম আম্মি (র.) .... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যুবক ছিলাম। আমি তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু মুখস্ত করে নিতাম। এখানে আমার চেয়ে অধিক বয়সী সাহাবী থাকার কারণে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকি। নিফাস অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে সিনা বরাবর না দাঁড়িয়ে তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। এর পর ইবনুল মুসান্নার রিওয়ায়াতে আছে যে, রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "তার জানাযার সালাতে তিনি তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন"।

٢١٠٧. حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكٍ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِىَ النَّبِىَّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِيْنَ اَنْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِىْ حَوْلَهُ.

২১০৭. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র.)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট জীনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। ইব্‌ন দাহদাহের জানাযা হতে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি তাতে আরোহন করেন। আর আমরা সবাই তাঁর পাশাপাশি হেঁটে চলছিলাম।

٢١٠٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِىَ بِفَرَسٍ عُرْىٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعٰى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ اَوْمُدَلًّى فِى الْجَنَّةِ لاَبْنِ الدَّحْدَاحِ اَوْ قَالَ شُعْبَةُ لاَبِىْ الدَّحْدَاحِ.

২১০৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্‌ন দাহদাহের জানাযা আদায় করলেন। তারপর জীনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখল, তিনি তাতে আরোহন করলেন। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ছুটতে লাগল, আমরাও তাঁর পিছনে পিছনে দ্রুত চললাম। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, নবী ﷺ বলেছেন, ইব্‌ন দাহদাহের জন্য জান্নাতে ফলের গুচ্ছ ঝুলান বা লটকান রয়েছে। আর শু'বা (র.) বলেছেন, আবুদ দাহদাহ (রা.)-এর জন্য।

٢١٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ فِيْ
مَرَضِهِ الَّذِيْ هَلَكَ فِيْهِ اِلْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ.

২১০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....... আমির ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র.) তাঁর মৃত্যু পীড়ার আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আমার জন্য যেন বুগলী (লাহাদ) কবর তৈরী করা হয় এবং তবে যেন কাঁচা ইট লাগান হয়, যেভাবে কাঁচা ইট লাগান হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কবরে।

٢١١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرُ وَوَكِيْعُ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِيْ قَبْرِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطِيْفَةُ حَمْرَاءُ (قَالَ مُسْلِمُ) اَبُوْ جَمْرَةَ اِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَاَبُو
التَّيَّاحِ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخْسَ.

২১১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কবরে লাল একটি চাদর দেয়া হয়েছিল। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, রাবী আবূ জামরার নাম নাসর ইব্‌ন ইমরান। আর রাবী আবূ তাইয়্যাহ-এর নাম হল ইয়াযিদ ইব্‌ন হুমায়দ। তাঁরা দু'জন সারাখ্‌স-এ মারা যান।

٢١١١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ
الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْ هرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ فِيْ رِوَايَةِ اَبِي الطَّاهِرِ اَنَّ اَبَا عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ هرُوْنَ اَنَّ
ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِاَرْضِ الرُّوْمِ بِرُوْدِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبُ
لَنَا فَامَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ
بِتَسْوِيَتِهَا.

২১১১. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র.) .... সুমামা ইব্ন শুফাই (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফুযালা ইব্ন উবায়দের সাথে রোম দেশে রুদিস নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমাদের একজন সাথী ইন্তিকাল করলেন। ফুযালার নির্দেশক্রমে তাঁর কবরের উপরের মাটি সমান করে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবর সমান করে দেয়ার জন্য বলতে শুনেছি।

٢١١٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلاَّ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

২১১২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব, আবুল হায়্যাজ আসাদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাব যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? কাজটা হল সকল মূর্তিকে বিলুপ্ত এবং উঁচু কবরকে ভেঙ্গে দিবে।

٢١١٣- حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ وَلاَ صُوْرَةً اِلاَّ طَمَسْتَهَا.

২১১৩. আবূ বাক্র ইব্ন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র.) .... হাবীব (র.) হতে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মূর্তি বিলুপ্ত এবং ছবি ধ্বংস করে দিবে।

٢١١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ.

২১১৪. আবূ বাক্র আবূ শায়বা (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের উপর চুনা লাগানো, তার উপর বসা, কবরের উপর গৃহনির্মাণ বা পাকা করতে নিষেধ করেছেন।

٢١١٥- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১১৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) .... জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যুবায়ার (র.) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ থেকে অনুরূপ শুনেছেন।

٢١١٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُهِىَ عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُوْرِ.

২১১৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবরে চুনা লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٢١١٧- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ.

২১১৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপর বসে পড়ে এবং তার কারণে তার কাপড় পুড়ে শরীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা তার জন্য কারো কবরের উপর বসা অপেক্ষা উত্তম হবে।

٢١١٨- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আমরুন্ নাকিদ (রা.)..... সুহায়ল (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٢١١٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ وَاثِلَةَ عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا.

২১১৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী (র.)......আবূ মারসাদ গানাভী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং তা সামনে রেখে সালাত আদায় করো না।

٢١٢٠- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْبَجَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ

اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

২১২০. হাসান ইব্‌ন রবি বাজালী (র.)..... আবূ মারসাদ আল-গানাভী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কবরকে সামনে করে সালাত আদায় করো না এবং কবরের উপর বসো না।

٢١٢١- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ قَالَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَمَرَتْ اَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاَنْكَرَ النَّاسُ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا اَسْرَعَ مَانَسِىَ النَّاسُ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ.

২১২১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র.)..... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আয়িশা (রা.) আদেশ করলেন, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে রেখে তার উপর আদায় করা হোক। এতে লোকেরা তাঁর এ আদেশকে অসছন্দ করল, তখন তিনি বললেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইব্‌ন বায়যার সালাতে জানাযা মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছিলেন।

٢١٢٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَمُرُّوْا بِجَنَازَتِهِ فِى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوْا فَوُقِفَ بِهِ عَلٰى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ اُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِىْ كَانَ اِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ اَنَّ النَّاسَ عَابُوْا ذَالِكَ وَقَالُوْا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَالِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَااَسْرَعَ النَّاسَ اِلٰى اَنْ يَعِيْبُوْا مَالاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوْا عَلَيْنَا اَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِىْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ اُمُّهُ بَيْضَاءُ.

২১২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.)...... আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (র.) আয়িশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর ইন্তিকালে পর নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণ তাঁর জানাযা মসজিদে নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠালেন, যাতে তাঁরা তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন এবং তাঁর জানাযার তাঁদের হুজরার সামনে রাখা হল। তাঁরা তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন- এরপর তাঁর জানাযা বাবুল জানাইয দিয়ে যা মাকায়াদের দিকে অবস্থিত ছিল বের করা হল। এরপর তাঁদের নিকট সংবাদ পৌছল যে, লোকেরা একে দোষণীয় মনে করেছে। তারা বলেছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জানাযা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হত না। আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, মানুষ না জেনে অতি তাড়াতাড়ি সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল। তারা মসজিদের ভিতর জানাযা নিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের প্রতি দোষারোপ করল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইবন বায়যার (রা.)-এর জানাযার সালাত মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, সুহায়ল ইব্‌ন দা'দ তিনি ইবনুল বায়যা যার মা ছিলেন বায়যা।

٢١٢٣- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَتْ اُدْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَاُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاَخِيْهِ.

২১২৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.)....... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর ইন্তিকালের পর আয়েশা (রা.) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়া যাও। যেন আমিও তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতে পারি। তাঁর এ কথাটি নাপসন্দ করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই নবী ﷺ বায়যার দু'পুত্র সুহায়ল ও তাঁর ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই আদায় করেছিলেন।

٢١٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى اَبْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ (وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَاَتَاكُمْ)

২১২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব ও কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমার ঘরে অবস্থানের পালার রাতের শেষভাগে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে বলতেন "আস্ সালামু আলাইকুম" ও মু'মিন বান্দাদের বাসস্থান, তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের দিয়েছেন, আগামীকালে জন্য যা ওয়াদা করা হয়েছে তা (কিয়ামতে) দিবেন। আমরাও ইন্‌শা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ্! বাকীউল গারকাদের বাসিন্দাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু কুতায়বা "তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে" কথাটি বলেন নি।

٢١٢٤- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَبْنَ قَيْسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّيْ قُلْنَا بَلٰى ح وَحَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْاَعْوَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ قَالَ يَوْمًا اَلاَاُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ اُمِّيْ قَالَ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يُرِيْدُ اُمَّهُ الَّتِيْ وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ اَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَأْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِيْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلٰى اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ فَاَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ اِلاَّ اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لاَشَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِيْنِيْ اَوْلَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَاَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَأَيْتُ اَمَامِيْ قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِيْ فِيْ صَدْرِيْ لَهْدَةً اَوْجَعَتْنِيْ ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ حِيْنَ رَأَيْتِ فَنَادَانِيْ فَاَخْفَاهُ مِنْكِ فَاَجَبْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ

يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِيْ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَأْتِيَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ اَقُوْلُ لَهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلِيْ اَلسَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

২১২৫. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র.) .... মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি কি তোমাদের কাছে নবী ﷺ ও আমার কথা বলব না? আমরা বললাম, হাঁ অবশ্যই বর্ণনা করুন। ইমাম মুসলিম (র.) হাজ্জাজ আওয়ার (র.) থেকে যিনি শুনেছেন এরূপ উস্তাদ থেকে .... জনৈক কুরায়শী আবদুল্লাহ (র.) থেকে মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামা ইব্ন মুত্তালিব (র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও আমার মায়ের কথা শুনাবো না? রাবী আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমরা মনে করলাম, তিনি তার জন্মধাত্রী মায়ের কথা বলতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আমার কথা শুনাবো না? আমরা বললাম, হাঁ নিশ্চয়ই বর্ণনা করুন। রাবী বলেন তিনি বললেন, নবী ﷺ আমার পালার যে রাতে আমার কাছে ছিলেন যে রাতে তিনি বাইরে থেকে এসে চাদর রেখে দিলেন, জুতা খুলে নিলেন এবং জুতা দু'টি তার পায়ের দিকে রেখে চাদরের এক কিনারা বিছানার উপর বিছিয়ে দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন। তিনি এতটুকু সময় অপেক্ষা করেন যতটুকু সময়ে তিনি আমার ঘুমিয়ে পড়ার ধারণা করলেন। তখন অতি সন্তর্পণে চাদর নিলেন, জুতা পরলেন ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমিও আমার উড়না মাথায় দিলাম, জামা পরে নিলাম এবং ইযার বেঁধে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে পিছনে রওনা হলাম। তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনবার হাত উঠালেন। তারপর ফিরে আসতে লাগলেন, আমিও রওনা হয়ে পড়লাম। তিনি দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন, আমিও আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন আমিও দৌড়াতে লাগলাম। তিনি ঘরে এসে পৌছলেন, আমিও তাঁর পূর্বক্ষণে এসে পৌছলাম এবং ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে পড়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়িশা! কী হয়েছে ? তুমি ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছ কেন? আমি বললাম, কিছুই না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি বলে দাও, নতুবা সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিবেন। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেলেন, আমার সামনে একটি মানুষের দেহের ছায়ার ন্যায় দেখা যাচ্ছিল তা হলে সে ছায়া তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমার বুকে একটি ধাক্কা মারলেন, তাতে আমি ব্যাথা পেলাম। তারপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবে? আয়িশা বললেন, হাঁ, তাই। অনেক সময় মানুষ গোপন রাখতে চায়, আর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জিব্রীল (আ.) এসেছিলেন। যখন তুমি আমাকে বের হতে দেখেছিলে। এসে আমাকে তিনি ডাকলেন এবং তোমার থেকে ব্যাপার গোপন রাখতে

চাইলেন। আমি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তোমার থেকে গোপন রাখলাম। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন না, যেহেতু তুমি কাপড় রেখে দিয়েছিলে। আর আমি ধারণা করলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই তোমাকে জাগানো পসন্দ করি নি এবং আমার আশংকা হল তুমি (একাকী) ভয় পাবে। জিব্‌রীল (আ.) বললেন, আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন, জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাদের জন্য আমরা কী বলব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এভাবে বল- কবরবাসী মু'মিন মুসলমানদের প্রতি সালাম, আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাৎগামী সবার প্রতি দয়া করুন, আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব।

٢١٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ وَفِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلاَحِقُوْنَ اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

২১২৬. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)...... বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবরস্থানে গমন করতেন, তখন তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, (আবূ বকর (র.) এর বর্ণনা অনুযায়ী) আস্‌সালামু আলা আহলিদ দিয়ার এবং যুহায়র এর বর্ণনা "আস্‌সালামু আলায়কুম" কবরবাসী মু'মিন ও মুলমানদের উপর সালাম বর্ষিত হউক। ইন্‌শাআল্লাহ আমরাও অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

٢١٢٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لاُمِّىْ فَلَمْ يَاْذَنْ لِىْ وَاسْتَاْذَنْتُهُ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ.

২১২৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যূব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি আমার রবের নিকট চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٢١٢٨২৮৭- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى

وَاَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ ﷺ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

২১২৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করলেন এবং কাঁদলেন, উপস্থিত সবাইও কাঁদলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর জন্য ইস্তিগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন অনুমতি দেয়া হল। তোমরা কবর যিয়ারত করতে থাক, কবর পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَاَمْسِكُوْا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ الاَّ فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ.

২১২৯. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)....... বুরায়দা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি কবর যিয়ারত করা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম এখন তোমরা যিয়ারত কর। তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করতাম, এখন যত দিন সম্ভব সংরক্ষণ করে খেতে থাক এবং নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) পান করা হতে নিষেধ করতাম। (মশ্‌ক ব্যতীত অন্যান্য পাত্রে) এখন সকল পাত্রে পান কর। কিন্তু নেশা হয় এমন অবস্থায় নয়। ইব্‌ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ বলেছেন।

٢١٣٠- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِىِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اُرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ (اَلشَّكُّ مِنْ اَبِىْ خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِيْ سِنَانٍ.

২১৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (র.) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। অন্য সূত্রে ইব্ন আবূ উমর, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি', আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র.) তাঁর পিতার সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে তাঁরা সবাই আবূ সিনান (র.)-এর মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٣١- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

২১৩১. আউন ইব্ন সাল্লাম আল-কূফী (র.) .... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তির জানাযা আনা হলো, যে তীর দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, তিনি তার জানাযা পড়েন নি।

١١- كِتَابُ الزَّكَاةِ

১১. যাকাত অধ্যায়

Goto List >

١١- كِتَابُ الزَّكَاةِ
১১. যাকাত অধ্যায়

٢١٣٢- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ فَاَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَفِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩২. আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র আন-নাকিদ (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের[১] কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রৌপ্যে) যাকাত ধার্য হবে না।

٢١٣٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنُ يَحْىٰ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২১৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির ও আমরুন নাকিদ (র.) .... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহয়া (র.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ

---

১. এক ওয়াসাক ষাট সা'। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক সা' আট রতল, বর্তমান প্রচলিত হিসাব অনুসারে এক সা'=৩ সের ৯ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাকে ২৬ মণ ২৮ সের ৯ ছটাক।

এক উকিয়া-৪০ দিরহাম। পাঁচ উকিয়া আমাদের প্রচলিত হিসাব অনুসারে 'সাড়ে বায়ান্ন' তোলার সমান। ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও জমহুরের মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলে যাকাত ধার্য হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। এর কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের উপর যাকাত ধার্য হবে না বরং উশ্‌র (উৎপাদনের এক দশমাংশ) বা অর্ধ উশ্‌র ধার্য হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলেও তার উপর উশ্‌র ধার্য হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে স্বল্প স্থায়ী শস্য যেমন শাকসব্জি ইত্যাদির উপরও উশ্‌র ধার্য হবে। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে এই সমস্ত বস্তুর উপর উশ্‌র ধার্য হবে না।

الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَشَارَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২১৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা ইংগিত করেছিলেন। তারপর রাবী ইব্ন উয়ায়না (র.) বর্ণিত পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٣٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩৫. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহ্দারী (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ (রূপায়) যাকাত নেই।

٢١٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.

২১৩৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন্ নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে যাকাতে নেই এবং ঐ পরিমাণ শস্যের কমেও যাকাত নেই।

٢١٣٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِىْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শস্য এবং খেজুরের পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রূপায়) যাকাত নেই।

٢١٣٨- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلُ ابْنِ اُمَيَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِىٍ.

২১৩৮. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (র.)-এর সূত্রে এই সনদে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.) এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ وَمَعْمَرُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ وَيَحْىٰ بْنِ اٰدَمَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ.

২১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) .... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (র.)-এর সূত্রে এই সনদে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র.)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীসের মধ্যে খেজুরের (تَمْرُ) স্থলে ফলের (ثَمْرُ) কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢١٤٠- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

২১৪০. হারূন ইব্‌ন মারূফ ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নেই, পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নেই।

٢١٤١- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

২১৪১. আবূ তাহির, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র সারহ্‌, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন সূজা (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে

বলতে শুনেছেন, যে ভূমি নদ-নদী ও বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশ্‌র (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে ভূমিতে উটের দ্বারা পানি সেচ করা হয় তাতে অর্ধউশ্‌র ওয়াজিব হবে।

٢١٤٢– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلاَ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

২১৪২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামীমী (র.)…. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলিমের উপর তার গোলাম (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) এবং ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই।

٢١٤٣– وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (قَالَ عَمْرٌو) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ (وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهٖ) لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلاَ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

২১৪৩. আমরুন্ নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) …. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানের উপর তার (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) গোলাম এবং ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই।

٢١٤٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ.

২১৪৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া কুতায়বা ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)…… আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٥– وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ اِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

২১৪৫. আবূ তাহির হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র.)…… আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোলামের জন্য (মনিবের উপর) যাকাত নেই। তবে সাদাকায়ে ফিত্‌র আছে।

٢١٤٦- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ ادْرَاعَهُ وَاَعْتَادَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُا اَبِيْهِ.

২১৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা.)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। এর পর তাঁকে বলা হল ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইব্‌ন জামীল তো নিঃস্ব ছিল অতঃপর আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন, এখন সে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর খালিদের কথা এই যে তোমরা তার প্রতি যুলুম করছ, কেননা সে তার লৌহ বর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জমাদি আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তাঁর (উপর দাবীকৃত) যাকাত এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আদায় করা আমার দায়িত্বে। এরপর তিনি বললেন, হে উমর! তুমি কি জান না? চাচা বাপের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

١- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা-ই-ফিতর

٢١٤٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২১৪৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেকের উপর রমযানের সাদাকা-ই-ফিতর ফরয করেছেন। প্রতিজন মুসলিম স্বাধীন, পুরুষ ও মহিলার উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

٢١٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْحُرٍّ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ.

২১৪৮. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রীতদাস ও স্বাধীন ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করেন।

٢١٤٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

২১৪৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের সাদাকা (সাদাকাতুল ফিত্‌র) বাবদ স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করেন। রাবী বলেন, এর পর লোকেরা অর্ধ সা' গমকে এক সা'র সমান করে নিয়েছে।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

২১৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, (পরবর্তীকালে) লোকেরা গমের দু' মুদকে তার সমপরিমাণ হিসেবে ধরে নিয়েছে।

٢١٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ اَوْ رَجُلٍ اَوِ امْرَأَةٍ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

২১৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বাধীন ও ক্রীত দাস, নর ও নারী, ছোট ও বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর রমযানের সাদাকাতুল ফিত্‌র বাবদ এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢١٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي سَرْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

২১৫২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) ....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) বলেন, আমরা সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' খাদ্য (গম) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ حُرٍّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٌّ اَوْمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانُ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّيْ اُرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذَالِكَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ.

২১৫৩. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড় স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা আদায় করতে থাকি। পরে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু'মুদ গম এক সা' খেজুরের সামান। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলেন। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) বলেন, আমি তো যত দিন জীবিত থাকব ঐ ভাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করব, যে ভাবে আমি (পূর্বে) আদায় করে আসছিলাম।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي سَرْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ

يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ مِنْ ثَلاَثَةِ اَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَالِكَ حَتّٰى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَاٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ اَبُوْسَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَذَالِكَ.

২১৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা এক সা' যব প্রদান করতাম। এভাবে আমরা সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করছিলাম। অতঃপর মু'আবিয়া (রা.)-এর সময় আসল। তখন তিনি দু' মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান ধার্য করেন। আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) বলেন, আমি তো সর্বদা পূর্বের ন্যায়ই আদায় করতে থাকব।

٢١٥٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ اَصْنَافٍ اَلاَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ.

২১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.).....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পনির, খেজুর ও যব এ তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।

٢١٥٦- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَنْكَرَ ذَالِكَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ لاَ اُخْرِجُ فِيْهَا اِلاَّ الَّذِيْ كُنْتُ اَخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ.

২১৫৬. আমরুন নাকিদ (র.).... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা.) যখন অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ নির্ধারণ করলেন, তখন আবূ সাঈদ (রা.) তা মেনে নিলেন না এবং বললেন, আমি সাদাকাতুল ফিত্‌র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে যা আদায় করতাম এখনও তাই আদায় করব-এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' পনির।

Goto List >

٢١٥٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ.

২১৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাতে গমনের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِاِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ.

২১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাতে গমনের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢- بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতে বাধাদানকারীর অপরাধ

٢١٥٩- وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِىَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَيُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ اِبِلٍ لاَيُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَمَا كَانَتْ لاَيَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ اُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَالْبَقَرُ

وَالْغَنَمُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا
بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَيَفْقِدُمِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا
وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ
سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ
فَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلٰى اَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ
وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَلاَ
رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فِىْ
مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذَالِكَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ
حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ
شَرَفَيْنِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَاَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ
فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيَهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
فَالْحُمُرُ قَالَ مَااُنْزِلَ عَلَىَّ فِىْ الْحُمُرِ شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ "فَمَنْ يَّعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ".

২১৫৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এগুলোর হক (যাকাত) আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিনে তার জন্য আগুনের শয্যা বিছানো হবে। তারপর জাহান্নামের অগ্নিতে ঐসব (স্বর্ণ-রৌপ্য) উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তার পার্শ্বে ও ললাটে, পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এর পর যখন উত্তপ্ততা কমে যাবে তখন পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এভাবে চলতে থাকবে, দিনভর যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যে পর্যন্ত না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা হবে। অতঃপর দেখান হবে তার পথ হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট সম্বন্ধে বিধান কি? তিনি বললেন, আর উটের হক হল, পানি পান করার দিন তা দোহন করা। উটের কোন মালিক যদি এর হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত প্রান্তরে অধঃমুখী করে শায়িত করা হবে। তারপর ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এমন কি একটি বাচ্চা ও বাদ পড়বে না এবং স্বীয় খুর দ্বারা উটের মালিক যদি তার হক আদায় না করে তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে ও মুখে কাটতে থাকবে। মালিককে দলিত করে একটি উট চলে গেলে অপরটি আসবে। এমনি করে চলতে থাকবে ঐ দিন, এদলন প্রক্রিয়া যে দিনের

পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অতঃপর লোকদের ফয়সালা হবে। পথ দেখানো হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গরু ও ছাগলের হক্‌ কি? তিনি বললেন, গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি তাদের হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শয়ন করান হবে। অতঃপর গরু-ছাগল তাকে স্বীয় খুর দ্বারা দলিত এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন সেগুলোর কোন একটিকেও অনুপস্থিত দেখতে পাবে না এবং তাদের মধ্যে কোন গরু-ছাগল শিংবিহীন, উল্টো শিং এবং ভাঙ্গা শিং বিশিষ্টও থাকবে না। (দলন ও আঘাতের পর) এদের প্রথম দলটি যখন চলে যাবে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দলটি এসে যাবে। ঐ দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অবশেষে যখন লোকদের বিচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে তখন পথ প্রদর্শন করা হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘোড়ার হক কি? উত্তরে তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য বোঝা হবে। আর কারো জন্য হবে আবরণ। আর কারো জন্য তা হবে পুণ্য। যার জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে তা সে ব্যক্তি যে তার ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছে লোকদের দেখানো, গর্ব প্রকাশ এবং মুসলমানদের শত্রুতা পোষণের জন্য। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া কারো জন্য আবরণ স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তির ঘোড়া যে তার ঘোড়াকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য বেঁধে রেখেছে এবং এর পিঠ ও ঘাড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর হকের কথাও সে ভুলে যায় নি। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য ঢাল স্বরূপ। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে তা ঐ ব্যক্তির ঘোড়া, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহ্‌র পথে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বাগান বা সবুজ তৃণভূমিতে বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াটি ঐ চারণভূমি বাগান থেকে যে পরিমাণ ভক্ষণ করবে এর বিনিময়ে তাকে দেয়া হবে পুণ্য। অনরূপভাবে এর মলমূত্রের বিনিময়েও পরিমাণ তাকে পুণ্য দেয় হবে। আর ঘোড়াটি যদি তার রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে; তবে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও তাকে পুণ্য দেয়া হবে। যদি মালিক ঘোড়াটি নিয়ে কোন নদী-নালা অতিক্রম করে এবং মালিক ঘোড়াটিকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও যদি ঘোড়াটি কিছু পানি পান করে নেয়, তবে যে পরিমাণ পানি পান করেছে সে পরিমাণ নেকী তাকে দেয়া হবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গাধা (সম্বন্ধে কোন বিধান আছে কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত বিদ্যমান আছে - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে"। (সূরা যিলযাল ៖৭-৮)।

٢١٦. وَحَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ اِلٰى اٰخِرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لَايُؤَدِّيْ حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيْهِ لَايَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا وَقَالَ يُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ.

২১৬০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা আস্ সাদাফী (র.).......যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রা.) থেকে এই সনদে হাফ্‌স ইব্‌ন মায়সারা (র.)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَيُؤَدِّىْ حَقَّهَا আর তিনি مِنْهَا حَقَّهَا বলেননি এবং এ হাদীসে فَصِيْلاً وَاحِدًا উল্লেখ করেছেন এবং يُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ বলেছেন। لاَيَفْقِدُ مِنْهَا

٢١٦١- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّىْ زَكَاتَهُ اِلاَّ اُحْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَيُؤَدِّىْ زَكَاتَهَا اِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَاَوْفَرِ مَاكَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّىْ زَكَاتَهَا اِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَاَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيْلُ فَلاَ اَدْرِىْ أَذَكَرَ الْبَقَرَ اَمْ لاَقَالُوْا فَالْخَيْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا (اَوْقَالَ) الْخَيْلُ مَعْقُوْدُ فِىْ نَوَاصِيْهَا (قَالَ سُهَيْلُ اَنَا اَشُكُّ) الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرُ وَلِرَجُلٍ سِتْرُ وَلِرَجُلٍ وِزْرُ فَاَمَّا الَّتِىْ فِىْ لَهُ اَجْرُ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِىْ بُطُوْنِهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِىْ مَرْجٍ مَا اَكَلَتْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا اَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِىْ بُطُوْنِهَا اَجْرُ (حَتّٰى ذَكَرَ الْاَجْرَ فِىْ اَبْوَالِهَا وَاَرْوَاثِهَا) وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا اَجْرُ وَاَمَّا الَّذِىْ هِىَ لَهُ سِتْرُ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسٰى

حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَاَمَّا الَّذِيْ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا اَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَوكَ الَّذِيْ هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالُوْا فَالْحُمُرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاانْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْئًا الاَّ هذه الْاٰيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ "فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّايَّرَهُ".

২১৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক উমাবী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এর দ্বারা তার পার্শ্ব এবং ললাটে দাগ দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত, এমন দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। কোন উটের মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে অধোমুখী করে শায়িত করা হবে। এর পর সে উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং তাকে পদদলিত করতে থাকবে। এদের শেষটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত সে দিন যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর দেখান হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। বকরীর কোন মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়িত করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বের চেয়েও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলিত ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদের মধ্যে সেদিন কোনটাই শিংবিহীন এবং উল্টো শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদের শেষটি চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত এমন দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে দেখান হবে তার রাস্তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। রাবী সুহায়ল (রা.) বলেন, তিনি গরুর কথা উল্লেখ করছেন কি না, আমি জানি না। এরপর সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘোড়ার হুকুম কি? তিনি বললেন اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا (ঘোড়ার কপালে আছে) অথবা বললেন اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا (ঘোড়া তার কপালের সাথে আবদ্ধ করা হয়েছে) বর্ণনাকারী সুহায়ল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ اَلْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কল্যাণ) বলেছেন কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঘোড়া হবে আবরণ স্বরূপ। (তিন) অন্য এক ব্যক্তির জন্য হবে ঘোড়া বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তি ঘোড়া যে তার ঘোড়াকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত রাখে এবং সদা তৈরী রাখে তাকে তাঁরই জন্য। এ ঘোড়া যা কিছু গলধঃকরণ করে এর প্রতিটির বিনিময়ে তাকে দেওয়া হবে পারিশ্রমিক। যদি সে তাকে কোন সবুজ চারণ ভূমিতে চরায় তবে ঘোড়ার যা কিছু আহার করে তার প্রতিটি তৃণের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার জন্য সওয়াব লিখবেন।। যদি সে ঘোড়াকে কোন নদী হতে পানি পান করায়, তবে যতটা পান করল তার প্রতিটি ফোটার বিনিময়ে সে সাওয়াব পাবে। এমনকি অবশেষে রাসূলুল্লাহ্! ﷺ (সাওয়াবের উল্লেখ করলেন এর পেশাব এবং গোবরের ব্যাপারে)। যদি

তা এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তবে এর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে রয়েছে মালিকের জন্য পুণ্য। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ স্বরূপ তা সে ব্যক্তির ঘোড়া যে তার ঘোড়াকে আদর-যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে এবং তার ভাল অবস্থায়ও মন্দ অবস্থায় তার পেট ও পিঠের হকের কথা কখনো ভুলে না। আর ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে সে ব্যক্তির জন্য যে ঘোড়া প্রতিপালন করে মানুষের সাথে অহংকার ও গরিমা প্রকাশ এবং লোক দেখানোর জন্য, এ ঘোড়াই তার উপর বোঝা স্বরূপ হবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধা সম্পর্কে হুকুম কি? তিনি বললেন, ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটি ব্যতীত এ সম্পর্কে আমার প্রতি আল্লাহর কোন হুকুম নাযিল করেননি। فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে" (সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

٢١٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২১৬২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....সুহায়ল (রা.) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٦٣- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ وَقَالَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِيْنَهُ.

২১৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী (র.)....সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র.) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি عَقْصَاءُ এর স্থলে عَضْبَاءُ বলেছেন এবং ললাটে দাগ দেয়ার কথা উল্লেখ করা ছাড়া কেবল "পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٢١٦٤- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللّٰهِ اَوِ الصَّدَقَةَ فِيْ اِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ.

২১৬৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ আল্লাহ্‌র হক আদায় না করে অথবা (বলেছেন) উটের সাদাকা আদায় না করে-এরপর রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সুহায়ল (র.) তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ।

٢١٦٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ صَاحِبِ

اِبِلٍ لاَيَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِهَا وَاَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَيَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَكْثَرَ مَاكَانَتْ وَقَعَدَلَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ
لاَيَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرَمَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ
بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرُ قَرْنُهَا وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَيَفْعَلُ فِيْهِ
حَقَّهُ اِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَاِذَا اَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيْهِ
خُذْ كَنْزَكَ الَّذِىْ خَبَأْتَهُ فَاَنَا عَنْهُ غَنِىٌّ فَاِذَا رَأَىْ اَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِىْ فِيْهِ فَيَقْضَمُهَا
قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ هٰذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ
عُمَيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْاِبِلِ قَالَ حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَاِعَارَةُ فَحْلِهَا
وَمَنِيْحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

২১৬৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে উটের মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট পূর্বের চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে একটি প্রশস্ত সমতল মাঠে বসান হবে এবং ঐ উট তার পা ও খুরের দ্বারা তাকে পদদলিত করবে। যদি কোন গরুর মালিক তার হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন সে গরু পূর্বের চেয়ে ও অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে বসান হবে এবং সে ছাগল তাকে শিং দ্বারা গুতাবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। সেদিন এ ছাগলসমূহে কোনটি শিংবিহীন এবং শিংভাঙ্গা হবে না। আর যদি সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী কোন ব্যক্তি এর হক্ আদায় না করে, তবে তার এ সঞ্চয় কিয়ামতের দিন মাথার চুলপড়া বিষধর সাপরূপে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং মুখ হা করে তার পেছনে ধাওয়া করবে। যখন সে সাপ তার নিকট আসবে তখন সে এর থেকে পালাবে। তখন সে তাকে ডেকে বলবে, তুমি তোমার সঞ্চয় গ্রহণ কর, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে। আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক যখন দেখবে যে, এর থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই তখন সে সাপটির মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। এর পর সাপটি তার হাতকে ষাঁড়ের মত কামড় দিয়ে ধরবে। আবূ যুবায়র (র.) বলেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি। এর পর আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনিও উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা.)-এর মত বললেন। রাবী আবূ যুবায়র (র.) বলেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়রকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের হক কি? তিনি বললেন, এর হক হল, পানি পান করাবার স্থানে এদেরকে দোহন

করা, এদের (দ্বারা পানি উঠাবার) পত্র অন্যকে ধার দেয়া, এগুলোর মধ্যে ষাঁড় উট ও দুগ্ধবতী উটনী অন্যকে হাওলাত দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে লোকদেরকে এ গুলোর উপর আরোহণ করান।

٢١٦٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَّلَا بَقَرٍ وَّلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ اُقْعِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ اِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنْحِيْتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَايُؤَدِّىْ زَكَاتَهُ اِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هٰذَا مَالُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَاِذَا رَأَى اَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ اَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.

২১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র.)…. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উট এবং গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি এগুলোর যাকাত না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বসান হবে। এরপর খুর বিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় খুর দ্বারা দলিত করবে এবং শিংবিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন এদের মধ্যে শিংবিহীন এবং শিং ভাঙ্গা কোন পশু থাকবে না। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের হক কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, উটকে উটনীর পাল নিতে দেয়া, এদের পাত্রসহ পানি উঠাবার জন্য কাউকে অস্থায়ীভাবে প্রদান করা। দুগ্ধবতী উষ্ট্রী অন্যকে ধার দেয়া, পানি পান করাবার স্থানে এদের দুগ্ধদোহন করা এবং আল্লাহ্র পথে এদের উপর লোকদেরকে আরোহণ করতে দেয়া। যে বিত্তশালী ব্যক্তি তার তার মালের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য মাথার চুলপড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। অতঃপর সে সাপ যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি যেখানে যাবে সেখানেই তাকে ধাওয়া করবে। তখন সে সাপ থেকে পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু তাকে বলা হবে, এই তোমার সম্পদ যার ব্যাপারে তুমি কার্পণ্য করতে। অতঃপর যখন সে দেখবে এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, তখন সে তার হাত এর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে। তৎপর সে সাপ তার হাত চিবাতে থাকবে, ষাড়ের চিবানোর মত।

٣- بَابُ اِرْضَاءِ السُّعَاةِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়ে কর্মরতদেরকে সন্তুষ্ট রাখা

٢١٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِنَ

الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُوْنَنَا فَيَظْلِمُوْنَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّيْ مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

২১৬৭. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র.).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, যাকাত আদায়কারী লোকজন আমাদের প্রতি যুলুম করে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যাকাত আদায়কারী লোকদেরকে সন্তুষ্ট করে দাও। জারীর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ বাণী শুনার পর কোন যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট না হয়ে যায় নি।

٢١٦٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১৬৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার ও ইসহাক (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইসমাঈল (র.) তাঁরা সকলেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র.) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ لاَ يُؤَدِّى الزَّكَاةَ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

٢١٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ فَلَمْ اَتَقَارَّ اَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ.

২১৬৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.)........ আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন,

কা'বা গৃহের মালিকের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবূ যার (রা.) বলেন, এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, কিন্তু বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল অধিক সম্পদের মালিকরা। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা এদিক ওদিকে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে ব্যয় করেছে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। উট ও গরু-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে ওদের শিং দ্বারা আঘাত করবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পুনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা হওয়ার পর্যন্ত।

٢١٧٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ رَجُلٌ يَمُوْتُ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا.

২১৭০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র.).....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়াতলে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার! প্রাণ যমীনের উপর এমন কোন লোক নেই যে, মরে যাবে এবং রেখে যাবে এমন উট অথবা গরু অথবা ছাগল যার যাকাত সে আদায় করে নি....।

٢١٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ اُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِىْ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارٌ اَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ.

২১৭১. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এতে আমি খুশী নই যে, আমার জন্য উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হোক এবং তিন দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হোক যে, সে স্বর্ণ থেকে আমার কাছে একটি দীনার অবশিষ্ট থাকুক। তবে সে দীনার ব্যতীত যা আমি কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত রাখি।

٢١٧٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢١٧٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا ذَاكَ عِنْدِىْ ذَهَبٌ اَمْسٰى ثَالِثَةً عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارًا اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ اَقُوْلَ بِهِ فِىْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَهٰكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ يَا اَبَاذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ يَا اَبَاذَرٍّ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّىْ قَالَ سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَ لَهُ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِىْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ اُمَّتِكَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

২১৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র.)....... আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইশা'র সময় মদীনার হাররা অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমরা উহুদ পর্বতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ যার! আমি বললাম, 'লাব্বাইক' ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অতঃপর তিনি বললেন, আমি এই উহুদ পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাক পসন্দ করি না যে, আমি তিন রাত অতিবাহিত করি এ অবস্থায় যে, যে স্বর্ণের একটি দীনার ও আমার কাছে থাকুক। তবে সে দীনারের কথা সতন্ত্র যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে থাকি। তবে যদি আমি ডানে, বামে, সামনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমনিভাবে বিতরণ করি, তিনি উভয় হাতে অঞ্জলি করলেন। আবূ যার (রা.) বলেন, আমরা পথ চলতে লাগলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আবূ যার! আমি বললাম লাব্বাইক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, বিত্তশালী লোকেরাই হবে কিয়ামতের দিন গরীব। তবে যারা ব্যয় করেছে এভাবে এভাবে এভাবে যে রূপ তিনি প্রথমবার করেছিলেন সেরূপ করলেন। আবূ যার (রা.) বললেন, আমরা পথ চলতে লাগলাম। তিনি এরপর বললেন, হে আবূ যার! আমি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যেতে যেতে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবূ যার (রা.) বলেন, এরপর আমি কতিপয় অর্থহীন শব্দ এবং আওয়ায শুনতে পেলাম। মনে করলাম, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তখন আমি তাঁর অনুসরণ করার ইচ্ছা করলাম। হঠাৎ স্মরণ হল, "আমি তোমার নিকট ফিরে না

আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান করবে"-তাঁর এ নির্দেশটি। আবূ যার (রা.) বলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি ফিরে আসার পর, আমি যা শুনতে পেয়েছিলাম তার তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ হলেন জিব্‌রাঈল (আ) তিনি আমার নিকট এসে বললেন, আপনার উম্মাতের কোন লোক যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যার (রা.) বলেন, আমি বললাম, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে তবুও? তিনি বললেন, হাঁ, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে তবুও।

٢١٧٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِىْ فِىْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَاٰنِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا اَبَاذَرٍّ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُمَ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اَجْلِسْ هٰهُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِىْ فِىْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِىْ اَجْلِسْ هٰهُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَاَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّىْ فَاَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاَنْ زَنٰى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِىْ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ وَاِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

২১৭৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি বের হলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাকী পায়চারী করছেন। তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মানুষ ছিল না। তিনি বলেন, আমি মনে করলাম, হয়ত তাঁর সঙ্গে কারো হাঁটা তিনি পসন্দ করছেন না। তাই আমি চাঁদের ছায়ায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এরপর তিনি এদিকে তাকালেন এবং আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, আবূ যার। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাকে উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন, হে আবূ যার! এসো। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ পথ চললাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিত্তশালী লোকেরাই নিঃস্ব হবে, কিন্তু সে ব্যতীত যাকে আল্লাহ্ মাল দিয়েছেন, এর পর সে বিলিয়ে দিয়েছে সে সম্পদ ডানে, বামে, সামনে ও

পেছনে এবং এর দ্বারা কল্যাণকর কাজ করেছে। তিনি বলেন, এরপর আমি তাঁর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ চললাম। তিনি বললেন, এখানে বস। এ বলে তিনি আমাকে পাথর ঘেরা একটি সমতল মাঠে বসালেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসে থাকবে। রাবী বলেন, এর পর তিনি 'হার্‌রা' এর দিকে চলতে লাগলেন। এমনকি আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার থেকে পৃথক হয়ে দীর্ঘ সময় বিলম্ব করলেন। এর পর তিনি ফিরে আসার পথে আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, "যদিও সে চুরি করে থাকে" "যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে"। আবূ যার (রা.) বলেন, যখন তিনি আসলেন, তখন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্‌ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গিত করুন, আপনি হার্‌রা অঞ্চলে কার সাথে কথা বলছিলেন? আমি তো কাউকে আপনার কথার কোন উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন, এ হলেন-জিব্‌রাঈল (আ) হাররা অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনি আপনার উম্মাতকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে যিনা করে"। তিনি বললেন, হাঁ। পুনরায় আমি বললাম, "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে ব্যভিচার করে" তিনি বললেন, হাঁ। এরপর আবার আমি বললাম, "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে ব্যভিচার করে"? তিনি বললেন, হাঁ, "যদিও সে মদ্যপান করে।"

٢١٧٥- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَبَيْنَا اَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ اَخْشَنُ الثِّيَابِ اَخْشَنُ الْجَسَدِ اَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْيِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ اِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَاَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ كَرِهُوْا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا اِنَّ خَلِيْلِي اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ دَعَانِيْ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرٰى اُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَاَنَا اَظُنُّ اَنَّهُ يَبْعَثُنِيْ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ اَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ مِثْلَهُ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ مَالَكَ وَلاِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَ تَعْتَرِيْهِمْ وَتُصِيْبُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ وَرَبِّكَ لاَ اَسْاَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْحَقَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

২১৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) ..... আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এলাম। সে সময় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের একটি হাল্‌কায় বসাছিলাম। তখন খসখসে বস্ত্র, খসখসে শরীর ও খসখসে চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সম্পদ পূঞ্জীভূতকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিন, এমন গরম পাথরের যা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের বুকের উপর রাখা হবে। ফলে তাদের গ্রীবা দেশের হাড় বিদীর্ণ করে অপর দিকে বের হয়ে যাবে। আবার তার ঘাড়ের হাড়ের উপর রাখা হবে। এমনকি তা গড়িয়ে স্তন্যাগ্র ভেদ করে বের হবে। রাবী বলেন, এ সময় লোকেরা তাদের মাথা নত করে রাখলেন। উপস্থিত কাউকে তার এ কথার প্রতিবাদ করতে দেখলাম না। এরপর লোকটি ফিরে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। অবশেষে তিনি একটি খামের নিকট গিয়ে বসলেন। আমি বললাম, আপনি তাদেরকে যা বলেছেন, আমার ধারণা তারা তা অপসন্দ মনে করছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তারা এমন লোক যারা কিছুই বুঝতে পারছে না। আমার বন্ধু আবুল কাসিম ﷺ আমাকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তাঁর নিকট যাওয়ার পর তিনি বললেন, তুমি কি উহুদ পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছ? তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আমার উপর সূর্য আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে তথায় পাঠাবেন। আমি বললাম, জী হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, আমাকে আনন্দিত করবে না এ সমপরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে হোক, আর আমি এসব ব্যয় করি তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত। এরপর এসব লোক দুনিয়া সঞ্চয় করছে। অথচ তারা কোন কিছুই বুঝছে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কুরায়শী ভাইদের সাথে আপনার কী হয়েছে যে, আপনি তাদের সাথে মেলামেশা করেন না, যান না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু লাভ করেন না? তিনি বললেন, না তোমার রবের কসম! আমি তাদের নিকট দুনিয়াও চাইব না এবং দ্বীন সম্পর্কেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

٢١٧٦- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِىُّ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيٍّ فِىْ ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ وَبِكَىٍّ مِنْ قِبَلِ اَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُمْتُ مَا شَىْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ اِلاَّ شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَاِنَّ فِىْ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً فَاِذَا كَانَ لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ.

২১৭৬. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রুখ (র.) .... আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরায়শের একদল লোকের মধ্যে ছিলাম। তখন আবূ যার (রা.) এলেন। আবূ যার (রা.) এ দিক দিয়ে যাওয়ার পথে বলছিলেন, সুসংবাদ দাও সম্পদ সঞ্চয়কারীদেরকে। গরম লোহা দ্বারা তাদের পৃষ্ঠদেশ দাগ দেয়ার যে গরম লোহা তাদের দেহের হাড় পার্শ্ব দিয়ে বের হয়ে আসবে এবং তাদের ঘাড়ের দিকে গরম লোহা দ্বারা এমনভাবে দাগ দেয়া হবে যে, ললাটের দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটু সরে বসে পড়লেন। রাবী বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ লোকটি কে? তারা বললেন, তিনি আবূ যার (রা.)। তখন আমি তার

নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাকে যা বলতে শুনলাম, এ-কি? তিনি বললেন, আমি তাই বলেছি, যা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এরপর আমি বললাম, এ সরকারী অনুদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর। কেননা আজকের দিন এতে রয়েছে সাহায্য। কিন্তু তা যদি হয় দ্বীন বিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ তবে তুমি তা গ্রহণ করবে না।

٥- بَابُ الْحَثُّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيْرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلْفِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দাতাকে বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ

٢١٧٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلأَى (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلاَنُ) سَحَّاءُ لاَ يُغِيْضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

২১৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ। ইব্‌ন নুমায়র (র.) বলেন, এমন পরিপূর্ণ দিবা-রাত্রির অনবরত দানই তাতে কিছু কমায় না।

٢١٧٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِىْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِىْ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلأَى لاَ يُغِيْضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَرَأَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُذْخَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَمِيْنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ.

২১৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে একটি হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত্র দিনের অনবরত কোন দানই তা হ্রাস করতে পারে না। তোমরা কি দেখনি, আকাশ ও পৃথিবীর পর হতে তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন? কিন্তু এ দান তাঁর হাতের সম্পদের কিছুই কমাতে পারে নি। তিনি বলেন, তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হস্তে রয়েছে মৃত্যু। তিনি (যাকে ইচ্ছা) উন্নীত করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) অবনমিত করেন।

٦- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার -পরিজন ও দাস-দাসীদের প্রতি খরচ করার ফযীলত এবং তাদের হক নষ্টকারী ব্যক্তির পাপ

٢١٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهَا الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.

২১৭৯. আবূ রাবী' যাহ্‌রানী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম সে দীনার (মুদ্রা) ব্যয় করা মানুষ যে মুদ্রা তার পরিবারের জন্য খরচ করে এবং সে মুদ্রা আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখা জানোয়ারের জন্য খরচ করে এবং যে মুদ্রা আল্লাহর পথে জিহাদকারী সঙ্গী-সাথীদের জন্য খরচ করে। বর্ণনাকারী আবূ কিলাবা (র.) বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'পরিবার-পরিজনের' কথা প্রথমে বলেন। এরপর আবূ কিলাবা (র.) বলেন, যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির প্রতি ব্যয় করে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র রাখেন, অভাবমুক্ত করেন অথবা উপকৃত করেন এবং তাদের অভাবমুক্ত রাখেন এর চাইতে মহান পারিশ্রমিকের অধিকারী আর কে হতে পারে?

٢١٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

২১৮০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন দীনার তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছ, কোন দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য, কোন দীনার তুমি সাদাকা করেছ মিসকীনের জন্য এবং কোন দীনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ। সাওয়াবের দিক সর্বোত্তম হলো যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছ।

٢١٨١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاِذَا جَاءَهُ قَهْرَمَانُ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ.

২১৮১. সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র.) .... খায়সামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এ সময় তার কাছে তার খাজাঞ্চী এলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কররেন, তুমি ভৃত্যদেরকে তাদের খোরাকী দিয়েছ কি? তিনি বললেন, না দেই নি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যাও তাদেরকে দিয়ে দাও। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "পাপের জন্য এই যথেষ্ট যে, যাদের খোরপোষ তোমার দায়িত্ব তুমি তাদের খোরাকী আটকিয়ে রাখবে"।

٧- بَابُ الْاِبْتِدَاءِ فِى النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ اَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যয়ের ব্যাপারে প্রথমে হক নিজের, এরপর পরিবার-পরিজনের, তারপর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ مَالُ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ اَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِىْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

২১৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী উযরার এক ব্যক্তি 'তার মৃত্যুর পর' এ কথার শর্তে তার এক গোলামকে আযাদ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খবর শুনার পর (মালিককে) বললেন, তোমার নিকট ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন মাল আছে কি? সে বলল, নেই। তখন তিনি বললেন, আমার কাছ থেকে এ গোলামকে খরিদ করবে কি? তখন নুয়াইম ইব্‌ন আবদুল্লাহ আবদী (রা) আটশ' রৌপ্য দিরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করলেন। এরপর তিনি এ মুদ্রাগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো তাকে দিয়ে বললেন, প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের

জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে এদিক অর্থাৎ সম্মুখে, ডানে,বামে, খরচ করবে।

٢١٨٣- وَحَدَّثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ مَذْكُوْرٍ اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

২১৮৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মাযকূর নামক এক আনসারী নিজের মরণের পর ইয়াকূব নামক তার এক গোলামকে আযাদ হওয়ার ঘোষণা দিল। এরপর লায়স বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন।

٨- بَابُ فَضْلِ النَّفْقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْاَقْرَبِيْنَ وَالزَّوْجِ وَالْاَوْلاَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوْا مُشْرِكِيْنَ.

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার জন্য খরচ করার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয়।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْهُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَىٰ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَاِنَّ اَحَبُّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرُحِىْ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذَالِكَ مَالُ رَابِحُ ذَالِكَ مَالُ رَابِحُ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيْهَا وَاِنِّىْ اَرَاى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ.

২১৮৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে আবূ তালহা (রা.) সর্বাপেক্ষা বিত্তবান ছিলেন। তার সম্পত্তির মধ্যে 'বায়রুহা'ই ছিল সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। সেটি মসজিদুন নবী ﷺ -এর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গিয়ে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা.) বলেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না-" এ আয়াত নাযিল হলে তখন আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে

বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বলছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" 'বায়রুহা' আমার সর্বপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। অতএব আমি আল্লাহর রাহে সাদাকা করলাম, বিনিময়ে আমি আল্লাহ্র কাছে নেকী ও সঞ্চয় আশা করি এবং আখিরাতে পুঁজির আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মর্জি মাফিক আপনি তা ব্যবহার করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বাহ্! সম্পদটি লাভজনক। সম্পদটি লাভজনক। এ সম্পর্কে তুমি যা বললে, অবশ্যই আমি তা শুনেছি। তবে আমার পসন্দ হচ্ছে তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বন্টন করে দাও। অতঃপর আবূ তালহা (রা.) আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর চাচাতো ভাইদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

٢١٨٥– حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ أَرٰى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ اَمِنْ اَمْوَالِنَا فَاُشْهِدُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضَى بَيْرُحَاءَ لِلّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِىْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ.

২১৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না" এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ তালহা (রা.) বললেন, আমি মনে করি আমাদের রব আমাদের সম্পদ থেকে কিছু চাচ্ছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার, 'বায়রুহা' নামক ভূমি আল্লাহ্র রাহে দান করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তিনি তা হাস্সান ইব্ন সাবিত ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-এর মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٢١٨٦– حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَا اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْاَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكِ.

২১৮৬. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র.) ..... মায়মূনা বিনত হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একটি বাদী আযাদ করেছিলেন। এ কথা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তুমি তোমার মামুদের দান করতে তাহলে তুমি অধিকতর সাওয়াব পেতে।

٢١٨٧– حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ

الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذَالِكَ يَجْزِىْ عَنِّىْ وَالاَّ صَرَفْتُهَا اِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ ائْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِىْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتُجْزِىْءُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حُجُوْرِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا فَقَالَ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ.

২১৮৭. হাসান ইবনুর রাবী (র.).... আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে নারী সমাজ! তোমাদের অলংকার দিয়ে হলেও তোমরা সাদাকা কর। তিনি বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার স্বামী আবদুল্লাহর নিকট চলে গেলাম এবং তাকে বললাম, আপনি তো অস্বচ্ছল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনাকে দিলে আমার সাদাকা আদায় হয়ে যায় তা হলে তো হলই, আর যদি আদায় না হয় তা হলে আমি আপনাকে ছাড়া অন্যকে দিয়ে দিব। তখন আবদুল্লাহ (রা.) আমাকে বললেন, বরং তাঁর নিকট তুমি যাও। যায়নাব (রা.) বলেন, আমি গেলাম এবং এক আনসারী মহিলাকে আমার মত একই প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারকে অপরূপ গাম্ভীর্যের ছাপ বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় বিলাল (রা.) আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গিয়ে বলুন, দরজার নিকট দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, তাদের নিজ নিজ স্বামীকে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সাদাকা দিলে তাঁদের সাদাকা আদায় হবে কি? তবে আমরা কারা এবং আমাদের পরিচয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেবেন না। অতঃপর বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিলে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এরা কারা? বিলাল (রা.) বললেন, একজন আনসারী মহিলা এবং যায়নাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন যায়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আত্মীয়তার সাওয়াব এবং সাদাকার সাওয়াব।

٢١٨٨- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا قَالَ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقُ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَبِى الْاَحْوَصِ.

২১৮৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী (র.)..... আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাবী আ'মাশ (র.) বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি আবূ উবায়দা আম্‌র ইব্‌ন হারীস (র.) সূত্রে আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে যে, "আমি ছিলাম মসজিদে তখন নবী ﷺ আমাকে দেখলেন এবং বললেন, নিজেদের অলংকার থেকে হলেও তোমরা সাদাকা কর"। হাদীসের পরবর্তী অংশ আবুল আহ্‌ওয়াসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ اَجْرٌ فِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ فِيْهِمْ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

২১৮৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র.).... উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আবু সালামার সন্তানদের জন্য যা খরচ করে থাকি। তাতে আমি সাওয়াব পাব কি? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছাড়তে পানি না। তারা তো আমারই সন্তান। উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ, তাদের জন্য তুমি খরচ করবে, তাতে তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।

٢١٩٠- وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২১৯০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.)-এর সূত্রে এ সনদ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اَنْفَقَ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

২১৯১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আন্‌বারী (র.).... আবূ মাসউদ বাদরী (র.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, কোন মুসলিম যদি সাওয়াবের আশায় স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু ব্যয় করে, তবে তাঁর জন্য সাদাকা হবে।

Goto List >

٢١٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ.

২১৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি‘ ও আবূ কুরায়ব (র.).... শু‘বা (র.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَوْرَاهِبَةٌ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ.

২১৯৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি দ্বীন ইসলাম গ্রহণে বিমুখ বা অনাগ্রহী, আমি তার সাথে সদাচরণ করব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ।

٢١٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ.

২১৯৪. আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র.).... আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার 'মা' আমার নিকট এসেছেন। সে তো মুশরিক মহিলা। আসমা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা সে সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যখন কুরায়শদের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমার আম্মা আমার কাছে এসেছেন আশা নিয়ে। আমি আমার আম্মার সাথে ভাল ব্যবহার করব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ, তুমি তোমার আম্মার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

٩- بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ اِلَيْهِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাকা করা এবং করলে এর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে যাওয়া

٢١٩٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ

أُمِّيْ اَفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

২১৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র.)...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আম্মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি অসিয়্যত করে যেতে পারেন নি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তা হলে সাদাকা করতেন। অতএব আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি তবে এর সাওয়াব তিনি পাবেন কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ, পাবেন।

٢١٩٦- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ وَلَمْ تُوْصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَالِكَ الْبَاقُوْنَ.

২১৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ কুরায়ব, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও হাকাম ইব্‌ন মূসা (র.).... হিশাম (র.) এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামার হাদীসের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশ্‌রের হাদীসের মত 'وَلَمْ تُوْصِ' শব্দটি বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যরা এ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

١٠- بَابُ بَيَانِ اَنْ اِسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوْفِ

১০. অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সাদাকা

٢١٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

২১৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তবে কুতায়বার হাদীসে আছে যে, "তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন", আর ইব্‌ন আবূ শায়বার হাদীসে রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সাদাকা।

٢١٩٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلٰى اَبِيْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ

الدِّيْلِيُّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْوَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَالِكَ اِذْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

২১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা যাব'ঈ (র.).... আবূ যার (র.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন নবী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিত্তবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের মত সালাত আদায় করেন, আমাদের মত সিয়াম সাধনা করেন এবং তারা নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ হতে কিছু দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য কী আল্লাহ তা'আলা সাদাকা করার ব্যবস্থা করেন নি? প্রতিটি তাসবীহ্ সাদাকা, প্রতিটি তাক্বীর সাদাকা, প্রতিটি তাহ্মীদ সাদাকা, প্রতিটি তাহ্লীল সাদাকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে বিরত রাখা সাদাকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও সাদাকা। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেউ যদি স্ত্রী সংগম করে এতেও কি সে সাওয়াব পাবে? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যদি সে কামাচার করে হারাম পথে তাতে কি তার পাপ হবে না? অনুরূপভাবে যদি সে কামাচার করে হালাল পথে তবে সে সাওয়াব পাবে।

٢١٩٩- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِيْ ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْشَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَاَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامٰى فَاِنَّهُ يُمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ اَبُوْ تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْسِيْ.

২১৯৯. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র.).... আয়িশা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রতি মানুষকে ৩৬০ টি গ্রন্থি বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ্

আকবার বলবে, আল্‌হামদুলিল্লাহ বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, সুব্‌হানাল্লাহ্ বলবে, আসতাগ ফিরুল্লাহ বলবে, মানুষের চলার পথ থেকে কোন পাথর সরাবে কিংবা কাটা বা হাড় সরাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে চলাফেরা করবে যে, সে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রেখে দিয়েছে। আবূ তাওবা (র.) বলেন, বর্ণনাকারী يُمْشِيْ এর স্থলে يُمْسِيْ বলতেন।

٢٢٠٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ زَيْدٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ وَقَالَ فَاِنَّهُ يُمْسِيْ يَوْمَئِذٍ.

২২০০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র.).... যায়িদ সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে "সৎকাজের আদেশ দেবে" একথাটি ব্যতীত। অন্য সূত্রে তিনি বলেন, "সে দিন যে সন্ধ্যা করবে"।

٢٢٠١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ زَيْدِ ابْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَاِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ.

২২০১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' আল-আবদী (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর রাবী যায়িদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর হাদীসের মধ্যে "সে দিন সে চলাফেরা করবে" কথাটি বর্ণিত রয়েছে।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ قِيْلَ لَهُ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ.

২২০২, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.).... সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা (র.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকা করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হল, যদি সাদাকা করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও সাদাকা করবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল যদি সে এতেও সক্ষম না হয় তবে কি হবে? তিনি বললেন, তাহলে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞাসা করা হল, যদি সে এতেও

সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহলে সৎকাজের কিম্বা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞাসা করা হল, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, তবে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সাদাকা।

٢٢٠٣- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ.

২২০৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.).... শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত।

٢٢٠٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنُ مَنَبِّهٍ قَالَ هٰذَامَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامِيْ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنِ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

২২০৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.).... হাম্মাদ ইব্ন মুনাব্বিহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে আবূ হুরায়রা (র.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা। এরপর তিনি কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন, তার মধ্যে এটিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য সাদাকা ওয়াজিব। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা সাদাকা, কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা। অথবা তার মাল সামগ্রী তুলে দেয়া সাদাকা। তিনি আরও বলেছেন, ভাল কথা বলা সাদাকা, সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা। চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সাদাকা।

٢٢٠٥- وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًاتَلَفًا.

২২০৫. কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, প্রত্যহ মানুষের যখন ভোর হয়, তখন দু'জন ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানকারীকে তার বদলা দাও। অপরজন বলেন, কৃপণের ধন ধ্বংস কর।

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَيُوْشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِىْ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ اُعْطِيْهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالاَمْسِ قَبِلْتُهَا فَاَمَّا الاٰنَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ بِهَا فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

২২০৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদাকা দাও। অচিরেই এমন হবে যে, যখন এক মানুষ তার সাদাকার সামগ্রী নিয়ে ঘুরবে। যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, যদি গতকালও নিয়ে আসতে তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমার আজ এর কোন প্রয়োজন নেই। অবশেষে সাদাকা গ্রহণের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না।

٢٢٠٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ.

২২০৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন সোনা নিয়ে সাদাকা করার জন্য লোক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের আধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনস্থ হবে এবং তারা তার থেকে ফায়দা হাসিল করবে। ইব্‌ন বাররাদ (র.)-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে "তুমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পাবে।"

٢٢٠٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتّٰى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا.

২২০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিপুল প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। এমনকি তখন মানুষ তাঁর মালের যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। আরব দেশ চারণভূমি ও নদী-নালায় পরিণত হবে।

٢٢٠٩- وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعٰى اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لاَ اَرَبَ لِىْ فِيْهِ.

২২০৯. আবূ তাহির (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এত প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, তা উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনা করবে যে, কে তার সাদাকা গ্রহণ করবে? সাদাকা দেয়ার জন্য লোকদেরকে আহবান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার কোন প্রয়োজন নেই।

٢٢١٠- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِىُّ وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقِئُ الْاَرْضُ اَفْلاَذَ كَبِدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِئُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِئُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحْمِىْ وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلاَ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا.

২২১০. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল্লাহ আবদুল আ'লা, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ রিফাঈ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ভূমি তার বক্ষস্থিত অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সোনা স্তম্ভের মত বের করে দেবে। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য হত্যা করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি। চোর এসে বলবে, এরই কারণে আমার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর সকলেই তা ছেড়ে দেবে। এর থেকে তাঁরা কেউ কিছুই গ্রহণ করবে না।

٢٢١١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُوْا فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ.

২২১১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ হতে সাদাকা করলে, বস্তুত আল্লাহ্ হালাল ছাড়া গ্রহণ করেন না। সেদিন রহমান তা ডান হস্তে গ্রহণ করবেন। যদি তা একটি খেজুর ও হয় তবে তা রহমান আল্লাহ্র হাতে লালিত হবে। ফলে তা পাহাড়ের চাইতেও বড় হবে। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবককে পালন করে।

٢٢١٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَصَدَّقُ اَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ اِلاَّ اَخَذَهَا اللّٰهُ بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْقَلُوْصَهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ اَوْاَعْظَمَ.

২২১২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...... আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ হতে যদি কোন ব্যক্তি একটি খেজুর সাদাকা করে তবে আল্লাহ তা তাঁর ডানহস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা পালন করেন যেমন তোমার তোমাদের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবক পালক করে থাকো। অবশেষে তা পর্বত সম হয়ে যায় কিম্বা তার চেয়েও অধিক গুণে বেড়ে যায়।

٢٢١٣- وَحَدَّثَنِيْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الاَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ فِيْ حَدِيْثِ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِيْ حَقِّهَا وَفِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِيْ مَوْضِعِهَا.

২২১৩. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম ও আহ্মাদ ইব্ন উসমান আওদী (র.).... সুহায়ল (র.)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাওহ্ (র.)-এর হাদীসে রয়েছে "হালাল উপার্জন থেকে অতঃপর ব্যয় করে সে তা তার প্রাপ্য স্থানে" এবং সুলায়মানের হাদীসে রয়েছে "অতঃপর ব্যয় করে সে তা যথাস্থানে"।

٢٢١٤- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ عَنْ سُهَيْلٍ.

২২১৪. আবু তাহির (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়লের বরাত দিয়ে ইয়াকূব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٢١٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ "يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ" وَقَالَ "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

২২১৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত"। (সূরা মু'মিনুন ঃ ৫১) তিনি আরো ইরশাদ করেন, "হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার কর"। (সূরা বাকারা ঃ ১৭২) এরপর নবী ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, দীর্ঘ সফর করে যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধুসরিত সে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলেঃ "হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তাঁর শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তাঁর দু'আ কিভাবে কবূল করা হবে ? "

١١- بَابُ الْحِثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طِيِّبَةٍ وَاَنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ

১১, অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকায় উৎসাহ দান, যদিও তা এক টুকরা খেজুর অথবা একটি উত্তম কথার দ্বারা হয়। সাদাকা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ

٢٢١٦- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

২২১৬. আউন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র.)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে সমর্থ এক টুক্‌রা খেজুর দিয়ে হলেও সেটা তাঁর করা উচিত।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ

وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَيَرى اِلاَّ مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِى عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ قَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ.

২২১৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সা'দী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.).... আদী ইব্‌ন হাতিম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই সাথে আল্লাহ নিশ্চয়ই কথা বলবেন। আল্লাহ তাঁর ও বান্দার মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। অতঃপর বান্দা তাঁর বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু কৃত কর্মগুলো ছাড়া আর কিছুই সে দেখবে না। এরপর বান্দা তার বাম দিকে তাকবে। কিন্তু কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনের দিকে তাকাবে, কিন্তু চোখের সামনে সে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং এক টুক্‌রা খেজুর সাদাকা করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).... খায়সামা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "উত্তম কথা দিয়ে হলেও" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। ইসহাক (র.) আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা (র.)-এর সূত্রে খায়সামা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ كَاَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ كُرَيْبٍ كَاَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ.

২২১৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.).... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। এরপর বললেন, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল তিনি যেন আগুন দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। যদি সে তা না পায় তবে একটি উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, আবূ কুয়ায়ব (র.) তাঁর বর্ণনায় 'كَاَنَّمَا' শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং বলেন, আমাদের কাছে আবূ মু'আবিয়া রিওয়ায়াত করেছেন যে, আ'মাশ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ

فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

২২১৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) .... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের অগ্নি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং মুখমন্ডল তিনবার ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুক্‌রা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা অগ্নি থেকে বেঁচে থাক। যদি তা না পাও তবে অন্তত ঃ একটি ভাল কথার বিনিময়ে হলেও।

٢٢٢٠- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ "يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا "وَالَّتِيْ فِي الْحَشْرِ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ" تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

২২২০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র.) .....মুনযির ইব্‌ন জারীর (র.) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের পূর্বভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এ সময় নগ্নপদ খালি, মাথা চামড়ার বস্ত্র পরিহিত ও তরবারী গলায় লটকিয়ে এক দল লোক তাঁর নিকট আসল। তাদের অধিকাংশ, বরং সকলেই 'মুযার' গোত্রের লোক ছিল। তাদের মাঝে অনাহারের নিদর্শন দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে

গেল। অতঃপর তিনি (গৃহাভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এরপর বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন। তিনি (বিলাল (রা.) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন। সালাত আদায় করার পর নবী ﷺ ভাষণ দিলেন এবং তিলাওয়াত করলেন, "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তাঁর সংগিনী সৃষ্টি করেন; যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন" (সূরা নিসা ঃ ১)। (অন্য আয়াত)-"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে"। (সূরা হাশ্‌র ঃ ১৮)। পুরুষ তার দীনার হতে, তার দিরহাম হতে, তার বস্তু হতে কিছু এবং সা' এর মাপে গম, সা' এর মাপে খেজুর দান করুক। এমন কি তিনি বললেন, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক আনসারী ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসল তার হাত যেন তা তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না। বরং অপারগই হল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন একের পর এক সাদাকা নিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে আমি খাদ্য ও বস্ত্রের দুটি স্তুপ দেখতে পেলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারক সমুজ্জল হল যেন এক টুকরা সোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকপ্রথা চালু করবে, সে তার নেককর্মের সাওয়াব পাবে এবং ঐ ব্যক্তির সম পরিমাণ সাওয়াবও লাভ করবে যে ব্যক্তি তার পরে ঐ নেক আমল করবে, এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্র ও কমবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে তবে এ অসৎকর্মের গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং ঐ ব্যক্তির গুনাহও যে তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে, এতে তাদের গুনাহ বিন্দু পরিমাণ ও কম বেশী হবে না।

٢٢٢١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِىْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ.

২২২১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র.) .... জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের প্রথম ভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তারা ইব্ন জাফরের অনুরূপ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মু'আয (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ "অতঃপর তিনি যুহরের সালাত আদায় করলেন এবং ভাষণ দিলেন" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢٢- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ وَسَاقُوْا الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيْهِ فَصَلَّى

Goto List >

الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيْرًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ فِىْ كِتَابِهِ "يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الْاٰيَةَ".

২২২২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী, আবূ কামিল এবং মুহাম্মদ আবদুল মালিক উমাবী (র.) .... জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন চামড়ার বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় একদল লোক তাঁর নিকট আসল। তারপর তারা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, তিনি যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ছোট একটি মিম্বরে আরোহন করে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বাদু! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, ...। (সূরা নিসা ঃ ১)

٢٢٢٣- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى الضُّحٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ فَرَاٰى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمْ.

২২২৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) ..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল। তাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিল। ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এ দূরবস্থা দেখে বুঝলেন যে, তারা অভাবগ্রস্থ। তারপর তাদের হাদীসের মর্ম বর্ণনা করলেন।

١٢- بَابُ الْحَمْلِ بِاُجْرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْىُ الشَّدِيْدُ عَنْ تَنْقِيْصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيْلٍ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা করার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করা এবং স্বল্প পরিমাণ সাদাকাকারী ব্যক্তিকে হেয় মনে না করা

٢٢٢٤- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَىْءٍ اَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ "اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ" وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ بِالْمُطَّوِّعِيْنَ.

২২২৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মুঈন ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র.) .... আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সাদাকা প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা এ উদ্দেশ্যে বোঝা বহন করতাম। আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন, তখন আবূ আকীল (রা.) অর্ধ সা' সাদাকা করলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি তার চাইতে অধিক সাদাকা নিয়ে আসলেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। আর এ দ্বিতীয় লোকটি তো লোক দেখানোর জন্যই দান করেছেন। তখন অবতীর্ণ হল, "মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করেন"। (সূরা তাওবা ঃ ৭৯) বিশ্‌র (র.) بِالْمُطَّوِّعِيْنَ শব্দটি এখানে উল্লেখ করেন নি।

٢٢٢٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا.

২২২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)..... শু'বা (রা.)-এর থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ইব্‌ন রাবী (র.)-এর হাদীসের মধ্যে আছে, 'আমরা পিঠের উপর বোঝা বহন করতাম।"

١٣- بَابُ فَضْلِ الْمُنِيْحَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধবতী পশু দান করার ফযীলত

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ اَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ اَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوْحُ بِعُسٍّ اِنَّ اَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ.

২২২৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন গৃহবাসীকে দুগ্ধবতী এমন একটি উষ্ট্রী দান করল, যা সকাল সন্ধ্যা বড় পাত্র ভর্তি দুধ দেয়, অবশ্য তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٢٢٢٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوْحِهَا وَغَبُوْقِهَا.

২২২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খালাফ (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকটি কাজ নিষেধ করলেন। সে গুলোর উল্লেখ করার পর তিনি বললেন, যে দুগ্ধবতী পশু দান করে সে সকালে এক সাদাকা নিয়ে আসে এবং বিকেলেও এক সাদাকা নিয়ে আসে। অর্থাৎ সকালে তার দুধ ও বিকালে তার দুধ পান।

١٤- بَابُ مِثْلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ اَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدنْ ثُدِيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ الْمُنْفِقُ (وَقَالَ الْاٰخَرُ فَاِذَا اَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ) اَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ اَوْ مَرَّتْ وَاِذَا اَرَادَا الْبَخِيْلُ اَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ.

২২২৮. আমরুন্ নাকিদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, অর্থ ব্যয়কারী ও সাদাকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে বক্ষ থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম বা জোব্বা রয়েছে, যখন ব্যয়কারী ইচ্ছা করে, অন্য রাবী বলেন, যখন সাদাকাকারী সাদাকা করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর প্রশস্ত বা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর সংকোচিত হয়ে যায় এবং বর্মের প্রতিটি আংটা সস্থানে দৃঢ়ভাবে এটে যায়। এমন কি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, অর্থাৎ সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করতে চায় কিন্তু তা বিস্তৃত হয় না।

٢٢٢٩- حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلَى ثَدَيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تُغَشِّيَ اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ

وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ فَاَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ فِىْ جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ.

২২২৯. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আবূ আয়্যুব গায়লানী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা ঐ দুই ব্যক্তির অনুরূপ, যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহবর্ম এবং যাদের উভয় হাত তাদের বক্ষ ও কণ্ঠনালীর সাথে জড়িয়ে আছে। অতঃপর দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করতে চায় তখন এ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। এমন কি তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই সাদাকা করার ইচ্ছা করে তখন লৌহ বর্মটি সংকোচিত হয়ে যায় এবং এর প্রতিটি আংটা স্ব-স্থানে এঁটে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জামার 'গরিবান' এ অঙ্গুলি দিয়ে বলছেন, তুমি যদি তাঁকে এমন দেখতে যে, সে তা প্রশস্ত করতে চাইছে কিন্তু তা প্রশস্ত হচ্ছে না।

٢٢٣٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ اِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ اَثَرَهُ وَاِذَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْهَدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ يَسْتَطِيْعُ.

২২৩০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহবর্ম; দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার শরীরে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি তার পদচিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। আর কৃপণ যখন সাদাকা করার জন্য উদ্যত হয় তখন তা তার শরীরে সংকোচিত হয়ে যায়। তার উভয় হাত তার কণ্ঠনালীর সাথে মিলে যায় এবং তার প্রতিটি আংটা অন্য আংটাকে আঁকড়িয়ে ধরে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সে ঐ বর্ম প্রশস্ত করার প্রয়াস পাবে। কিন্তু প্রশস্ত করতে পারবে না।

١٥- بَابُ ثُبُوْتِ اَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَاِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِىْ يَدِ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাদাতা সাওয়াব পাবে, যদিও তা কোন ফাসিক এবং এরূপ কারো হস্তগত হয়

٢٢٣١- وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ ابْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَ تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ

بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِىٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِىٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى غَنِىٍّ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِىٍّ وَعَلٰى سَارِقٍ فَاُوتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ.

২২৩১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আমি অদ্য রাত্রে কিছু সাদাকা করব। তারপর সে সাদাকা নিয়ে বের হল এবং একজন ব্যভিচারিনীর হাতে তা প্রদান করল। ভোর হলে, লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক ব্যভিচারিনীকে সাদাকা প্রদান করা হয়েছে। দাতা একথা শুনে বলল, আয় আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, (আমার সাদাকা) ব্যভিচারিনীর হাতে পড়লেও। অবশ্যই আবার আমি সাদাকা করব। তারপর সে তার সাদাকা নিয়ে বের হল এবং তা এক ধনীর হাতে প্রদান করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, একজন ধনীকে সাদাকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি তখন বলল, আয় আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই, (আমার সাদাকা) ধনী ব্যক্তির হাতে পড়লেও। সে বলল, আমি অবশ্যই আবার সাদাকা দিব। তারপর সে তার সাদাকা নিয়ে বেল হল এবং একজন চোরের হাতে তা অর্পণ করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে সে বলল, আয় আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা (আমার দান) ব্যভিচারিনী, ধনী ও চোরের হাতে অর্পিত হলেও। পরে (স্বপ্নযোগে) এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, তোমার সাদাকা কবূল হয়েছে। জেনে রাখ, ব্যভিচারিনী হয় তো এর কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, ধনী ব্যক্তি হয় তো এর থেকে উপদেশ করবে এবং আল্লাহ্ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে এবং চোর হয় তো এর বদৌলতে তার চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে।

١٦- بَابُ اَجْرُ الْخَازِنِ الاَمِيْنِ وَالْمَرْاَةُ اِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ بِاِذْنِهِ الصَّرِيْحِ اَوِ الْعُرْفِىِّ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদার খাজাঞ্চি এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ থেকে তাঁর স্পষ্ট অনুমতি বা প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্ষতি করার ইচ্ছা ব্যতীত যা দান করে তার সাওয়াব পাবে

٢٢٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ عَامِرٍ الاَشْعَرِىُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ

اَبِىْ مُـوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِىْ) اُمَرَبِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَلَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

২২৩২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশ'আরী, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র.) ..... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে আমানতদার মুসলিম খাজাঞ্চি, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কার্যকরী করে অথবা বলেছেন, দান করে এবং যাকে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকে তা পৌঁছিয়ে দেয়, সে দুই দানকারীর একজন।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَالِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

২২৩৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন স্ত্রী লোক ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা না করে তার ঘরের খাদ্য থেকে কিছু দান করে তবে সে দান করার কারণে সাওয়াব লাভ করবে। আর তার স্বামী তা উপার্জনের কারণে সাওয়াব পাবে আর খাজাঞ্চিও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে। তাদের একের দ্বারা অন্যের সাওয়াব কিছুই কমবে না।

٢٢٣٤- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بعنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا.

২২৩৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র.) .... মানসূর (র.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, "তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে।"

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

২২৩৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন মহিলা ক্ষতি না করে তার স্বামীর ঘর থেকে খরচ করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, তার স্বামীর জন্য ও

রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। মহিলার জন্য এ কারণে, যেহেতু সে খরচ করেছে। আর খাজাঞ্চির জন্যও রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, এতে তাদের প্রতিদান বিন্দুমাত্র ও কমবে না।

٢٢٣٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৩৬. ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... আ'মাশ (র.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَبْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ.

২২৩৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আবূ লাহমের আযাদকৃত গোলাম উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন গোলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আমার মনিবের মাল থেকে কিছু সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার। তবে সাওয়াব উভয়ই অর্ধেক অর্ধেক পাবে।

٢٢٣٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلٰى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِيْ مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِيْ مِسْكِيْنٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَالِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِيْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطِيْ طَعَامِيْ بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا.

২২৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... আবূ লাহমের গোলাম উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার মনিব গোশ্ত শুকাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় একজন মিস্‌কীন আসল। আমি এর থেকে কিছু তাকে খেতে দিলাম। আমার মনিব এ কথা জানতে পেরে আমাকে প্রহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? সে বলল, সে আমার নির্দেশ ছাড়াই আমার খাদ্যদ্রব্য অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সাওয়াব তোমাদের উভয়ের জন্যই।

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ كَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّ نِصْفَ اَجْرِهِ لَهُ.

২২৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া (নফল) সাওম পালন করবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে কাউকে তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, স্বামীর উপার্জন থেকে তার হুকুম ছাড়া কোন স্ত্রী লোক যে পরিমাণ দান করবে; তার সাওয়াব স্বামীও অর্ধেক পাবে।

١٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ ضَمَّ اِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرِهَا مِنْ اَنْوَاعِ الْبِرِّ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকার সাথে অন্যান্য নেককাজ মিলিয়ে করার ফযীলত

٢٢٤٠- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَ التُّجَيْبِيُّ وَاللَّفْظُ لاَبِي الطَّاهِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْ بَكرِ الصِّدِّيْقُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلى اَحَدٍ يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

২২৪০. আবূ-তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তুজায়বী (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহবান করা হবেঃ হে আল্লাহর বান্দা! এ কাজ উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে 'বাবুস্ সালাত' থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে 'বাবুস সাদাকা' থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী তাকে 'বাবুর রায়্যান' থেকে আহবান জানান হবে। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর সকল দরজা থেকে কাউকে আহবান করা তো জরুরী নয়। তবে এমন কি কেউ হবে যাকে এ সকল দরজা থেকে আহবান জানান হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ এবং আমি আশা করি তুমিও তাঁদের একজন হবে।

٢٢٤١- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ وَمَعْنَى حَدِيْثِهِ.

২২৪১. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... যুহরী (র.) সূত্রে ইউনুস (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٤٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَيْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ الَّذِيْ لاَتَوَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

২২৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা থেকে দ্বার রক্ষকগণ আহবান করবে, হে অমুক! তুমি এদিকে এসো। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে তো তার কোন ধ্বংস নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি অবশ্যই আশা করি তুমি ও তাঁদের একজন হবে।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ الاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِيْ امْرِئٍ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২২৪৩. ইব্ন আবূ উমর (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাঝে আজ কে সিয়াম পালনকারী আছে? আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে জানাযার সাথে চলেছ? আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের **কেউ** রোগীর শুশ্রূষা করেছ? আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার **মধ্যে এই কাজ** সমূহের সমাবেশ ঘটবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٨- بَابُ الْحِثُّ عَلَى الْاِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْاِحْصَاءِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান এবং গণেগণে দান করা অপসন্দ হওয়া

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِيْ اَوِ اَنْحِيْ اَوْ اَنْضَحِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৪৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.).... আসমা বিনত আবূ বাক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ তুমি খরচ কর অথবা ছড়িয়ে দাও অথবা ঢেলে দাও। আর গুণে রেখ না তা হলে আল্লাহ ও তোমকে গুণেগুণে দিবেন।

٢٢٤٥- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفَحِيْ اَوِ انْضَحِيْ اوْاَنْفِقِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৪৫. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণেগুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহ্ ও তোমাকে গুণেগুণে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না তবে আল্লাহ ও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

٢٢٤٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ.

২২৪৬. ইব্‌ন নুমায়র (র.).... আস্‌মা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বলেছেন, ... পরবর্তী অংশ তাদের হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٤٧- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِيْ شَيْءُ اِلاَّ مَااَدْخَلَ

عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ اَرْضَخِى مَااسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) .... আসমা বিন্‌ত আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আয় আল্লাহ্‌র নবী! যুবায়র আমাকে যা দেন তা ব্যতীত আমার কিছুই নেই। তিনি আমাকে যা দেন তা থেকে আমি যদি দান করি তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যা তোমার সামর্থ্যে আছে, তা দান কর। গুটিয়ে রেখ না, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

١٩- بَابُ الْحِثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ وَلاَتَمْتَنِعَ مِنَ الْقَلِيْلِ لاِحْتِقَارِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ পরিমাণ অল্প হলেও তা থেকে সাদাকা দেওয়ার উৎসাহ দান, অল্প পরিমাণ দান তুচ্ছ মনে করে, বিরত না থাকা

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

২২৪৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে অল্প পরিমাণ দান করাকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বক্‌রীর একটি খুরও হয়।

٢٠- بَابُ فَضْلِ اَخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

২০ অনুচ্ছেদঃ গোপনে দান করার ফযীলত

٢٢٤٩- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنْ يَحْىَ الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَتَعْلَمَ يَمِيْنُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

২২৪৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর (আরশের) ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ্র ইবাতদতের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে জড়িত, ৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসে এবং মিলিত হয় এ প্রেরণা নিয়ে এবং পৃথক হয় এ প্রেরণা সহ, ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী মহিলা (অসৎ কাজে) আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং এত গোপন ভাবে করল যে, তার ডান হাত জানতে পারল না, তার বাম হাত কি দান করেছে, ৭. ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তাঁর দুই চোখে (আল্লাহ্র ভয়ে) অশ্রু ঝরে।

٢٢٥٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ.

২২৫০. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কিংবা হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ... পরবর্তী অংশ উবায়দুল্লাহ্র হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে রয়েছে যে, "যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে জড়িত থাকে মসজিদ থেকে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসা পর্যন্ত"।

٢١- بَابُ بَيَانِ أَنَّ فَضْلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

২১. অনুচ্ছেদঃ সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা কালের সাদাকাই হল উত্তম সাদাকা

٢٢٥١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২২৫১. যুহায়র ইব্ন হারব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সাদাকা কি? তিনি বললেন, অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্রের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ। আর (সাদাকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে যায়। তখন তুমি বলতে থাক যে, অমুকের জন্য এ পরিমাণ এবং অমুকের জন্য এ পরিমাণ। জেনে রাখ, এ সম্পদ তো অমুকের হয়েই আছে।

٢٢٥٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا فَقَالَ اَمَا وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى اِذَابَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২২৫২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিরাট সাওয়াব কোন সাদাকায়? তিনি বললেন, জেনে রাখ, তোমার পিতার শপথ (অবশ্য) তোমাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অর্থ লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার সাদাকা করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা কর এবং দীর্ঘায়ূ কামনা কর। (সাদাকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যাবে তখন তুমি বলতে থাকবে, এ পরিমাণ অমুকের জন্য এবং এ পরিমাণ অমুকের জন্য। অথচ তা তো অমুকের জন্য হয়েই আছে।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةَ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ.

২২৫৩. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র).... উমারা ইব্‌ন কা'কা (র.) থেকে উক্ত সনদে জাবির (রা.)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ এর স্থলে اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ বলেছেন।

٢١- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَاَنَّ السُّفْلٰى هِىَ الْاٰخِذَةِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দানকারীর এবং নিচের হাত হল যাচ্ঞাকারীর

٢٢٥٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

২২৫৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে দান খয়রাত ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দানকারী, আর নিচের হাত হল যাচঞাকারী।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَ الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَوْخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২২৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আহ্মাদ ইব্ন আবদা (র.).... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ধনী অবস্থায় যে দান করা হয়, তাই উত্তম সাদাকা অথবা বলেছেন উৎকৃষ্ট সাদাকা। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। আর যাদের লালন পালন কর, তাদের দিয়ে (দান) শুরু কর।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيْدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَاالْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

২২৫৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র.).... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি আবার তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আবার আমাকে দান করলেন। আমি আবার ও তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। এরপর বললেন, এই ধন সম্পদ আকর্ষণীয় ও মধুর। যদি কোন ব্যক্তি সাওয়াল ব্যতিরেকে নির্লোভ অবস্থায় তা গ্রহণ করে তবে তাঁর জন্য একে বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি নির্লোভ অন্তরের সাথে তা গ্রহণ করে তবে এতে তাঁর জন্য বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির মত হয় যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

২২৫৭. নাস্র ইব্ন আলী জাহ্যামী, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় কর। তা তোমার জন্য উত্তম।

আর তুমি যা আটকিয়ে রাখ তা তোমার জন্য মন্দ। প্রয়োজন পরিমাণ রাখার ব্যাপারে তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে না। আর যাদের লালন পালনের দায়িত্ব তোমার উপরে তাদের দিয়ে শুরু কর এবং উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

٢٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়াল করা নিষিদ্ধ হওয়া

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَاَحَادِيْثَ اِلاَّ حَدِيْثًا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ فَاِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيْفُ النَّاسَ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَنَا خَازِنٌ فَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

২২৫৮.আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইয়াহ্‌সাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা.)-কে বলতে শুনেছি, উমর (রা.)-এর সময় প্রচলিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করা থেকে তোমরা আত্মসংবরণ কর। কারণ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকদের আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করতেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দান করেন"। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরো শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি (রাষ্ট্রীয় সম্পদের) খাজাঞ্চি মাত্র। সন্তুষ্ট চিত্তে আমি যা যাকে দান করি, তা তার জন্য বরকতপূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তিকে সাওয়ালের ও লোভের কারণে দান করি তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُلْحِفُوْا فِى الْمَسْأَلَةِ فَوَ اللّٰهِ لاَيَسْأَلُنِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّىْ شَيْئًا وَاَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتُهُ.

২২৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র.).... মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা সাওয়ালে পীড়াপীড়ি করো না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের কেউ আমার কাছে কিছু সাওয়াল করলে, ঐ সাওয়ালের কারণে আমার অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছ থেকে কিছু বের করে নেয় তাতে আমার এ দানে তার জন্য কোন বরকত হবে না।

٢٢٦٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِىْ دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَاَطْعَمَنِىْ مِنْ جَوْزَةٍ فِىْ دَارِهِ عَنْ اَخِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

২২৬০. ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী (র.).... আমর ইব্‌ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'সান'আ' অঞ্চলে অবস্থিত ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি তার ভাইয়ের কাছ থেকে আখরোট এনে তার ঘরে আমাকে খাওয়ালেন। তারপর তিনি বললেন, আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি.... আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি.... এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٢٦١- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللّٰهُ.

২২৬১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.).... মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দান কালে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকেই তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো বন্টনকারী মাত্র, দানকারী আল্লাহ তা'আলা।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

২২৬২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়. যে মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এবং দু' এক লুক্‌মা (খাদ্য) অথবা দু' একটি খেজুর পেয়ে ফিরে যায়। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, প্রকৃত মিস্‌কীন সে-ই যে অতটুকু মালের অধিকারী নয় যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে এবং তার অবস্থাও বুঝা যায় না। যাতে তাকে সাদাকা প্রদান করা হবে; আর সে লোকের কাছে চায় না।

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى شَرِيْكُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الْمُتَعَفِّفُ اَقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ "لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا".

২২৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যে দু' একটি খেজুর এবং দু'একটি লুক্মা খাদ্য পেয়ে ফিরে যায়। প্রকৃত মিস্কীন সেই দরিদ্র যে সাওয়াল থেকে মুক্ত। ইচ্ছা হলে তোমরা (আল্লাহ্র এ বাণী) পাঠ কর ঃ "যারা লোকের কাছে পীড়াপীড়ি করে সাওয়াল করে না"। (সূরা আলে ইমরান)

٢٢٦٤- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ.

২২৬৪. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র.).... আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পরবর্তী অংশ ইসমাঈলের হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٦٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ اَخِى الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةُ.

২২৬৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (রা.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ ভিক্ষা করে সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে যে, তার মুখমন্ডলে গোশ্তের এক টুকরাও থাকবে না।

আমরুন্ নাকিদ (র.).... মা'মার (র.) যুহরীর ভাই এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'مُزْعَةُ' (টুকরা) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٢٢٦٦- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

২২৬৬. আবূ তাহির (র.)..... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিকট ভিক্ষা করে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে, তার মুখমণ্ডলে গোশ্তের এক টুকরা থাকবে না।

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

২২৬৭. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য লোকের কাছে মাল ভিক্ষা করে, সে যেন আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা করল। চাইলে সে তা কম করুক বা বৃদ্ধি করুক।

٢٢٦٨- حَدَّثَنِىْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَنْ يَغْدُوَا اَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِىَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ ذَالِكَ فَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২২৬৮. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের যে কেউ ভোর বেলা বের হয়ে কাঠের বোঝা ফিঠে বহন করে আনে এবং তা থেকে সে সাদাকা করেও লোকের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে মুক্ত থাকে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে অনেক ভাল, যে কারো কাছে সাওয়াল করে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও পারে। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদের দিয়ে (সাদাকা) শুরু কর।

٢٢٦٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ لاَنْ يَغْدُوَ اَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بَيَانٍ.

২২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্র কসম, তোমাদের যে কেউ ভোরবেলা বের হয়ে পিঠে করে কাঠের বোঝা বহন করে এনে তা বিক্রি করে.... পরবর্তী অংশ রাবী বায়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٢٧٠- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيْهِ اَوْ يَمْنَعُهُ.

২২৭০. আবূত তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কাঠের একটি আঁটি বেঁধে তা পিঠে বহন করে এনে বিক্রি করে তা ঐ ব্যক্তি থেকে অনেক ভাল যে লোকের কাছে সাওয়াল করে। সে হয় তো তাকে দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

٢٢٧١- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ فَحَبِيْبٌ اِلَيَّ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِيْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً فَقَالَ اَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً فَقَالَ اَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَسَطْنَا اَيْدِيْنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلٰى اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلٰوتِ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوْا (وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً) وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ اُوْلٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ اَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ اَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّاهُ.

২২৭১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.).... আউফ ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নয় বা আট কিংবা সাত জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? অথচ আমরা কিছু দিন আগে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম। তাই আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত

গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। এখন আবার কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, (এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে যে,) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। আল্লাহ্র আনুগত্য করবে। তারপর তিনি ফিসফিস করে একটি কথা বললেন, মানুষের নিকট কোন কিছু সাওয়াল করবে না। আমি দেখেছি, এই কাফিলার কারো পশুর পৃষ্ঠ থেকে চাবুক পড়ে যাওয়ার পর সে কাউকে তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায় নি।

٢٣- بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةِ

২৩. অনুচ্ছেদঃ যার জন্য সাওয়াল করা হালাল

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِيَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كِنَانَةُ ابْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَبَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتّٰى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَلَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لاِحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اَجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِيْ الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتًا يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

২২৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... কাবীসা ইব্ন মুখারিক আল-হিলালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অতিশয় ঋণী হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে চাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট সাদাকার সামগ্রী আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে বলে দিব। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো সাওয়াল করা বৈধ নয়। ১. ঐ ব্যক্তি যে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সাওয়াল করা, তারপর সে বিরত থাকবে। ২. ঐ ব্যক্তি-বিপর্যয় যার ধন সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, তার মধ্যপন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সাওয়াল করা ৩. আর যে ব্যক্তি ক্ষুধা ক্লিষ্ট এবং তার গোত্রের তিনজন লোক তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষুধা ক্লিষ্ট; তার মধ্যম পন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সাওয়াল করা বৈধ। হে কাবীসা! এ তিনজন ছাড়া যে ভিক্ষা করে খায় সে হারাম খায়।

٢٤- بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَلاَ تَطَلُّعٍ

২৪. অনুচ্ছেদঃ সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত দান গ্রহণ বৈধ

٢٢٧٣- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِنِيْ الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

২২৭৩. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র.)…. উমর উবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমকে কিছু দান করতে চাইলেন। আমি বললাম, আমার চাইতে যারা বেশী দরিদ্র তাদের দান করুন। অবশেষ একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চাইতে বেশী দারিদ্রকে তা দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এটি লও। সাওয়াল ও লালসা ছাড়া যে মাল তোমার নিকট আসে তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে সম্পদ এভাবে আসে না তুমি তার পেছনে লেগো না।

٢٢٧٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْطِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُوْلُ لَهُ عُمَرُ اَعْطِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمُ فَمِنْ اَجْلِ ذَالِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا اُعْطِيَهُ.

২২৭৪. আবূ তাহির (র.) …. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা.)-কে কিছু দান করলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে যে অধিক মুখাপেক্ষী এটি তাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এটি গ্রহণ কর ও সঞ্চয় কর কিংবা দান কর। সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার কাছে আসে তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে মাল এভাবে আসে না তুমি নিজে তার

পেছনে লেগো না। সালিম (র.) বলেন, এ কারণেই ইব্‌ন উমর (রা.) কারো নিকট কোন কিছু সাওয়াল করতেন না এবং তাঁকে কোন বস্তু (উপঢৌকন) দেয়া হলে, তা ফিরিয়েও দিতেন না।

٢٢٧٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَالِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২২৭৫. আবূ তাহির (র.)....... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّيْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِيْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

২২৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... ইব্‌ন সাঈদী মালিকী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমাকে সাদাকা উসূলকারী নিযুক্ত করেন। যখন আমি কাজ সমাধা করে সাদাকার মালামাল তাঁর নিকট অর্পণ করলাম, তখন তিনি আমাকে আমার পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজ করেছি। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র নিকটই আছে। তিনি বললেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা তুমি গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ও আমি উসূলকারীরূপে কাজ করেছি। তিনি আমাকে উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন। আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, যদি সাওয়াল ছাড়া তোমাকে কিছু দেওয়া হয় তবে তা খাও এবং সাদাকা কর।

٢٢٧٧- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيْ اَنَّهُ قَالَ اَسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

২২৭৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র.) .... ইব্‌ন সাঈদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়স (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমাকে সাদাকা উসূলকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

٢٥- بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

২৫. অনুচ্ছেদঃ পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপসন্দনীয়

٢٢٧٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ.

২২৭৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বৃদ্ধ মানুষের হৃদয় দু'টি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে অত্যন্ত তরুণ- ১. জীবনের মায়া ও ২. ধন সম্পদের মায়া।

٢٢٧٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُوْلُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ.

২২৭৯. আবূ তাহির ও হারমালা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বৃদ্ধ লোকের হৃদয় দু'টি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে যুবক- ১. দীর্ঘায়ূ কামনা ও ২. প্রাচুর্যের লোভ।

٢٢٨٠- وَحَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

২২৮০. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং তার দু'টি জিনিস যুবক হয়। ১. প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা ও ২. দীর্ঘায়ু কামনা।

٢٢٨١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

২২৮১. আবূ গাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)...... আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২২৮২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

২২৮৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) .... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের যদি দুই ময়দান পরিপূর্ণ সম্পদ জমা হয় তবে সে তৃতীয় প্রান্তর কামনা করে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। (কিন্তু) যে তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন।

٢٢٨٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَلَا اَدْرِيْ أَشَيْءٌ أُنْزِلَ اَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُوْلُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ.

২২৮৪. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (আনাস) বলেন, আমি জানি না, তাঁর প্রতি তখন কোন কিছু অবতীর্ণ হচ্ছিল, না তিনি নিজের পক্ষ থেকেই এ কথা বলছিলেন। তারপর তিনি আওয়ানার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٥- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنَّ لَهُ وَادِيًا اٰخَرَ وَلَنْ يَمْلَأُ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَاللّٰهُ يَتُوْبُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

২২৮৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের একটি ময়দান থাকে তবু সে অনুরূপ আরেকটি প্রান্তর কামনা করবে। মাটি ব্যতীত কিছুই মানুষের মুখ পূর্ণ করতে পারবে না, যে তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন।

٢٢٨٦- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ مِلأَ وَادٍ مَالاً لاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ اِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابَ وَاللّٰهُ يَتُوْبُ عَلٰى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ اَدْرِىْ أَمِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَمْ لاَ وَفِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ أَمِنَ الْقُرْاٰنِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

২২৮৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি তিনি বলেন, যদি আদম সন্তানের ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি প্রান্তর থাকে তবু সে অনুরূপ অপর একটি প্রান্তর কামনা করবে। মানুষের কামনাকে মাটি ব্যতীত অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, "এ কথা কুরআনে বাণী কিনা আমি জানি না"। যুহায়রের অপর বর্ণনায় "ইহা কুরআনের বাণী কিনা আমি জানি না" এ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। তবে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٢٨٧- حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ اِلَى قُرَّاءِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ اَنْتُمْ خِيَارُ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ اَنْتُمْ خِيَارُ اَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوْهُ وَلاَ يَطُوْلَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوْبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُوْرَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِى الطُّوْلِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَاُنْسِيْتُهَا غَيْرَ اَنِّىْ قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُوْرَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِاِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَاُنْسِيْتُهَا غَيْرَ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْهَا "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ" فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِىْ اَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُوْنَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২২৮৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র.)....... আবুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা আশ্'আরী (রা.)-কে বসরাবাসী ক্বারীগণের নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি তথায় গিয়ে এমন তিনশ লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা বসরা শহরের সম্ভ্রান্ত লোক এবং আল-কুরআনের ক্বারী, আপনারা আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন। বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে আপনাদের মন যেন কঠিন না হয়ে যায়, যেমন পূর্বেকার লোকদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি সূরা পাঠ করতাম যা দৈর্ঘ্য ও কাঠিন্যের দিক থেকে সূরা (বারা'আত) তাওবার অনুরূপ। আমি তা ভুলে গিয়েছি। তবে তা ছাড়া এর থেকে এ কথাটি আমার মুখস্ত আছে "যদি আদম সন্তানের জন্য দুই মাঠ পরিপূর্ণ ধন-দৌলত হয়,

তবে সে তৃতীয় মাঠ অবশ্যই খুঁজে বেড়াবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পূর্ণ করতে পারবে না"। আমি অন্য একটি সূরাও পাঠ করতাম যা কোন একটি মুশাব্বাহাতের[১] সম পরিমাণ (দৈর্ঘ্য)। আমি তা ভুলে গিয়েছি। তবে তা ছাড়া এর থেকে আমার একটি মুখস্থ আছে- "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল"? তারপর তা সাক্ষ্য স্বরূপ তোমাদের গর্দানে লিখে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

٢٦- بَابُ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ

২৬. অনুচ্ছেদঃ অল্পে তুষ্টির ফযীলত

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

২২৮৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অধিক ধন-সম্পদে অভাব মুক্তি নেই। অন্তরের অভাব মুক্তিই প্রকৃত ধন সম্পদ।

٢٧- بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسُطُ مِنْهَا

২৭. অনুচ্ছেদঃ পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

٢٢٨٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٌ هُوَ اِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ أَكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اَمْتَلَاَتْ خَاصِرَتَاهَا اَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ اَوْ بَالَتْ ثُمَّ اَجْتَرَّتْ فَعَادَتْ

فَاَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

২২৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্র কসম, আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি কেবল আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পার্থিব জাকঁজমক থেকে যা উদ্গত করে দিবেন সে বিষয়ে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একথা শুনে) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি কী বলেছিলে? লোকটি বলল, আমি বলেছিলাম, কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কল্যাণ কল্যাণ ব্যতীত আসে না। যেমন, বসন্তকাল যা (তৃণলতা) উদ্গত করে তা জীব জন্তুকে পেট ফুলিয়ে মারে বা মরার নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এবং খেয়ে উদরপূর্তি করে, তারপর সূর্যের আলোকে থাকে, পেশাব ও পায়খানা করে এবং জাবর কাটে এরপর আবার ফিরে আসে এবং খায়। অতএব যে ব্যক্তি ন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে তার জন্য এ মাল বরকত পূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে সে ঐ লোকের অনুরূপ যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٩٠- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوْا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَرَكَاتُ الْاَرْضِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ قَالَ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَ يَأْتِىُّ الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ اِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اَكِلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا تَأْكُلُ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ اِنَّ هٰذَ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

২২৯০. আবূ তাহির (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে সর্বাধিক আশংকা করি পার্থিব চাকচিক্যের, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিবেন। তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পার্থিব চাকচিক্য কি? তিনি বললেন, যমীনের বরকত সমূহ। তারা আবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? তিনি বললেন, কল্যাণ ত

কল্যাণ ছাড়া কিছু আনে না। একথা তিনি তিনবার বললেন। তবে বসন্তকাল যা উদ্‌গত করে তা হয় তো (জীব জন্তুকে) মেরে ফেলে অথবা মরার নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে পশু তা খেয়ে উদরপূর্তি করে, তারপর রৌদ্রে গিয়ে জাবর কাটে এবং পেশাব পায়খানা করে, তারপর ফিরে আসে এবং খায়। পার্থিব সম্পদ মধুর ও চাকচিক্যময়! যে ন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে এবং যথাস্থানে তা ব্যয় করে তবে তা হয় উত্তম সহায়ক আর যে অন্যায়ভাবে সম্পদ উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٩١- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْىٰ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرُئِيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا السَّائِلَ (وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ) فَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اَمْتَلاَتْ خَاصِرَتَهَا اَسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلَ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২২৯১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন। আমরাও তাঁর চর্তুপার্শ্বে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার তিরোধানের পর তোমাদের ব্যাপারে আমি যে সব বিষয়ের আশংকা করি এর মধ্যে প্রধানতম বিষয় হচ্ছে পার্থিব জাঁকজমক ও এর চাকচিক্য। তখন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন। তাঁকে বলা হল, তোমার কী ব্যাপার তুমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলছ। আর তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের ঘাম মুছে ফেলে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? মনে হল, তিনি তার প্রশ্ন পসন্দ করেছেন। এরপর তিনি বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ আনে না। অবশ্য বসন্ত কাল যা কিছু উদ্‌গত করে (ভক্ষণকারী) পশুকে পেট ফুলিয়ে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এমনকি যখন তার উভয় কোক পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে উত্তাপ গ্রহণ করে, এরপর সে মল ত্যাগ ও পেশাব করে

এবং পুনরায় চরতে যায়। মনে রাখবে, এ ধন সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মধুর! এ সম্পদ ঐ মুসলমানের উত্তম সঙ্গী যে এ থেকে মিস্কীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরদেরকে দান করে।[১] অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি এ সম্পদ অবৈধভাবে উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন এ সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

٢٨- بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَثِّ عَلٰى كُلِّ ذَالِكَ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ ও অল্প তুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এ গুলোর প্রতি উৎসাহ দান।

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

২২৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কয়েকজন আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাওয়াল করলে তিনি তখন তাঁদের কিছু দান করলেন। আবার তারা সাওয়াল করলেন তিনি তাদেরকে আবার দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট আরও মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদের না দিয়ে মওজুদ রাখব না। যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে ভিক্ষা থেকে পবিত্র রাখেন এবং যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ্ তাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না এবং যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর সম্পদ কাউকে দান করা হয় নি।

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৯৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) .... যুহরী (র.)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْبِرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

১. উক্ত বক্তব্যের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ব্যবহৃত হুবহু শব্দ সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কারণে বর্ণনাকারী বলেন, অথবা যে শব্দে তিনি বলেছেন।

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

২২৯৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা প্রদান করা হল এবং তাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল সেই সফলকাম হল।

٢٢٩٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

২২৯৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইব্ন হারব (রা.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার পরিজনকে জীবন ধারণ করা যায় পরিমাণ রিয্ক দান করুন।

٢٩– بَابُ اِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَنْ يُّخَافُ عَلٰى اِيْمَانِهٖ اِنْ لَمْ يُعْطَ وَاحْتِمَالِ مَنْ سَالَ بِجِفَاءٍ لِجَهْلِهٖ وَبَيَانِ الْخَوَارِجِ وَاَحْكَامِهِمْ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি যাকে দান না করলে ঈমান থেকে ফিরে যাবার আশংকা রয়েছে, তাদের দান করা এবং মুর্খতার কারণে কঠোরতার সাথে সাওয়াল করলে তা সহ্য করা আর খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বিধান

٢٢٩٦– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَغَيْرُ هٰؤُلاَءِ كَانَ اَحَقَّ بِهٖ مِنْهُمْ قَالَ اِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِيْ بَيْنَ اَنْ يَسْاَلُوْنِيْ بِالْفُحْشِ اَوْ يُبَخِّلُوْنِيْ فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ.

২২৯৬. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র.)...... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্টন করলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! এদের ছাড়া অন্যেরা এদের চাইতে অধিক হক্দার ছিল। তিনি বললেন, এরা দু'টি কাজের একটির মধ্যে পতিত হতে আমাকে বাধ্য করেছে। এরা হয় অভদ্রভাবে আমার কাছে সাওয়াল করবে অথবা আমার প্রতি কৃপণতার অভিযোগ আনবে। অথচ আমি কৃপণ হতে রাজী নই।

٢٢٩٧- حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا ح وَحَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

২২৯৭. আমরুন্ নাকিদ ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র.) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন নাজরানে তৈরী মোটা আঁচল বিশিষ্ট একটি চাদর তাঁর গায়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হয়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গর্দানের উপরিভাগে তাকিয়ে দেখলাম এ শক্ত টানের কারণে তাঁর গর্দানের উপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ প্রদত্ত যে মাল তোমার নিকট মওজুদ আছে এর থেকে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য আদেশ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং হেসে দিলেন। এরপর তাকে দান করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ اِلَيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَحْرِ الْاَعْرَابِيِّ وَفِيْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حَتّٰى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتّٰى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِيْ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২২৯৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরামা ইব্‌ন আম্মারের হাদীসে এ কথাটি অতিরিক্ত আছে যে, বেদুঈন লোকটি চাদর ধরে তাঁর দিকে নবী ﷺ -কে এমনভাবে টান দিলে যে, তিনি বেদুঈনের বুকের উপরিভাগে লুটিয়ে পড়লেন। আর হাম্মামের বর্ণনায় আছে যে, "সে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে টানাটানি করল যে, চাদরটি ছিড়ে এক পার্শ্ব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘাড়ের উপর আটকে রইল"।

٢٢٩٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

২২৯৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকটি 'কাবা' বিতরণ করলেন এবং মাখরামা (রা.) কে কিছু দেননি। তখন মাখরামা (রা.) বললেন, হে বৎস! তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে চল। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তারপর তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তাঁকে আমার পক্ষ থেকে ডাক। তিনি বলেন, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকলাম। তিনি বের হয়ে নিকট এলেন। এ সময় ঐ গুলোর একটি 'কাবা' তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর তিনি মাখরামা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাখরামা খুশী হয়েছে।

٢٣٠٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِيْ اَبِيْ مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيْنَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ اَبِيْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ.

২৩০০. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া হাস্‌সানী (র.)..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কয়েকটি 'কাবা' আসল। তখন আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, তুমি আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল্ল হয় তো এর থেকে তিনি আমাকেও কিছু দিবেন। তারপর আমার পিতা (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর) গৃহ দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে একথা বলতে লাগলেন। রাসূলূল্লাহ্ ﷺ তাঁর আওয়ায চিনে ফেললেন এবং বেরিয়ে এলেন, এ সময় তাঁকে সঙ্গে একটি 'কাবা' ছিল। তিনি মাখরামাকে 'কাবা' সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে বললেন, এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, এ কাবা তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُمْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْمُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَااَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ رَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْمُسْلِمًا قَالَ اِنِّيْ لاُعْطِيَ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ وَفِيْ حَدِيْثِ الْحُلْوَانِيِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ.

২৩০১. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)...... সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোক কে (কিছু মাল) দান করলেন। আমি ও তাদের মাঝে বসাছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে এক ব্যক্তিকে এড়িয়ে গেলেন, তাকে দিলেন না। অথচ এ লোকটি এদের তুলনায় আমার কাছে অধিকযোগ্য ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে গোপনে বললাম, অমুক লোকটির ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে একজন মু'মিন বলে ধারণা করি। তিনি বলেন, বরং মুসলমান[১]। এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। ফলে পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি তিনি বললেন, বরং মুসলিম। তার পরে নবী ﷺ বললেন, আমি কোন এক জনকে কিছু দান করি অথচ অন্যজন তার চাইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়, এই আশংকায় যে, অধোমুখী হয়ে সে জাহান্নামে পতিত হতে পারে। হুলওয়ানীর হাদীসে কথাটি তিনবারের স্থলে দু'বার বর্ণিত আছে।

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَلٰى مَعْنٰى حَدِيْثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

২৩০২. ইব্‌ন আবূ উমর, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.) .... যুহরী (র.) থেকে সালিহ্‌ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنُ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِيْ ذَكَرْنَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ أَقِتَالاً اَيْ سَعْدُ اِنِّيْ لأُعْطِيَ الرَّجُلَ.

২৩০৩. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র.).... মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর সূত্রে যুহরী কর্তৃক হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এ ও বর্ণিত আছে যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁর হাত আমার ঘাড় ও কাঁধের উপর মারলেন এবং বললেন, হে সা'দ! তুমি কি আমার সাথে লড়াই করতে চাইছ? আমি অবশ্যই কোন ব্যক্তিকে দান করি।

٢٣٠٤- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَااَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِاءَةَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّثَ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَ هُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاحَدِيْثُ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْاَنْصَارِ اَمَّا ذَوُوْ رَأْيِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفَنَا ﷺ تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْنَ اِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ فَقَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ قَدْ رَضِيْنَا قَالَ فَاِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ اَثَرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا سَنَصْبِرُ.

২৩০৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজায়বী (র.)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হাওয়াযিন গোত্রের যে সম্পদ দান করলেন তা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শদের কিছু লোককে শতে শতে উট দান করলেন। আনসারগণ বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদের দিচ্ছেন, আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারী থেকে এখনো তাদের রক্ত টপটপ করে ঝরছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, তাদের এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের চামড়ার একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তাঁরা সকলে সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কথাটি কী, যা তোমাদের থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে? তখন প্রজ্ঞাবান আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জ্ঞানী লোকেরা কিছুই বলেনি, অবশ্য আমাদের মধ্যে কিছু অল্প বয়সের লোক বলেছে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরায়শদের দান করছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন। অথচ তাদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারী থেকে টপটপ করে ঝরছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা সবেমাত্র কুফরী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমি দান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন দৌলত নিয়ে যাবে আর তোমরা আপন গৃহে প্রস্থান করবে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ কে নিয়ে? আল্লাহ্র কসম! তোমরা যা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে তা উত্তম এ জিনিস থেকে যা নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করছে। তারপর আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাঁ, অবশ্যই আমরা এতে সন্তুষ্ট আছি। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের চাইতে আরো বেশী অগ্রাধিকার পেতে দেখবে। এমতাবস্থায় তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করবে। আমি অবশ্য হাউযে কাওসারের পাশে থাকব (সেখানে আমাকে তোমরা পাবে)।

٢٣٠٥– وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَااَفَاءَ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِيْنَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَاَمَّا اُنَاسُ حَدِيْثَةُ اَسْنَانِهُمْ.

২৩০৫. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের যে ধন সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে (ফায় হিসেবে) দিয়েছেন,.... এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, আনাস (রা) বললেন, আমরা ধৈর্য্যধারণ করতে পারি নি কারণ আমাদের মধ্যে অল্প বয়সী রয়েছে।

٢٣٠٦– وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَنَسُ قَالُوْا نَصْبِرُ كَرِوَايَةِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

২৩০৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আনাস (রা.) বলেছেন যে, তারা বললেন, "আমরা ধৈর্য্যধারণ করব"। যেমন যুহরী থেকে ইউনুসের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে।

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ ابْنُ اُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ابْنَ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَاِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اَجْبُرَهُمْ وَاَتَاَلَّفَهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ.

২৩০৭. মুহাম্মদ ইবনুল মাসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে অন্য গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন, নেই। তবে আমাদের ভগ্নিপুত্রগণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ভগ্নিপুত্রগণ কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শ লোকেরা সবেমাত্র জাহেলী যুগ বর্জন করেছে এবং সদ্য বিপদমুক্ত হয়েছে। অতএব আমার ইচ্ছা, আমি তাদের ক্ষতির প্রতিদান দিব এবং তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করব। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -কে নিয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি সমস্ত মানুষ এক প্রান্তরে চলতে থাকে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাটি দিয়ে তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের ঘাটিতে তাদের সাথে চলব।

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِىْ قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَاِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ قَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ وَكَانُوْا لاَيَكْذِبُوْنَ قَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْشِعْبًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْشِعْبَ الْاَنْصَارِ.

২৩০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গণীমতের মাল কুরায়শদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এতে আনসারগণ বলতে লাগলেন যে, এ কি

আশ্চর্য! আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত ঝরছে আর আমাদের গণীমত তাদের দেওয়া হচ্ছে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, কী তা যা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌছেছে? তারা বললেন, যা আপনার কাছে পৌছেছে তা ঠিকই আর আনসাররা মিথ্যা কথা বলতেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ফিরে যাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে। যদি লোকজন কোন প্রান্তর বা ঘাটি দিয়ে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য প্রান্তর বা ঘাটি দিয়ে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের প্রান্তর বা ঘাটিতেই চলব।

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَالِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَاحَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ.

২৩০৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)…. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের সন্তান সন্ততি এবং পশুপালন নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হল। নবী ﷺ -এর সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য ছিল এবং তাঁর সঙ্গে আরো ছিল ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসী। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তারা সবাই পালিয়ে গেল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাকী রয়ে গেলেন। এ

সময় তিনি উচ্চস্বরে দু'বার ডাক দিলেন। এ দু'য়ের মধ্যে কথা মিশ্রিত ছিল না। আনাস (রা) বলেন যে, তিনি ডান দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাব্বায়ক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আনাস (রা) বলেন, তারপর বাম দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাব্বায়ক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন এরপর তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অবশেষে মুশরিকরা পরাজিত হল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাভ করেন তাদের থেকে বহু গণীমতের মাল। তিনি ঐ গুলো মুহাজির এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে আনসারগণ বলতে লাগল, বিপদকালে আমাদের ডাকা হয় আর গণীমত আমাদের ছাড়া অন্যদেরকে দেওয়া হয়। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদের একটি তাঁবুতে সমবেত করলে এবং বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! এ-কি কথা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে? তারা নীরব রইলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমার কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকের পার্থিব ধনসম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে নিয়ে ফিরে যাবে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। তারা বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতে আমরা সন্তুষ্ট আছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি লোকেরা একটি প্রান্তরে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাঁটিতে তাহলে আমি আনসারদের ঘাটিই অবলম্বন করব। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হামযা (আনাস)! তুমি কি এ সময় উপস্থিত ছিলে? তিনি বললেন, আমি কোথায় তাঁর থেকে অনুপস্থিত থাকব?

٢٣١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ السُّمَيْطُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ اِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ بِاَحْسَنِ صُفُوْفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَالِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيْرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ الْاَلْفِ وَعَلٰى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَالِيْدِ قَالَ فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِىْ خَلْفَ ظُهُوْرِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ اَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْاَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَالَ الْمُهَا جِرِيْنَ يَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ ثُمَّ قَالَ يَالَ الْاَنْصَارِ يَالَ الْاَنْصَارِ قَالَ قَالَ اَنَسٌ هٰذَا حَدِيْثُ عِمِّيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَايْمُ اللّٰهِ مَا اَتَيْنَاهُمْ حَتّٰى هَزَمَهُمُ اللّٰهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَالِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا اِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا قَالَ

فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيْثَ كَنَحْوِ حَدِيْثِ قَتَادَةَ وَاَبِى التَّيَّاحِ وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ.

২৩১০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, হামিদ ইব্ন উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয় করলাম। তারপর হুনায়নের যুদ্ধে অগ্রসর হলাম। এ সময় মুশরিকরা সুশৃংখল ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হল। প্রথম কাতারে ছিল তাদের অশ্বারোহী দল, তারপর পদাতিক বাহিনীর কাতার, তারপর মহিলাদের কাতার, তারপর বক্রীর কাতার, তারপর উটের কাতার। আনাস (রা.) বলেন, আমরা ছিলাম সংখ্যায় অনেক। আমার সংখ্যা ছয় হাজার গিয়ে পৌছেছিল।[১] আমাদের ডান দিকের অশ্বরোহী দলের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)। এক সময় আমাদের ঘোড়াগুলো পশ্চাদপদ হতে লাগল এবং আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ময়দান ছেড়ে গেল। আর বেদুঈন লোকেরা এবং আমদের কিছু জানা লোকও পালাল। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হে মুহাজির সম্প্রদায়! আবার বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! রাবী বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন, হাদীসের পরবর্তী অংশ আমার চাচাদের কাছ থেকে বর্ণিত। আমরা বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম আমরা আমাদের স্থানে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের পরাজিত করে দিলেন। আমরা তাদের সে সকল সম্পদ হস্তগত করলাম। তারপর আমরা তায়িফের দিকে চললাম এবং তায়িফ বাসীদের চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলাম। তারপর আমরা মক্কার দিকে ফিরে এলাম এবং তথায় অবতরণ করলাম। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোককে একশ করে উট দিতে লাগলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ কাতাদা, আবূ তায়্যাহ ও হিশাম ইব্ন যায়িদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٣١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُوْنَ ذَالِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ.

أَتَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ * بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْاَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَاحَابِسٌ * يَفُوْقَانِ مِرْدَاسَ فِى الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُوْنَ امْرِئٍ مِنْهُمَا * وَمَنْ يُخْفَضِ الْيَوْمَ لَايُرْفَعِ.

قَالَ فَاَتَمَّ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةً.

২৩১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র.).... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ও আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা.) সহ উক্ত ব্যক্তিদের একশ' করে উট প্রদান করলেন। আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা.)-কে ঐ পরিমাণ সংখ্যা থেকে কিছু কম দিলেন। তখন আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা.) বললেন, আপনি আমার ও আমার ঘোড়ার অংশকে বন্টন করছেন, উয়ায়না এবং আকরা'র মাঝে। অথচ উয়ায়না ও আকরা' কোন সমাবেশে মিরদাস হতে অগ্রণী হতে পারেনি। আমি তাদের চেয়ে কম বাহাদুর নই, আজকে যাকে ছোট করা হবে সে আর বড় হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তকেও একশ উট পূর্ণ করে দিলেন।

٢٣١١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَاَعْطٰى اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مَائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهٖ وَزَادَ وَاَعْطٰى عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ مِائَةً.

২৪১২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আদ-দাবী (র.).... উমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র.) সূত্রে এ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা.)-কে একশ উট প্রদান করলেন। তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলকামা ইব্‌ন উলাসা (রা.)-কে একশ' উট প্রদান করলেন।

٢٣١٢- وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ فِيْ حَدِيْثِهٖ.

২৩১৩. মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র.)...... সাঈদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার হাদীসের মধ্যে আলকামা ইব্‌ন উলাসা ও সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা কথা উল্লেখ করেন নি এবং কবিতাগুলোও তার হাদীসে বর্ণিত নেই।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَاَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّ الْاَنْصَارَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُصِيْبُوْا مَا اَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَمْ اَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللّٰهُ بِيْ وَعَالَةً فَاَغْنَاكُمُ اللّٰهُ بِيْ وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللّٰهُ بِيْ

وَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ فَقَالَ اَلاَ تُجِيْبُوْنِىْ فَقَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الْاَمْرِ كَذَا وَكَذَا الْاَشْيَاءِ عَدَّدَهَا زَعَمَ عَمْرُو اَنْ لاَ يَحْفَظَهَا فَقَالَ اَلاَ تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْاِبِلِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رِحَالِكُمْ اَلْاَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارُ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اَمْرَاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ.

২৩১৪. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়ন বিজয় হয়ে গেলে গনীমতের মাল বন্টন করলেন এবং আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নও মুসলিমদের তা থেকে দিলেন। পরে তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, আনসারদের পসন্দ এই যে, তাদেরও অন্যান্য লোকদের সমান দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আনসারদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তার পর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদে পথহারা পাইনি? পরে আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত করেছেন। আমি কি তোমাদের নিঃস্ব পাইনি? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের বিত্তশালী করেছেন। আমি কি তোমাকের বিচ্ছিন্ন পাইনি? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের সংহত করেছেন। আনসারগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ অনুগ্রহশীল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি আমার কথার উত্তর দিবে না? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অনুগ্রহশীল। তিনি বললেন, তোমরা কি চাও, তোমরা এরূপ, এরূপ বল এবং এরূপ কর? বলতে বলতে তিনি কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করলেন। (বর্ণনাকারী) আমর (রা.) বলেন যে, তিনি তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি খুশী হবে না যে লোকেরা বক্রী এবং উট নিয়ে (ফিরে) যাবে আর তোমরা তোমাদের গৃহে যাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে নিয়ে? আনসারগণ আমার নিকটতম আর অন্যান্যরা আমার থেকে দূরের। যদি হিজরত না হত তবে অবশ্যই আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি লোকেরা এক প্রান্তরে বা এক ঘাটিতে চলে তবে আমি অবশ্যই আনসারদের প্রান্তর ও ঘাটি দিয়েই পথ চলব। তোমরা আমার পর একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে দেখবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, হাউযে কাউসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত।

٢٣١٥– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ﷺ جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِى الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى

الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ اَقِسْمَةٌ مَاعُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ ذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَااَرْفَعُ اِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا.

২৩১৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল বন্টনে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা.)-কে একশ' উট দিলেন। উয়ায়না (রা.)-কেও অনুরূপ দিলেন। আরবের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকেও গনীমতের মাল দিলেন। বন্টনে তাদের সেদিন অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি। এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আবদুল্লাহ্ ﷺ -এর বলেন, এ কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, এ সংবাদ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌছিয়ে দিব। তারপর আমি তাঁর নিকট এসে সে যা বলেছিল তা বলে দিলাম। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ন্যায়বিচার করেন নি তবে ন্যায়বিচার আর কেই বা করবে? তারপর তিনি বলেলেন, আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি দয়া করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। রাবী বলেন, আমি মনে মনে স্থির করলাম, ভবিষ্যতে এ ধরনের সংবাদ কখনো আমি তাঁকে নিকট আর পৌঁছাব না।

٢٣١٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَااُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَالِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّى لَمْ اَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ اُوْذِىَ مُوْسٰى بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

২৩১৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ বন্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। রাবী বলেন, তারপর আমি নবী ﷺ -এর নিকট এসে চুপিচুপি তাঁকে এ কথা বললাম। এতে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এমনকি তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যদি আমি তাঁর নিকট (এ কথা) না বলতাম! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি বললেন, হযরত মূসা (আ.)-কে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٣١٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ

مِنْ حُنَيْنٍ وَفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِى النَّاسَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَكُنْ اَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْتُلُ هٰذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اَنِّىْ اَقْتُلُ اَصْحَابِىْ اِنَّ هٰذَا وَاَصْحَابَهُ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জিইররানাতে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসল। এ সময় বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে কিছু রৌপ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ থেকে নিয়ে নিয়ে লোকদের দান করতে লাগলেন। তখন লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি ন্যায় না করি, তবে কে ন্যায় করবে? যদি আমি ন্যায় না করি তবে তা আমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে কতল করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র পানাহ, এতে লোকেরা রটাবে যে, আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করছি। এ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা তো কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা কুরআন থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

٢٣١٨- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৩১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গণীমতের সম্পদ বন্টন করছিলেন। উক্ত হাদীস শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٢٣١٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِىْ تُرْبَتِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْاَقْرَعِ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىُّ وَعُيَيْنَةَ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِىُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِىُّ ثُمَّ اَحَدُ بَنِىْ

كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ اَحَدُ بَنِيْ نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا اَيُعْطِيْ صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اِنَّمَا فَعَلْتُ ذَالِكَ لاَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهِ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِيْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَتَأْمَنُوْنِيْ قَالَ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِيْ قَتْلِهِ (يُرَوْنَ اَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

২৩১৯. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.).... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.) ইয়ামান থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা চারজন লোকের মধ্যে বন্টন করলেন। আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইব্ন বাদর ফাযারী, আলকামা ইব্ন উলাসা আমিরী তিনি বনী কিলাবের একজন আর যায়দ আল খায়র তাঈ তিনি বনী নাবহানের একজন। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, এতে কুরায়শারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তিনি নজদের সর্দারদের দিচ্ছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্যই তা করেছি। ইতিমধ্যে ঘনদাঁড়ি, ফোলাগাল কোটরাগত চোখ, উচু ললাট এবং মুন্ডিত মস্তক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্কে ভয় কর। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যদি আল্লাহ্র নাফরমানী করি তবে তাঁর আনুগত্য করবে কে? এ পৃথিবীর অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে বিশ্বাস করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না। রাবী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। তখন উপস্থিত সাহাবীদের একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) হবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ লোকটির বংশ থেকে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা মূর্তি পূজকদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে। তারাই ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। আমি যদি তাদের পাই তাহলে অবশ্যই আদ সম্প্রদায়ের মত তাদের হত্যা করতাম।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِيْ اَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا

عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقُّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلاَءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِيْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْاِزَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ اَحَقُّ اَهْلِ الاَرْضِ اَنْ يَتَّقِيَ اللّٰهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ لاَ لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَالَيْسَ فِىْ قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اُوْمَرْ اَنْ اَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلاَ اَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (র.) দাবাগাত করা চামড়ার থলিতে করে কিছু সোনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। তখনো স্বর্ণগুলো মাটি থেকে পৃথক করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ গুলো চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন, আক্‌রা' ইব্‌ন হাবিস, যায়িদ আল-খায়ল, চতুর্থ ব্যক্তি হয় তো আলকামা ইব্‌ন উলাসা অথবা আমির ইব্‌ন তুফায়ল (রা.)। তখন সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, তাদের থেকে আমরাই এ মালের অধিক হক্‌দার ছিলাম। এ খবর নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? অথচ যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে আমি আমানতদার। আমার কাছে সকাল সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে। রাবী বলেন, তখন কোটরাগত চোখ, ফোলাগাল, উঁচু ললাট, ঘন দাঁড়ি, মুন্ডিত মস্তক এবং লুঙ্গি কাঁচানো এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আল্লাহ্‌কে ভয় করার ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি কি সর্বাধিক যোগ্য নই? রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। এ সময় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না সম্ভবত সে সালাত আদায় করে। খালিদ (রা.) বললেন, অনেক মুসল্লী আছে যারা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মানুষের হৃদয় অনুসন্ধানের এবং পেট বিদীর্ণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকালেন, সে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তার বংশে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা অনায়াসে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন. যদি আমি তাদের পাই তবে অবশ্যই আমি তাদের সামূদ সম্প্রদায়ের মত হত্যা করব।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَبْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُوْقَهُ قَالَ لاَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدُ سَيْفُ اللّٰهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لاَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ لَيِّنًا رَطَبًا وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২১. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ..... উমর ইব্‌ন কা'কা (র.) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারীর এ হাদীসের মধ্যে আলকামা ইব্‌ন উলাসার কথা রয়েছে। কিন্তু আমির ইব্‌ন তুফায়লের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে এ হাদীসের মধ্যে نَاشِزُ এর স্থলে نَاتِئُ الْجَبْهَةِ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত একথাও বর্ণিত আছে যে, এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। তারপর লোকটি পেছনের দিকে চলে গেল। এরপর খালিদ সাইফুল্লাহ্ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। এরপর বললেন, অচিরেই তার বংশ থেকে এমন কাওম সৃষ্টি হবে, যারা নম্রভাবে মধুর সুরে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন ঃ যদি আমি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়ের মত অবশ্যই তাদের হত্যা করব।

٢٣٢٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنَ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالأَقْرَعِ ابْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২২. ইব্‌ন নুমায়র (র.) ..... উমারা ইব্‌ন কা'কা (র.) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনাগুলো যায়দ আল-খায়র, আকরা' ইব্‌ন হাবিস, উয়ায়না ইব্‌ন হিসন ও আলকামা ইব্‌ন উলাসা বা আমির ইব্‌ন তুফায়ল (রা.) এই চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। আবদুল ওয়াহিদের হাদীসের মতে এ হাদীসেও نَاشِزُ الْجَبْهَةِ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, "এর ঔরষ থেকে এমন এক কাওম বের হবে"। তবে এ হাদীসের মধ্যে "যদি আমি তাদেরকে পাই; তবে সামূদ সম্প্রদায়ের হত্যা করার মত আমিও তাদেরকে হত্যা করব" কথাটি উল্লেখ নেই।

٢٣٢٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ فَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِى اِلٰى سَهْمِهِ اِلٰى نَصْلِهِ اِلٰى رِصَافِهِ فَيَتَمَارٰى فِى الْفُوْقَةِ هَلْ عَلَّقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَىْءٌ.

২৩২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)...... আবূ সালামা ও আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তারা দু'জন আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর নিকট এসে হারুরিয়্যা (খারেজী সম্প্রদায়)দের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হারুরিয়্যাদের আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হারুরিয়্যা কারা আমি জানি না, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি যে, এ উম্মাতের মাঝে, তিনি "এ উম্মাত থেকে" (এ কথা বলেন নি) এমন কাওম বের হবে তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু এ কুরআন তাদের হলকুম বা কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তার তীর, নাসল রুসাফ এর ফুকার (ধনুকের বিভিন্ন অংশের আরবী নাম) প্রতি তাকিয়ে দেখে যে, এগুলি রক্তে রঞ্জিত কিনা?

٢٣٢٤- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا اَتَاهُ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْدِلْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِىْ اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ

الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ اِلٰى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ اِلٰى
رِصَافَةِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ اِلٰى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ وَهُوَ الْقَدْحُ ثُمَّ يُنْظَرُ
اِلٰى قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ
ثَدْىِ الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلُ الْقَبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ
فَاَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَاتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ فَاَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَاُتِىَ بِهِ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ نَعَتَ.

২৩২৪. আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফিহরী (র.)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কিছু সম্পদ বন্টন করলেন। এ সময় বনী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি! আমি যদি ইসনাফ না করি তবে তো আমি অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার সঙ্গী সাথীরা তো এমন যে, তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে এবং তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের তুলনায় নগণ্য মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল অতিক্রম করে। তখন তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি ধনুকের নাসল পরীক্ষা করে দেখবে এতে কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর সে এর রুসাফ পরীক্ষা করে দেখবে এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপর সে এর নায়িইও পরীক্ষা করে দেখবে এতে ও কিছুই পাওয়া যাবে না। কাদাহ্‌কেই নাযিই বলা হয়। তারপর সে এর কুযায পরীক্ষা করে দেখবে এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তীর এত তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় যে মল বা রক্তের গাদ এতে লাগতেই পারে না। এ সম্প্রদায়ের লোকদের পরিচয় এই যে, এক কাল ব্যক্তি যার উভয় বাহু হতে একটি বাহু হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরা বাড়তি গোশ্‌তের ন্যায়। এদের আবির্ভাব তখন হবে যখন লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আলী (রা.) এ লোকটিকে খোঁজ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তাকে তালাশ করে পাওয়া গেল। এরপর তাকে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার যে নিদর্শন করেছেন সে বর্ণিত নিদর্শন মুতাবিক আমি তার দিকে তাকালাম।

٢٣٢٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُوْنُوْ فِيْ اُمَّتِهِ يَخْرُجُوْنَ فِيْ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ اَوْ مِنْ اَشَرِّ الْخَلْقِ يَقْتُلُهُمْ اَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ اِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمْ مَثَلاً اَوْ قَالَ قَوْلاً الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ اَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى بَصِيْرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضْيِهِ فَلاَ يَرَى بَصِيْرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوْقِ فَلاَ يَرَى بَصِيْرَةً قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَاَنْتُمْ قَتَلْتُمُوْهُمْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ.

২৩২৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.)...... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা তাঁর উম্মাতের মাঝেই সৃষ্টি হবে। তারা আবির্ভূত হবে ঐ সময় যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মাথা মুন্ডান থাকবে। তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হবে। তাদেরকে দু'দলের এমন দলটি হত্যা করবে যারা সত্যের দিকে অধিক নিকটবর্তী। এরপর নবী ﷺ তাদের একটি উপমা বর্ণনা করলেন অথবা করলেন, এক ব্যক্তি লক্ষ্যস্থল নিরুপন করে তীর নিক্ষেপ করে এরপর নাসল পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র রক্তও সে দেখতে পায় না। এরপর এর নাযিই পরীক্ষা করে দেখে, এতেও বিন্দুমাত্র রক্ত সে দেখে না। তারপর সে এর ফুক পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতেও সে বিন্দুমাত্র কোন কিছু দেখতে পায় না। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছ।

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩২৬. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র.) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের মতবিরোধের সময় একটি দল বের হবে, তাদেরকে হত্যা করবে, দু'দলের এমন দলটি যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ فِرْقَتَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِيْ قَتْلُهُمْ اَوْلاَ هُمْ بِالْحَقِّ.

২৩২৭. আবুর রাবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতে দু'টি দল সৃষ্টি হবে। তখন তাদের থেকে অন্য আরেকটি দল সৃষ্টি হবে। এদলকে দু'দলের ঐ দলই হত্যা করবে যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِىْ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِىْ قَتْلَهُمْ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ...... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মানুষের মধ্যে যখন মত বিরোধ দেখা দিবে তখন একদল লোক বের হবে। তাদেরকে হত্যা করবে দু'দলের যে দলটি হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٢٩- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرَفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ ذَكَرَ فِيْهِ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ عَلٰى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ اَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ.

২৩২৯. উবায়দুল্লাহ্ কাওয়ারীরী (র.)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি এক কাওম সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, এক ভীষণ মতবিরোধ চলাকালীন অবস্থায় তারা আবির্ভূত হবে। দু'দলের যে দলটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবে, তারা তাদেরকে হত্যা করবে।

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْلَ عَلَيْهِ مَالَمْ يَقُلْ وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِىْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৩৩০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আশাজ্জ (র.) ..... সুওয়াদ ইব্ন গাফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেন নি এরূপ কোন কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামে বলার চেয়ে আমার নিকট আকাশ হতে পতিত হওয়া অধিক পসন্দনীয়। যখন আমি এবং তোমরা পরস্পর কোন কথা বলি তখন মনে রাখবে যে, যুদ্ধে প্রতারণা সাদৃশ্য কৌশল বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি; তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল লোক বের হবে, তাদের বয়স কম হবে এবং জ্ঞানের দিক থেকে তারা হবে মুর্খ। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্য স্থলভেদ করে। যখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তখন তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করার মাঝে রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিদান ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাদেরকে হত্যা করেছে।

٢٣٣١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৩৩১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর মুকাদ্দমী, আবূ বাক্র ইব্ন নাফি' (র.) .... আমাশ (র.) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৩২. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র.) আমাশ (র.) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে "তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়" কথাটি উল্লেখ নেই।

٢٣٣٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْمُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ لَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوْا الْحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ

مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

২৩৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর মুকাদ্দমী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) ..... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, এদের মধ্য এক ব্যক্তি এমন হবে যার হস্তদ্বয় খাটো হবে। তোমরা ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন না করলে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কথা মুহাম্মদ ﷺ থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ, আমি শুনেছি, এ কা'বা গৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বা গৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বা গৃহের মালিকের শপথ।

٢٣٣٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ لاَ اُحَدِّثُكُمْ اِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوَ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ مَرْفُوْعًا.

২৩৩৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবীদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার থেকে আমি যা শুনেছি তাই তোমাদের নিকট বর্ণনা করছি। এরপর তিনি আয়্যূবের অনুরূপ আলী (রা.) থেকে হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করলেন।

٢٣٣٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّهُ كَانَ فِى الْجَيْشِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِيْنَ سَارُوْا اِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ صَلاَتُكُمْ اِلٰى صَلاَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ اِلٰى صِيَامِهِمْ بِشَىْءٍ يَقْرَاؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَحْسِبُوْنَ اَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَتُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ قُضِىَ لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَ تَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ وَاٰيَةُ ذَالِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدُ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلٰى رَاْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْىِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بَيْضُ فَتَذْهَبُوْنَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَاَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُوْنَ هٰؤُلاَءِ يَخْلُفُوْنَكُمْ فِىْ ذَرَارِيْكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنُوْا هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَاِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوْا الدَّمَ الْحَرَامَ وَاَغَارُوْا فِىْ

سَرْحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلَى اِسْمِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً حَتّٰى قَالَ مَرَرْنَا عَلٰى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا اَلْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّسِبِيُّ فَقَالَ لَهُ الْقُوا الرِّمَاحَ وَسَلُّوْا سُيُوْفَكُمْ مِنْ جُفُوْنِهَا فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُوْرَاءَ فَرَجَعُوْا فَوَحَّشُوْا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوْا السُّيُوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا اُصِيْبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلْتَمِسُوْا فِيْهِمُ الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى اَتٰى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ قَالَ اَخِّرُوْهُمْ فَوَجَدُوْهُ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِىْ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ حَتّٰى اَسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ.

২৩৩৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.) ..... যায়দ ইব্ন ওয়াহব জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন, যারা আলী (রা.)-এর সাথে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সফর করেছিলেন। আলী (রা.) বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মত থেকে এমন একদল লোক বের হবে যারা কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তোমাদের কিরা'আত তাদের কিরা'আতের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে। তোমাদের সালাত তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের সাওম তাদের সাওমের তুলনায় কিছুই নয়। তারা নিজেদের কল্যাণ ভেবে কুরআন পাঠ করবে কিন্তু এ তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। তাদের সালাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যাবে, যে সেনাদল কর্তৃক তারা আক্রান্ত হবে তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ -এর মুখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে তা যদি সৈন্যগণ জানত তবে অবশ্যই তারা আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি হবে যার বাহুর সঙ্গে হাত থাকবে না। স্তনের বোটার ন্যায় এর উপরে থাকবে সাদা কতগুলো পশম। (আলী রা.) বলেন, তোমরা মু'আবিয়া (রা.) ও সিরিয়াবাসীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছ এবং তাদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছ অথচ তারা তোমাদের পেছনে তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কষ্ট দিবে এবং তোমাদের ধন্ সম্পদ নষ্ট করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি আশংকা করি তারাই ঐ কাওম যারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটাবে এবং মানুষের পশুগুলো লুণ্ঠন করবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চল। সালামা ইব্ন কুহায়ল (রা.) বলেন, এরপর যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র.) আমার নিকট সৈন্যদের বিভিন্ন মঞ্জিলে অবতরণের কথা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, যেতে যেতে আমরা একটি পুল অতিক্রম করলাম। এরপর আমরা তাদের সাক্ষাৎ পেলাম। সে দিন খারেজীদের সেনাপতি ছিল, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব রাসিবী সে তাদেরকে

নির্দেশ দিল, তোমরা বর্শা রেখে দাও এবং তরবারী খাপ মুক্ত কর। আমি আশংকা করছি, তারা তোমাদের প্রতি হামলা করবে যেমন হারুরার দিন হামলা করেছিল। এরপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ বর্শা খুলে রেখে দিল এবং তরবারী কোশ মুক্ত করল। মুসলমানগণ বর্শা দ্বারা তাদের প্রতি আক্রমণ করলে তারা নিহত হয়ে একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগল। সে দিন মুসলমানদের দুই ব্যক্তিই কেবল শহীদ হয়েছিলেন। তখন আলী (রা.) বললেন, তোমরা এদের মধ্যে খাটো হাত বিশিষ্ট লোকটিকে তালাশ কর। তারা সকলেই তাকে তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না। এরপর আলী (রা.) স্বয়ং দাঁড়ালেন এবং একের উপর এক পতিত লাশগুলোর কাছে গেলেন। এরপর তিনি লাশগুলো সরাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় তারা মাটির সাথে লেগে থাকা অবস্থায় খাটো হাত বিশিষ্ট লোকটিকে পেয়ে গেলেন। তখন আলী (রা.) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবীদা সালমানী (রা.) তার নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তিনিই, ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আপনি এ হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এভাবে তিনি তিনবার কসম দিয়ে একথা বললেন।

٢٣٣٦- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْحَرُوْرِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالُوْا لاَحُكْمَ اِلاَّ لِلّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَبِهَا بَاطِلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا اِنِّيْ لاَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِيْ هٰؤُلاَءِ يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِاَلْسِنَتِهِمْ لاَيَجُوْزُ هٰذَا مِنْهُمْ (وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهِ) مِنْ اَبْغَضِ خَلْقِ اللّٰهِ اِلَيْهِ مِنْهُمْ اَسْوَدُ اِحْدٰى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ اَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوْا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَجِدُوْا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوْا فَوَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ وَجَدُوْهُ فِيْ خَرِبَةٍ فَاَتَوْابِهِ حَتّٰى وَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاَنَا حَاضِرُ ذَالِكَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيْهِمْ زَادَ يُوْنُسُ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرُ وَحَدَّثَنِيْ رَجُلُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَالِكَ الْاَسْوَدَ.

২৩৩৬. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন বেরিয়ে গেল তখন তিনি (রাবী) আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন, তারা বলতে লাগল যে, "হুকুম একমাত্র আল্লাহ্‌র"। তখন আলী (রা.)

বললেন, "কথা তো হক কিন্তু এর উদ্দেশ্য বাতিল"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোকের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, এ নিদর্শনগুলো এদের মাঝে আমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি। তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু এ কথা তাদের এস্থানও অতিক্রম করবে না। এ সময় তিনি কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করেছেন। তারা সৃষ্টি জগতের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত লোক। তাদের মধ্যে একজন কাল লোক রয়েছে। তার একটি হাত বক্‌রীর স্তনের মত অথবা স্তনের বোটার মত। যখন আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা (তাকে) তালাশ কর। তারা তালাশ করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মিথ্যা বলি নি এবং আমার নিকট মিথ্যা বলা হয়নি, একথা তিনি দু'বার কিম্বা তিনবার করে বললেন। অতঃপর তারা তাকে লাশের স্তুপের মধ্যে পেয়ে আলী (রা.)-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং তার সামনে রেখে দিলেন। উবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, তাদের বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাদের সম্পর্কে আলী (রা.) যা বলেছেন আমি তা শুনেছি। ইউনুস (র.)-এর রিওয়ায়াতে তিনি এ কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, বুকায়র বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন হুনায়ন থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন হুনায়ন (র.) বলেছেন, আমি কাল লোকটিকে দেখেছি।

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ اَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِىَّ اَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِىِّ قُلْتُ مَا حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৩৩৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র.) .... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার পর আমার উম্মাতের থেকে অথবা অচিরেই আমার পর আমার উম্মাত থেকে এমন কাওম আবির্ভূত হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তারা আর দীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টি জগতের সর্ব নিকৃষ্ট লোক হবে এবং তাদের স্বভাব ও হবে নীচু ধরনের। ইব্‌ন সামিত (রা.) বলেন, হাকাম গিফারীর ভাই রাফি' ইব্‌ন আম্‌র গিফারী (র.) থেকে এ কেমন কেমন হাদীস শুনতে পেলাম। তার নিকট আমি হাদীসটি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ হাদীস আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি।

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ

سَمِعْتُهُ (وَاَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৩৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ..... ইউসায়র ইব্‌ন আম্‌র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ খারেজীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা কি আপনি শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি তা শুনেছি। এ সময় নবী ﷺ পূর্ব দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, তারা এমন কাওম যারা মুখে কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্য স্থল ভেদ করে।

٢٣٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ اَقْوَامٌ.

২৩৩৯. আবূ কামিল (র.) .... সুলায়মান শায়বানী (র.)-এর সূত্রে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ উম্মাতের থেকে কতিপয় সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اُسَيْرِبْنِ عَمْرٍو وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتِيْهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُسُهُمْ.

২৩৪০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র.)........ সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যাদের সকলেই থাকবে মাথা মুণ্ডান অবস্থায়।

٣٠- بَابُ تَحْرِيْمِ الزَّكَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ.

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ্য। তাঁর বংশধর হল, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকজন অন্য কেউ নয়।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَخْ كَخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বরী (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইব্ন আলী (রা.) সাদাকার একটি খেজুর হাতে নিয়ে তা মুখে পুরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'কাখ-কাখ' ধ্বনি দ্বারা ইংগিত করে বললেন, এ ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাকা খাই না।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

২৩৪২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র.) ..... শু'বা (র.) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে যে, সাদাকা আমাদের জন্য হালাল নয়।

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ اَنَّا لاَنَاْكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও ইবনুল মুসান্না (র.) ..... শু'বা (র.) থেকে এ সনদে ইব্ন মু'আয (রা.) -এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাদাকা আমরা খাই না।

٢٣٤٤- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ ثُمَّ اَرْفَعُهَا لاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا.

২৩৪৪. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে আমার বিছানার উপর একটি খেজুর পড়ে আছে দেখতে পেলাম। এরপর খাওয়ার জন্য আমি তা উঠিয়ে নিলাম। তারপর তা সাদাকার হবে বলে আমার আশংকা হল। তাই আমি তা ফেলে দিলাম।

٢٣٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ اَوْ فِىْ بَيْتِىْ فَاَرْفَعُهَا لاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً اَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَاُلْقِيْهَا.

২৩৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.) ..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বলে তিনি তার থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে একটি খেজুর বিছানায় অথবা ঘরের ভেতর পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং খাওয়ার জন্য তা উঠিয়ে নিলাম। এরপর আমার ভয় হল, হয়ত তা সাদাকা হবে। তাই আমি তা ফেলে দিলাম।

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا.

২৩৪৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন ইয়াহ্‌য়া (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, এ যদি সাদাকার খেজুর না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা খেয়ে ফেলতাম।

٢٣٤٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا.

২৩৪৭. আবূ কুরায়ব (র.) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় বললেন, যদি এ সাদাকা না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা ভক্ষণ করতাম।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَ كَلْتُهَا.

২৩৪৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, যদি সাদাকার না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা ভক্ষণ করতাম।

٢٣٤٩- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ وَاللّٰهِ لَوْ بَعَثْنَا هٰذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ (قَالاَ لِىْ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) اِلٰى رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَا فَاَمَّرَهُمَا عَلٰى هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَاَدَّيَا مَا يُؤَدِّيْ النَّاسُ وَاَصَابَا مِمَّا يُصِيْبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِيْ ذَالِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَالِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ لاَ تَفْعَلاَ فَوَ اللّٰهِ مَاهُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا تَصْنَعُ هٰذَا اِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللّٰهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِيُّ اَرْسِلُوْهُمَا فَانْطَلَقَا وَاَضْطَجَعَ عَلِيُّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبِقْنَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِاٰذَانِنَا ثُمَّ قَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَحَدُ نَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّىَ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّىْ النَّاسُ وَنُصِيْبَ كَمَا يُصِيْبُوْنَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيْلاً حَتّٰى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اَنْ لاَتُكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ اَدْعُوْالِيْ مَحْمِيَةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ (لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) فَاَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ (لِيْ) فَاَنْكَحَنِيْ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِيْ.

২৩৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা আয্ যুবাঈ (র.) ...... আবদুল মুত্তালিব ইবনুল হারিস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাবী'আ ইবনুল হারিস (র.) এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। (রা.) একত্রিত হলেন। এরপর তারা বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা যদি আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ এবং ফয্ল ইব্ন আব্বাস (রা.) এ দু'জন যুবককে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠাই এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে। এরপর তিনি তাদেরকে যাকাত উসূলকারী নিয়োগ করেন এবং মানুষ যা যাকাত প্রদান করবে তা তারা নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা পারিশ্রমিক হিসাবে ঐ পরিমাণ পায় যা অন্যান্য লোকেরা পেয়ে থাকে। এ সময় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) এসে তাদের নিকট দাঁড়ালেন। তারা এ বিষয়টি তার নিকট আলোচনা করলেন। তখন আলী (রা.) বললেন, আপনারা পাঠাবেন না। কারণ আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এ কাজ করবেন না। তখন রাবী'আ ইব্নুল হারিস (র.) আলী (রা.)-এর প্রতি রেগে গেলেন এবং বললেন,

আল্লাহ্‌র শপথ। আপনি আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এ আচরণ করছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু আমরা তো এতে আপনার প্রতি ঈর্ষা করি না। এ কথা শুনে আলী (রা.) বললেন, তোমরা তাদেরকে পাঠিয়ে দাও। এরপর তারা চললেন এবং আলী (রা.) শুয়ে পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুহরের সালাত আদায় করলেন তখন তারা অগ্রে গিয়ে হুজরার নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর নবী ﷺ এসে তাদের উভয়ের কানে ধরে বললেন, তোমাদের মনে কি কথা জমা আছে বল। তারপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যয়নব বিনত জাহশের গৃহে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, আমরা একে অন্যের উপর ভরসা করে ছিলাম। এ সময় আমাদের একজন কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দয়াবান এবং আত্মীয়তা রক্ষাকারী। আমরা বিবাহের বয়সে পদার্পণ করেছি। আমরা এসেছি, যেন আপনি আমাদেরকে এই যাকাতের মাল উসূলকারী নিয়োজিত করেন। আমরাও আপনার নিকট পৌঁছিয়ে দিব যেমন অন্যান্য লোকের পৌঁছিয়ে দেন এবং আমরাও (এর থেকে কিছু) যেন আপনি পাব যেমন অন্যান্যরা পান। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে পুনরায় আমরা তার সাথে (এ বিষয়ে) কথা বলার ইচ্ছা করলাম। তখন যয়নাব (রা.) পর্দার অন্তরাল থেকে আমাদেরকে ইশারা করে বললেন, তাঁর সাথে এখন কোন কথা বলো না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনের জন্য সাদাকার মাল ভক্ষণ করা বৈধ নয়। এতো মানুষের ময়লা। তোমরা মাহমিয়াকে আমার নিকট ডেকে আন। সে খুমুসের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল। নাওফল ইবনুল হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলেন, এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলেন। এরপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন, তুমি তোমার কন্যাকে ফযল ইব্‌ন আব্বাসের নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। তিনি এরপর নাওফল ইব্‌ন হারিস (রা.)-কে বললেন, তুমিও তোমার কন্যাকে এ ছেলেটির নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী আবদুল মুত্তালিব (রা.) বলেন, এরপর তিনি আমার নিকট বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মাহ্‌মিয়াকে বললেন, খুমুসের মাল থেকে তাদেরকে এই এই পরিমাণ সাদাকা দিয়ে দাও। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তিনি আমার নিকট তার নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُوْفَلٍ الْهَاشِمِىِّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَئْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيْهِ فَاَلْقٰى عَلِىٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اَضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَنَا اَبُوْ حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللّٰهِ لاَ اَرِيْمُ مَكَانِىْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْكُمَا ابْنَا كُمَا بِحَوْرِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِىَ

اَوْ سَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لاَلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُوْا لِيْ مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلُ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَخْمَاسِ.

২৩৫০. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র.) .... আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা রাবী'আ ইবনুল হারিস ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ও ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বললেন, তোমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যাও। এরপর তিনি মালিক (র.)-এর বর্ণিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এতে এও আছে যে তারপর আলী (রা.) চাদর বিছিয়ে এর উপর শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমি প্রজ্ঞাবান ও রায় প্রদানে বলিষ্ঠ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বেই তোমাদের উভয়ের ছেলে ঐ উত্তর নিয়ে ফিরে আসবে যার জন্য তোমরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়েছ। এ হাদীসের মধ্যে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, এতো সাদাকা এতো মানুষের ময়লা এ মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের জন্য হালাল নয়। হাদীসে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট মাহমিয়া ইব্‌ন জুয (রা.)-কে ডেকে নিয়ে আস। তিনি ছিলেন বনী আসাদের এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে গনীমতের মালের খুমুস- $\frac{1}{5}$ উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন।

٣١- بَابُ اِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ وَاِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيْقِ الصَّدَقَةِ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। যদিও হাদিয়াদাতা এর মালিক হয়েছে সাদাকা হিসাবে

٢٣٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ جُوَيْرِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامُ اِلاَّ عَظْمُ مِنْ شَاةٍ اُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

২৩৫১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র.)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি জুওয়রিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করে বললেন, কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট কোন খাবার নেই। তবে বকরীর কিছু হাড় গোড় আছে যা

আমার আযাদকৃত দাসীকে সাদাকা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। একথা শুনে তিনি বললেন, তা আমার নিকট আন। বস্তুতঃ সাদাকা তার আপন স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৩৫২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) .... যুহরী (র.) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَهْدَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لَحْمًا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা.) সাদাকা হিসাবে প্রাপ্ত কিছু গোশ্ত নবী ﷺ -কে হাদিয়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, ইহা তার জন্য সাদাকা। আর আমার জন্য হাদিয়া।

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গরুর গোশ্ত আসল। তখন তাকে বলা হল, এগুলো বারীরা (রা.)-কে সাদাকা দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, ইহা বারীরার জন্য সাদাকা, আর আমর জন্য হাদিয়া।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِىْ

بَرِيْرَةَ ثَلاَثَةُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا وَتُهْدِىْ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوْهُ.

২৩৫৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র.) ...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা.)-কে কেন্দ্র করে তিনটি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। লোকেরা তাকে সাদাকা দিত। আর সে তা আমাকে হাদিয়া করত। আমি তা নবী ﷺ -এর নিকট আলোচনা করার পর তিনি বললেন, এ তার জন্য সাদাকা, আর তোমাদের জন্য হাদিয়া সুতরাং তোমরা তা খাও।

٢٣٥٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَالِكَ.

২৩৫৬. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.) .... আয়িশা (রা.) থেকে নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٣٥٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ذَالِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৭. আবূত তাহির (র.) ...... আয়িশা (রা.) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ "তা আমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে হাদিয়া"।

٢٣٥٨- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ اِلٰى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَىْءٍ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ اِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِىْ بَعَثْتُمْ بِهَا اِلَيْهَا قَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

২৩৫৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট সাদাকার একটি বকরী পাঠালেন। আমি এ থেকে কিছু অংশ আয়িশা (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আয়িশা (রা.)-এর নিকট আসলেন তখন জিজ্ঞাসা তোমার নিকট কোন আছে কি?

তিনি বললেন, না কোন কিছুই নেই। তবে নুসায়বা আমাদের জন্য বক্রীর যে গোশ্ত পাঠিয়েছেন যা আপনি তাকে দিয়েছিলেন তা আছে, তখন তিনি বললেন, বস্তুতঃ সাদাকা তার স্থানে পৌঁছে গেছে।

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ اَكَلَ مِنْهَا وَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

২৩৫৯. আবদুর রহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর নিকট কোন খাদ্য দ্রব্য আসলে তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন যদি বলা হত, হাদিয়া, তবে তা খেতেন। আর যদি বলা হত সাদাকা, তবে তা খেতেন না।

٣٢- بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ اَتٰى بِصَدَقَتِهٖ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা দানকারীর জন্য দু'আ করা

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِيْ اَبُوْ اَوْفٰى بِصَدَقَتِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى.

২৩৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন কাওম তাদের সাদাকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসত তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। একদা আবূ আওফা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আবূ আওফার পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

٢٣٦١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

২৩৬১. ইব্ন নুমায়র (র.) ..... শু'বা (র.) থেকে এ সনদে অনরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ এর স্থালে صَلِّ عَلَيْهِمْ কথাটি বর্ণিত আছে।

٣٣- بَابُ اِرْضَاءِ السَّاعِيْ مَالَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করা, যতক্ষণ না যে হারাম বস্তু যাচঞা করে।

٢٣٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

২৩৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্ন হারব (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন যাকাত উসূলকারী তোমাদের নিকট আসবে, তখন সে যেন তোমাদের থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করে।

١٢- كِتَابُ الصِّيَامُ

১২. সিয়াম অধ্যায়

Goto List >

١٢ـ كِتَابُ الصِّيَامُ
১২. সিয়াম অধ্যায়

١ـ بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের ফযীলত

٢٣٦٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

২৩৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল লাগিয়ে বন্দী করা হয়।

٢٣٦٣ـ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

২৩৬৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।

٢٣٦٤ـ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ ـ

Goto List >

২৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হুলওয়ানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান আসে ....এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢۔ بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَاَنَّهُ اِذَا غُمَّ فِيْ اَوَّلِهِ اَوْ اٰخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ۔

২. অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার পর সওম ফরয এবং চাঁদ দেখার পর সওম ভংগ করা ফরয। মাসের প্রথম ও শেষ তারিখে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ হবে।

٢٣٦٥۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ۔

২৩৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

٢٣٦٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ عَقَدَ اِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ ۔

২৩৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত দ্বারা ইংগিত প্রদান করে বললেন, মাস তো এতো দিনে আর এতো দিনে হয়। তৃতীয় দফায় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে নিলেন। এরপর বললেন, তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢٣٦٧۔ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلاَثِيْنَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ ۔

২৩৬৭. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, মাস তো এতো দিনে এতো দিনে, এতো দিনে হয়। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। হাদীসটি আবূ উসামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٢٣٦٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَالَ فَاقْدِرُوْا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثِيْنَ -

২৩৬৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করে বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল দ্বারা ইংগিত করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। তারপর বললেন, তোমরা পূর্ণ কর। কিন্তু ত্রিশ দিনের কথা উল্লেখ করেন নি।

٢٣٦٩- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ -

২৩৬৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতারও করবে না। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে তা পূর্ণ করবে।

٢٣٧٠- وَحَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ -

২৩৭০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা বাহিলী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। যখন চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সওম আরম্ভ করবে এবং যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে (মাস) পূর্ণ করবে।

٢٣٧١- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ -

২৩৭১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً لَاتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ اِلَّا اَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ـ

২৩৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস ঊনত্রিশ রাত্রিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার করবে না। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তবে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ـ

২৩৭৩. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মাস এতো দিনে, এতো দিনে, এতো দিনে হয়ে থাকে। তৃতীয়বারে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে রাখলেন।

٢٣٧٤- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْاَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ـ

২৩৭৪. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا ـ

২৩৭৫. সাহল ইব্ন উসমান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়ে থাকে। এ সময় প্রথম তিনি দশ আঙ্গুলে, দ্বিতীয়বার দশ আঙ্গুলে এবং তৃতীয়বার নয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।

٢٣٧٦- وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ اَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِى الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ اِبْهَامَ الْيُمْنٰى اَوِ الْيُسْرٰى -

২৩৭৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়ে থাকে। এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং আঙ্গুলগুলো উঠিয়ে রাখলেন। তারপর তৃতীয়বার ইংগিত করার সময় ডান অথবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে রাখলেন।

٢٣٧٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اَلشَّهْرُ ثَلاَثُوْنَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ -

২৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এ সময় বর্ণনাকারী শু'বা (র) তাঁর উভয় হাত দ্বারা তিনবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার একটি বৃদ্ধাঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন। উকবা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাস ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। এ সময় তিনি তাঁর উভয় হস্ত তিনবার উত্তোলন করে ইংগিত করলেন।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّا اُمِّيَّةٌ وَلاَنَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ تَمَامَ ثَلاَثِيْنَ -

২৩৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মী জাতি। লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশও করতে জানি না। তবে মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়ে থাকে। তৃতীয়বার হস্ত ইংগিতের সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে নেন। এরপর (আবার বললেন) মাস এতো দিনে, এতো দিনে, এতো দিনে হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে মাস হয়ে থাকে।

٢٣٧٩- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهْرُ الثَّانِىْ ثَلاَثِيْنَ -

২৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে তবে দ্বিতীয় মাসটি ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে, এ কথাটি এ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ নেই।

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلاً يَقُوْلُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيْكَ اَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ وَهٰكَذَا فِى الثَّالِثَةِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ اَوْ خَنَسَ اِبْهَامَهُ -

২৩৮০. আবূ কামিল জাহদারী (র)..... সা'দ ইব্‌ন উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, তিনি বলছেন, অর্ধরাত্রি অর্ধমাস। তখন তিনি তাকে বললেন, কিসে তোমাকে জানালো আজ অর্ধরাত্রি অর্ধমাস। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছি, তিনি দুইবার দুই হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটিকে গুটিয়ে রেখে তৃতীয়বার বললেন, মাস এভাবে হয়ে থাকে।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا -

২৩৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করবে।

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعَدَدَ -

২৩৮২. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। যদি মেঘে আকাশ ঢেকে যায় তবে সংখ্যা পূর্ণ করবে।

٢٣٨٣- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ -

২৩৮৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সওম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে ত্রিশ দিন পূরা করবে।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْهِلاَلَ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ -

২৩৮৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নূতন চাঁদের কথা আলোচনা করে বললেন, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ -

২৩৮৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে (নফল) সওম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি এ সময় সওম পালন করতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে সওম পালন করতে পারে।

٢٣٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

২৩৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশর হুরায়রী, ইব্ন মুসান্না ও আবূ উমর এবং যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

Goto List >

٢٣٨٧ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ـ

২৩৮৭. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শপথ করলেন যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত তাঁর বিবিদের কাছে যাবেন না। যুহরী (র) উরওয়া (র) এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন উনত্রিশ রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল, আমি তা হিসাব রাখছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং আমার থেকেই আরম্ভ করলেন। এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট না আসার শপথ করেছেন অথচ আপনি উনত্রিশ তারিখের পরই চলে আসলেন, আমি তো গুণে রেখেছি। তখন তিনি বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٨٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الشَّهْرُ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ ـ

২৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর উনত্রিশ দিন পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমরা বললাম, আজ তো উনত্রিশতম দিবস। তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করে শেষবার একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বললেন, মাস তো এভাবেও হয়ে থাকে।

٢٣٨٩ـ حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا ـ

২৩৮৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর উনত্রিশতম দিবসে ভোর বেলা তিনি আমাদের নিকট আসলেন। কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ তো উনত্রিশতম দিনের ভোর বেলা। নবী ﷺ বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর নবী ﷺ উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুলে দুইবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার ইংগিত করলেন নয় আঙ্গুল দ্বারা।

٢٣٩٠- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ حَلَفْتَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا -

২৩৯০. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের কিছু সংখ্যক লোকের নিকট এক মাস পর্যন্ত যাবেন না বলে শপথ করলেন। এরপর যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তিনি সকাল বা বিকালে তাদের নিকট আগমণ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট আসবেন না বলে শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٩١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِيْ اَبَا عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৩৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْاُخْرٰى فَقَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا -

২৩৯২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক হস্ত অপর হস্তের উপর মেরে বললেন, মাস এভাবে এভাবে হয়ে থাকে। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন।

٢٣٩٣- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَ وَعَشْرًا عَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً -

২৩৯৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রথমবার দশ, দ্বিতীয়বার দশ এবং তৃতীয়বার নয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, মাস এভাবে, এভাবে, এভাবে হয়ে থাকে।

٢٣٩٤- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا -

২৩৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুহ্‌যায (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) থেকে এ সনদে উপরোক্ত দুটো হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣- بَابُ بَيَانِ اَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتِهِمْ وَاَنَّهُمْ اِذَا رَاَوُ الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য দেশী মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কোন দেশের লোক যদি চাঁদ দেখে, তবে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَنَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَوَلاَ تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى فِيْ نَكْتَفِيْ اَوْ تَكْتَفِيْ -

২৩৯৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনত হারিস তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠালেন। (কুরায়ব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়া (রা)-ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মু'আবিয়া (রা)-এর চাঁদ দেখা এবং তাঁর সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না, যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

٤- بَابُ بَيَانِ اَنَّهُ لاَ اِعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلاَلِ وَصِغَرِهِ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلاَثُوْنَ -

৪. অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ বড়-ছোট হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। যেন চাঁদ দেখতে পাওয়া যায়, এজন্য আল্লাহ তাকে বর্ধিত আকারে উদিত করেছেন। যদি চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে।

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا اِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَىَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ -

২৩৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবুল বুখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলাম তখন আমরা (রমযানের) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এ তো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এ তো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমরা তো চাঁদ দেখেছি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছেন, এ তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এ দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাত্রে।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন। মূলত এ ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْبَخْتَرِىِّ قَالَ اَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْاَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ -

২৩৯৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবুল বুখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যাতু ইরক' নামক স্থানে অবস্থানকালে আমরা রমযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। তখন আমরা এক ব্যক্তিকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠালাম, তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চাঁদ দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা তা বর্ধিত করে দিয়েছেন। চাঁদ যদি মেঘে ঢাকা থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٥- بَابُ بَيَانِ مَعْنٰى قَوْلِهِ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'ঈদের দু'টি মাসই পর পর ঊনত্রিশ দিনে হয় না।'

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ -

২৩৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈদের মাস দু'টিতে পর পর ঘাটতি (ঊনত্রিশ দিনে) হয় না। এ মাস দু'টি হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ فِىْ حَدِيْثِ خَالِدٍ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ -

২৩৯৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, ঈদের মাস দু'টি পর পর ঘাটতি (ঊনত্রিশ দিন) হয় না। খালিদের হাদীসের মধ্যে আছে, ঈদের মাস দুটো হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

٦- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدُّخُوْلَ فِيْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَنَّ لَهُ الاَكلُ وَغَيْرَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِيْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الاَحْكَامِ مِنَ الدُّخُوْلِ فِى الصَّوْمِ وَدُخُوْلِ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার করা বৈধ। তবে সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই সওম আরম্ভ হয়ে যায়। কুরআনে বর্ণিত 'ফজর' শব্দের অর্থ হচ্ছে, সুবহে সাদিক। এ সময় হতেই সওম আরম্ভ হয় এবং ফজরের সালাতের সময় শুরু হয়। সওমের বিধি-বিধানের সাথে সুবহে কাযিবের কোন সম্পর্ক নেই।

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِيْ عِقَالَيْنِ عِقَالاً اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ اَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْضٌ اِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ -

২৪০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" – নাযিল হ'ল, তখন আদী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বালিশের নীচে একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের রশি রেখে দিয়েছি। এগুলোর দ্বারা আমি রাত্র ও দিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার বালিশ তো খুব চওড়া। এ-তো রাতের অন্ধকার এবং ভোরের আলো।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ " وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ " قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا اَبْيَضَ وَخَيْطًا اَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَهُمَا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ " مِنَ الْفَجْرِ " فَبَيَّنَ ذٰلِكَ -

২৪০১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরি (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়"– নাযিল হ'ল, তখন লোকেরা একটি কালো এবং একটি সাদা রশি রাখত। তারা উভয় রশি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত খেতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ পদটি নাাযিল করে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিলেন।

٢٤٠٢- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ" قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْاَبْيَضَ فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِيْ بِذٰلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

২৪০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহল তামীমী ও আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ ঊষার শুভ্র রেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" – নাযিল হ'ল, তখন লোকেরা সওম পালন করতে চাইলে প্রত্যেকেই দু' পায়ে কালো ও সাদা সুতা বেঁধে নিত এবং সাদা ও কালো বর্ণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ পদটি নাযিল করলেন। তখন সকলেই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল, রাত (-এর অন্ধকার) ও দিন (-এর আলো)।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ

২৪০৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল (রা) রাত্রে আযান দেন। তোমরা ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

٢٤٠٤- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ ـ

২৪০৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বিলাল (রা) রাত্রের আযান দেন। সুতরাং ইব্‌ন মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহর কর।

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً

يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقٰى هٰذَا ـ

২৪০৫. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'জন মুয়ায্‌যিন ছিল– বিলাল এবং ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি ছিলেন অন্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল তো রাত্রে আযান দেয় সুতরাং ইব্‌ন উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। রাবী বলেন, তাদের দু'জনের আযানের মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল না। শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, বিলাল (রা) নামতেন এবং ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) উঠতেন।

٢٤٠٦ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

২৪০৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِالْاِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ـ

২৪০৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ও ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে এ সনদে ইব্‌ন নুমায়রের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠٨ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ اَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَانَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ ـ

২৪০৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান বা আহবান যেন তোমাদের কাউকে সেহরী থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তো আযান দেয় বা আহবান করে যেন, মুসল্লী লোকেরা বাড়ি ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হয়। এরপর তিনি হস্ত উত্তোলন করত আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রেখে বললেন, এ ফজরের সময় নয়। তারপর আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে বললেন, যতক্ষণ না এরূপ হবে।

٢٤٠٩ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىَ الْاَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِىْ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا اِلَى الْاَرْضِ وَلٰكِنِ الَّذِىْ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ ـ

২৪০৯. ইব্ন নুমায়র (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ হাত উত্তোলন করে আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা অবস্থায় বললেন, এ ফজরের সময় নয়। তারপর তিনি মাটির দিকে হাত নামিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলীকে শাহাদাত অঙ্গুলীর উপর রেখে উভয় হাত সম্প্রসারিত করে বললেন, এ হ'ল ফজরের সময়।

٢٤١٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ اِسْحٰقُ قَالَ جَرِيْرٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَلٰكِنْ يَقُوْلُ هٰكَذَا يَعْنِىْ الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيْلِ ـ

২৪১০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মুতামিরের হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- ينبه نائمكم ويرجع قَائِمَكُمْ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। তবে ইসহাক বলেন, জারীরের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইশারা করে বললেন, এ ফজরের সময় নয়। বরং ফজরের সময় হচ্ছে এই। অর্থাৎ পূর্বাকাশে বিস্তৃত রেখা প্রতিভাত হওয়ার সময় ফজরের ওয়াক্ত হয়। লম্বা রেখা উদ্ভাসিত হবার সময় নয়।

٢٤١١ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ حَدَّثَنِىْ وَالِدِىْ اَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَغُرَّنَّ اَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنَ السَّحُوْرِ وَلا هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ ـ

২৪১১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) .....সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, বিলালের আহ্বান যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে ধোকায় না ফেলে এবং এ শুভ্র রেখাও; যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বিস্তৃত হয়ে প্রতিভাত হয়।

٢٤١٢ـ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُوْدِ الصُّبْحِ حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا ـ

২৪১২. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে এবং এ শুভ্র রেখা ও যা স্তম্ভের মত দেখা যায়, যতক্ষণ না তা বিস্তৃত উদ্ভাসিত হবে।

٢٤١٣ـ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الْاُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِى مُعْتَرِضًا ـ

২৪১৩. আবূর রবী যাহরানী (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান এবং আকাশ প্রান্তে এ লম্বা রেখা যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে ধোকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ শুভ্র রেখা পূর্বাকাশে এভাবে বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ (র) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত দ্বারা আড়াআড়ি হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন।

٢٤١٤ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَبْدُوَ الْفَجْرُ اَوْ قَالَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ـ

২৪১৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বিলালের আযান এবং এ শুভ্র রেখা যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে সাদিক সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

٢٤١٥ـ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ هٰذَا ـ

২৪১৫. ইবনুল মুসান্না (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ আলোচনা করেছেন।

٧- بَابُ فَضْلِ السَّحُوْرِ وَتَأْكُدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِهِ وَتَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সেহরীর ফযীলত, সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব। সেহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

٢٤١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً -

২৪১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সেহরী খাও, সেহরীতে বরকত রয়েছে।

٢٤١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ -

২৪১৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের ও কিতাবীদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সেহ্‌রী খাওয়া।

٢٤١٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُوْسٰى ابْنِ عُلَىٍّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

২৪১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ তাহির (র) ..... মূসা ইব্ন উলায়্যা (র)-এর সূত্রে এ সনদে এ অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِيْنَ اٰيَةً -

২৪১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সেহরী খেয়ে সালাতে দাঁড়ালাম। [রাবী আনাস (রা) বলেন] আমি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেহরী ও আযানের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়ের।

٢٤٢٠۔ وَحَدَّثَنَا عَمْرُوْ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

২৪২০. আমরুন নাকিদ ও ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... কাতাদা (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢١۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ

২৪২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

٢٤٢٢۔ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

২৪২২. কুতায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)—এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٣۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَادَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسٰى ـ

২৪২৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাতে ত্বরান্বিত করে এবং অন্য এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাত বিলম্ব করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন্ ব্যক্তি যে ইফতার ও সালাত ত্বরান্বিত করে? আমরা বললাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন। আবূ কুরায়ব বলেন, অপরজন হলেন, আবূ মূসা (রা)।

٢٤٢٤۔ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ

كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُوْا عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالاِفْطَارَ وَالْاٰخَرُ يُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالاِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُّعَجِّلُ الْمُغْرِبَ وَالاِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ـ

২৪২৪. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। এরপর মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি যারা কল্যাণজনক কাজে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করেন না, তাঁদের একজন মাগরিব এবং ইফতারের মধ্যে ত্বরা করেন। আর অপরজন মাগরিব ও ইফতারে বিলম্ব করেন। তিনি বললেন, সে কোন্ ব্যক্তি যে মাগরিব ও ইফতারে ত্বরা করেন? তিনি বললেন, তিনি আবদুল্লাহ (রা)। তখন আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন।

٨ـ بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوْجِ النَّهَارِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওমের সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিবস সমাপ্ত হওয়া

٢٤٢٥ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوْا فِيْ اللَّفْظِ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ وَاَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ ـ

২৪২৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। ইব্ন নুমায়র (র.) فَقَدْ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٢٤٢٦ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلاَنُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ـ

২৪২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গী ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি বললেন, হে

অমুক! অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনো দিন রয়ে গেছে। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তখন সে অবতরণ করল এবং ছাতু গুলিয়ে তাঁর নিকট পেশ করল। নবী ﷺ পান করলেন এবং হাত দ্বারা ইংগিত করে বললেন, সূর্য যখন এদিক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং রাত্র যখন এদিক থেকে ঘনিয়ে আসবে, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ -

২৪২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্ধ্যা হতে দিন। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন আমাদের আরো বাকী রয়েছে। এরপর সে অতরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। তিনি পান করলেন এবং হাতদ্বারা পূর্বদিকে ইংগিত করে বললেন; যখন তোমরা দেখবে যে, এদিক থেকে রাত্র ঘনিয়ে আসছে, তখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হবে।

٢٤٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ -

২৪২৮. আবূ কামিল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ভ্রমণ করলাম। এ সময় তিনি সওমরত ছিলেন। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর তিনি ইব্‌ন মুসহির এবং আব্বাদ ইব্‌ন আওআমের অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلاَ قَوْلُهُ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا اِلاَّ فِىْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ ـ

২৪২৯. ইব্‌ন আবূ উমর, ইসহাক, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয ও ইব্‌ন মুসান্না (র) ...... ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন মুসহির, আব্বাদ ও আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের কারো হাদীসের মধ্যে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হুশায়ম ব্যতীত তাঁদের বর্ণনায় "এবং যখন রাত্র এদিক থেকে ঘনিয়ে আসে" এ কথাটিও উল্লেখ নেই।

٩ـ بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সওমে বিসাল বা বিরতিহীনভাবে সওম পালন করা নিষিদ্ধ

٢٤٣٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى ـ

২৪৩০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে খাওয়ান ও পান করান হয়।

٢٤٣١ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاصَلَ فِىْ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ قِيْلَ لَهُ اَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى ـ

২৪৩১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে সাহাবাগণও সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করলেন। এতে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, আপনি তো সওমে বিসাল করছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে তো খাওয়ান হয় এবং পান করান হয়।

٢٤٣٢ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ رَمَضَانَ ـ

২৪৩২. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই।

Goto List >

٢٤٣٣- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا -

২৪৩৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান। সাহাবাগণ সওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের সাথে একদিন এবং পরে আরেক দিন সওমে বিসাল করলেন। এরপর তারা চাঁদ দেখলেন, তখন তিনি বললেন, চাঁদ আরো দেরীতে দেখা গেলে আমিও সওমে বিসাল দীর্ঘায়িত করতাম। তাঁরা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলে তিনি শাস্তি স্বরূপ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

٢٤٣٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذٰلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ -

২৪৩৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো আমার মত নও। আমি এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। তাই তোমরা তোমাদের সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু আমল কর।

٢٤٣٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ -

২৪৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ এর স্থলে فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ বাক্যটি বর্ণিত আছে।

٢٤٣٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ ـ

২৪৩৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী আবূ যুরআ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَامَ اَيْضًا حَتّٰى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلّٰى صَلاَةً لاَ يُصَلِّيْهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِيْنَ اَصْبَحْنَا اَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذٰلِكَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتُ قَالَ فَاَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَاَخَذَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِهِ يُوَاصِلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُوْنَ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ مِثْلِيْ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ ـ

২৪৩৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালাম। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসেও তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এভাবে আমরা এক দল লোক হয়ে গেলাম। এরপর নবী ﷺ যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা তাঁর পেছনে আছি, তখন তিনি সালাত সংক্ষেপ করে ফেললেন। তারপর তিনি আপন গৃহে চলে গেলেন এবং এমন (দীর্ঘ) সালাত আদায় করলেন যে, এভাবে তিনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করতেন না। সকালে আমরা তাঁকে বললাম, রাত্রে আপনি আমাদের সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই তো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে ঐ কাজের, যা আমি করেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষভাগে আবার সওমে বিসাল করতে আরম্ভ করলেন। এ দেখে কতিপয় সাহাবাও সওমে বিসাল শুরু করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, লোকদের কি হ'ল, তারা যে সওমে বিসাল আরম্ভ করেছে! তোমরা আমার মত নও। আল্লাহর শপথ! যদি মাস দীর্ঘায়িত হতো, তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যার ফলে সীমালংঘনকারীগণ সওমে বিসাল করা ছেড়ে দিত।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ لَوْمَدَّلَنَا شَهَرَ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ اَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِيْ اَوْ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّيْ اَظَلُّ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ ـ

২৪৩৮. আসিম ইব্‌ন নযর তায়মী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। এ দেখে মুসলমানদের কতিপয় লোক সওমে বিসাল আরম্ভ করে দিলেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, যদি আমাদের জন্য মাস দীর্ঘায়িত করে দেয়া হতো তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যাতে সীমালংঘনকারীগণ তাদের সীমালংঘন করা ছেড়ে দিত। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মত নও অথবা বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। কারণ আমার প্রতিপালক তো আমাকে পানাহার করান।

٢٤٣٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ -

২৪৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দয়াবশত সবাইকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার প্রতিপালক পানাহার করান।

١٠- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُبْلَةَ فِى الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلٰى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ -

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কামোদ্দীপনা যাকে নাড়া দেয় না, সওমের অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া তার জন্য হারাম নয়।

٢٤٤٠- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ اِحْدٰى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ -

২৪৪০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর তিনি হেসে দিলেন।

٢٤٤١- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ -

২৪৪১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি তোমার আব্বাকে আয়েশা (রা) থেকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছ যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ -

২৪৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের কামোদ্দীপনাকে আয়ত্বে রাখতে পারে, যেমন আয়ত্বের রাখতে সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কামোদ্দীপনাকে।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالاَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ اَمْلَكُكُمْ لاِرْبِهِ -

২৪৪৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও সুজা ইব্‌ন মাখলাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখায় তোমাদের সবার চেয়ে তিনি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ -

২৪৪৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন। তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান ছিলেন।

٢٤٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ -

২৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) স্পর্শ করতেন।

٢٤٤٦ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ اِلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهِ اَوْ مِنْ اَمْلَكِكُمْ لِاِرْبِهِ شَكَّ اَبُوْا عَاصِمٍ ـ

২৪৪৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সওমের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাঁর স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম? এ ব্যাপারে আবূ আসিম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

٢٤٤٧ـ وَحَدَّثَنِيْهِ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ اَنَّهُمَا دَخَلَا عَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَسْأَلَانِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

২৪৪৭. ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (র) ....আসওয়াদ এবং মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। একদা তাঁরা দু'জন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলেন। এরপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ـ

২৪৪৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

٢٤٤٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

২৪৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্‌র হারীরী (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْا الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِيْ شَهْرِ الصَّوْمِ ـ

২৪৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়ামের মাসেও (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

٢٤٥١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ -

২৪৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সওমের অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে চুমু দিতেন।

٢٤٥٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

২৪৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

٢٤٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

২৪৫৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন।

٢٤٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

২৪৫৪. আবূর-রবী যাহরানী, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... হাফসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٥- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَلْ هٰذِهِ لِاُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَخْشَاكُمْ لَهُ ـ

২৪৫৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, সওম পালনকারী ব্যক্তি চুম্বন করতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, কথাটি উম্মু সালমাকে জিজ্ঞাসা কর। (তাঁকে জিজ্ঞাসা করার পর) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, শোন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করি।

١١ـ بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাত অবস্থায় কারো প্রভাত হলে তার সওম শুদ্ধ হবে

٢٤٥٦ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُصُّ يَقُوْلُ فِىْ قَصَصِهِ مَنْ اَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُوْمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ لاَبِيْهِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ اِلاَّ مَا ذَهَبْتَ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُوْلُ قَالَ فَجِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ بَكْرٍ حَاضِرُ ذٰلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا اَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُوْلُ فِىْ ذٰلِكَ اِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُوْلُ فِىْ ذٰلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِىْ رَمَضَانَ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ـ

২৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর আলোচনায় বললেন, জানাবাত অবস্থায় কারো ভোর হলে তার সওম হবে না। এরপর এ কথাটি আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তারপর আবদুর রহমান চললেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে চললাম। আমরা আয়েশা এবং উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট গেলাম। এরপর আবদুর রহমান তাঁদের উভয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, নবী ﷺ ইহ্‌তিলাম ব্যতিরেকে ও জানাবাতের অবস্থায় ভোর করতেন এবং সওম পালন করতেন। তারপর আমরা মারওয়ানের নিকট আসলাম এবং আবদুর রহমান তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর মারওয়ান বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আবূ হুরায়রার নিকট যাও এবং তার কথাটি রদ করে দাও। এরপর আমি আবূ হুরায়রার নিকট গেলাম। এ সময় আবূ বকর (রা) আবদুর রহমানের সাথে ছিলেন। আবদুর রহমান এ নিয়ে আবূ হুরায়রার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমার নিকট তাঁরা উভয়েই কি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা উভয়েই এ কথা বলেছেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, বস্তুত তাঁরাই সর্বাধিক অবগত। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর এ কথাটিকে ফযল ইব্‌ন আব্বাসের প্রতি সম্পর্কিত করে বললেন, আমি এ কথাটি ফযলের (ইব্‌ন আব্বাস) থেকে শুনেছিলাম, নবী ﷺ থেকে শুনিনি। রাবী বলেন, এরপর আবূ হুরায়রা (রা) এ বিষয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবদুল মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা রমযানের কথা বলেছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ অনুরূপই নবী ﷺ ইহতিলাম ব্যতিরেকেও জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন। এরপর সওম পালন করতেন।

٢٤٥٧- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ -

২৪৫৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... নবী ﷺ -এর সমধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে ইহতিলাম ছাড়াই নবী ﷺ -এর জানাবাত অবস্থায় ফজরের সালাতের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সওম পালন করতেন।

٢٤٥٨- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَرْوَانَ اَرْسَلَهُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْئَالُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُوْمُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَامِنْ حُلْمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِيْ -

২৪৫৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তাকে উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট পাঠালেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য যার জানাবাতের অবস্থায় ভোর হলো,

সে সওম পালন করতে পারবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইহতিলাম ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাসের কারণে গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ভোর হতো। এরপর তিনি ইফতারও করতেন না এবং সওমের কাযাও করতেন না।

٢٤٥٩- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُمَا قَالَتَا اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ فِيْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُوْمُ -

২৪৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা এবং উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেন, রমযান মাসে ইহতিলাম ছাড়াই স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভোর হতো, এরপর তিনি সওম পালন করতেন।

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْاَنْصَارِيُّ اَبُوْ طُوَالَةَ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَاَنَا جُنُبٌ اَفَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِيْ -

২৪৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এল। এ সময় তিনি দরজার পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জানাবাতের অবস্থায় আমার ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, এমতাবস্থায় আমি সওম পালন করতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জানাবাতের অবস্থায় আমারও ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, আমি তো সওম পালন করি। এরপর লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি সর্বাধিক অবগত ঐ বিষয় সম্পর্কে, যা থেকে আমার বিরত থাকা আবশ্যক।

٢٤٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُوْمُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ -

২৪৬১. আহমদ ইব্‌ন উসমান নাওফেলী (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালমা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, জানাবাতের অবস্থায় যার ভোর হয়, সে সওম পালন করবে কি? তিনি বললেন, ইহ্‌তিলাম ছাড়াই জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভোর হতো এবং তিনি সওম পালন করতেন।

١٢- بَابُ تُغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الْجِمَاعِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرٰى فِيْهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِيْ ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتّٰى يَسْتَطِيْعَ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের দিনে সওমরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম। কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে তবে তার উপর বড় ধরনের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। চাই সে বিত্তশালী হোক বা বিত্তহীন। তবে বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভব হয়, তখন এ কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ -

২৪৬২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি রমযানে সওমরত অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তোমার কোন ক্রীতদাস আছে কি, যাকে তুমি আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। পুনরায় নবী ﷺ বললেন, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল,

না। তারপর সে বসে গেল। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হ'ল। তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। তখন সে বলল, আমার চেয়েও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? (মদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, তাহলে যাও এবং তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

٢٤٦٣ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيْلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهٗ ـ

২৪৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী (র)-এর সূত্রে সনদে ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ-এর পর وَهُوَ الزِّنْبِيْلُ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে এবং এতে নবী ﷺ-এর হাসির কথা উল্লেখ নেই।

٢٤٦٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَاَتِهٖ فِىْ رَمَضَانَ فَاسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ـ

২৪৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযান মাসে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল। তখন তিনি বললেন, তোমার কোন ক্রীতদাস আছে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তুমি দুই মাস সওম পালন করতে পারবে কি? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

٢٤٦٥ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَجُلًا اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ـ

২৪৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এর কাফ্ফারা হিসেবে একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤٦٦ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ـ

২৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, হয় তো সে একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস সওম পালন করবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

٢٤٦٧ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ـ

২৪৬৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيْهِمَا طَعَامٌ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ ـ

২৪৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

٢٤٦٩ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ فِيْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ وَلَا قَوْلُهُ نَهَارًا ـ

২৪৬৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে এ হাদীসের প্রথমে تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ শব্দ দুটো উল্লেখ নেই এবং এতে দিনের কথাটিও উল্লেখ নেই।

٢٤٧٠- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ اَصَبْتُ اَهْلِيْ قَالَ تَصَدَّقْ فَقَالَ وَاللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَالِيْ شَيْءٌ وَمَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوْقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ اٰنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَجِيَاعٌ مَالَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوْهُ -

২৪৭০. আবুত-তাহির (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জ্বলে গিয়েছি, আমি তো জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে তার? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা কর। সে বলল, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর নবী! আমার কিছুই নেই এবং এ ব্যাপারে আমি সক্ষম নই। তিনি বললেন, বস। সে বসল, লোকটি বসা থাকতেই এক ব্যক্তি গাধা হাঁকিয়ে আসল। এর উপর ছিল খাদ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে এসেছিল? লোকটি দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে সদকা করে দিব? আল্লাহর শপথ আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এগুলো তোমরা খেয়ে ফেল।

١٣- بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ اِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَاَكْثَرَ وَاَنَّ الْاَفْضَلَ لِمَنْ اَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ اَنْ يَصُوْمَ وَلِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ اَنْ يُفْطِرَ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ নয় এমন কাজে রমযান মাসে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা এবং ইফতার করা উভয়ই জায়েয যদি দুই বা ততোধিক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়। অবশ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য সওম পালন করা উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য ইফতার করা উত্তম

٢٤٧١- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ثُمَّ اَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَّبِعُوْنَ الْاَحْدَثَ فَالْاَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهِ -

২৪৭১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমরত অবস্থায় সফরে বের হলেন। অতঃপর কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছাবার পর তিনি সওম ভেংগে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যখনই কোন নতুন বিষয় প্রকাশ পেত, তাঁর সাহাবাগণ তা অনুসরণ করতেন।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ يَحْيٰى قَالَ سُفْيَانُ لاَ اَدْرِيْ مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ كَانَ يَعْنِيْ يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন -নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... যুহরী থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, সুফয়ান (র) বলেছেন যে, আমি জানি না এ কার কথা অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেষোক্ত কথাটি গ্রহণ করতেন।

٢٤٧٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ -

২৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... যুহরী (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, সওম পালন না করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেষোক্ত কাজকেই গ্রহণ করা হতো। তিনি বলেন, রমযানের তের দিন অতিবাহিত হবার পর ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা প্রবেশ করেন।

٢٤٧٤- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوْا يَتَّبِعُوْنَ الْاَحْدَثَ فَالْاَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ -

২৪৭৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে লায়সের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাহাবাগণ প্রত্যেক নতুন বিষয়ের অনুসরণ করতেন। যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে প্রকাশ পেত এবং সাহাবাগণ একে রহিতকারী ও অধিকতর বলিষ্ঠ মনে করতেন।

٢٤٧٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ -

২৪৭৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হলেন। যখন তিনি উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র আনার জন্য বললেন এবং লোকদেরকে দেখাবার জন্য দিনেই তা পান করে সওম ভেংগে ফেললেন এবং এ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ (সফরে কখনো) সওম পালন করেছেন আবার কখনো ইফতার করেছেন, তাই কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন করতে পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন ছেড়ে দিতে পারে।

٢٤٧٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَعِبْ عَلٰى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلٰى مَنْ اَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ -

২৪৭৬. আবূ কুরায়ব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সওম পালন করে তার প্রতি দোষারোপ করো না এবং তার প্রতিও না যে সওম ছেড়ে দেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের অবস্থায় (কখনো) সিয়াম পালন করেছেন (আবার কখনও) সওম ছেড়ে দিয়েছেন।

٢٤٧٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ -

২৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক

স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকেরাও সওমরত ছিল। এরপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। এমনকি লোকেরা তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। এরপর তিনি পানি পান করলেন। তখন তাঁকে বলা হ'ল, কতিপয় লোক সওমরত রয়েছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।

٢٤٧٨- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ جَعْفَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَاِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ -

২৪৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... জাফর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর তাঁকে বলা হ'ল, মানুষের জন্য সওম পালন করা কষ্টাতীত হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন, তারা সেদিকে তাকিয়ে আছে। একথা শুনে তিনি আসরের পর এক পাত্র পানি চাইলেন।

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَهُ قَالُوْا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِى السَّفَرِ -

২৪৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। এসময় তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, লোকেরা তার কাছে জটলা করে আছে এবং তাকে ছায়া করে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হয়েছে? তারা বললেন, লোকটি সিয়াম পালনকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সফরে তোমাদের সওম পালন করা কোন নেকীর কাজ নয়।

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً بِمِثْلِهِ -

২৪৮০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٨١ـ وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّهُ يَزِيْدُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّذِيْ رَخَّصَ لَكُمْ قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ ـ

২৪৮১. আহমদ ইব্‌ন উসমান নাওফেলী (র) ..... শু'বা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বা বলেন, এ সনদে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীরের মাধ্যমে অতিরিক্ত এ কথাও আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে মুখস্ত বলতে পারেনি।

٢٤٨٢ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ـ

২৪৮২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের ষোল দিন অতিবাহিত হবার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের কেউ সিয়াম পালন করছিলেন, আবার কেউ তা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেনি এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি।

٢٤٨٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ هَمَّامٍ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ فِيْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَشُعْبَةُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ اَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ـ

২৪৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে হাম্মামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তায়মী, উমর ইব্‌ন আমির ও হিশামের বর্ণনায় রমযানের আঠার দিন অতিবাহিত হয়েছে কথাটি বর্ণিত আছে। সাঈদের বর্ণনায় বারই রমযান এবং শু'বার বর্ণনায় সতের অথবা উনিশ রমযানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

২৪৮৪. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে রমযান মাসে সফর করতাম কিন্তু সওম পালনকারীকে তার সওমের কারণে দোষারোপ করা হতো না এবং সওম ভঙ্গকারীকেও তার সওম ভঙ্গের কারণে দোষারোপ করা হতো না।

٢٤٨٥- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

২৪৮৫. আমরুন -নাকিদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। এ সময় আমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ সওম ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে খারাপ মনে করতেন না এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে খারাপ মনে করতেন না। তারা মনে করতেন, যার সামর্থ্য আছে সে-ই সওম পালন করছে, এটাই তার জন্য উত্তম। আর যে দুর্বল সে সওম ছেড়ে দিয়েছে, এটাও তার জন্য উত্তম।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

২৪৮৬. সাঈদ ইব্ন আমর আশ'আসী, সাহ্ল ইব্ন উসমান, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সফর করেছি। এমতাবস্থায় সওম পালনকারী সওম পালন করেছেন এবং সওম যারা ছাড়তে চেয়েছেন, তারা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু এতে কেউ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করেননি।

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

২৪৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সফরকালে সওমের বিধান কি? এ সম্বন্ধে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফর করেছি। এ সময় সওম পালনকারী ব্যক্তি সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তির কোন নিন্দা করেনি এবং সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তিও সওম পালনকারীর কোন নিন্দা করেনি।

٢٤٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوْا لِىْ اَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا اَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يُسَافِرُوْنَ فَلاَ يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَقِيْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَاَخْبَرَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ -

২৪৮৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং সিয়াম পালন করলাম। লোকেরা আমাকে বলল, তুমি পুনরায় সওম পালন কর। তখন আমি বললাম আনাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবাগণ সফরকালে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেনি। অনুরূপভাবে সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি। অতঃপর আমি ইবন আবূ মুলায়কা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আয়েশা (রা) থেকে আমাকে অনুরূপ হাদীস শুনালেন।

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ اَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَّتَّقِى الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ -

২৪৮৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সাথে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদর বিশিষ্ট লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ নিজ হাত দ্বারা সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। অবশেষে সওম পালনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং সওম ত্যাগকারীরা সুস্থ থাকল। এরপর তারা তাঁবু খাটালো এবং উটকে পানি পান করালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা সওয়াব অর্জন করে নিল।

Goto List >

٢٤٩٠ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَاَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُوْنَ وَعَمِلُوْا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِىْ ذٰلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ ـ

২৪৯০. আবূ কুরায়ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। তখন কেউ কেউ সওম পালন করলেন আবার কেউ কেউ সওম ছেড়ে দিলেন। এরপর যারা সওম ছেড়ে দিয়েছিলেন তারা শক্তিমত্তার সাথে কাজ করলেন এবং সওম পালনকারী ব্যক্তিগণ কাজে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা নেকী অর্জন করে নিল।

٢٤٩١ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَزَعَةُ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَسْاَلُكَ عَمَّا يَسْاَلُكَ هٰؤُلاَءِ عَنْهُ سَاَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً اٰخَرَ فَقَالَ اِنَّكُمْ مُصَبِّحُوْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَفْطِرُوْا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا نَصُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ ـ

২৪৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর নিকট মানুষের খুব ভীড় ছিল। যখন লোকজন পৃথক হয়ে এদিক ওদিক চলে গেল, তখন আমি বললাম, আমি আপনার নিকট ঐসব কথা জিজ্ঞাসা করব না যা লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছে। আমি তাঁকে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সওমরত অবস্থায় মক্কার দিকে রওনা করলাম। এরপর একস্থানে আমরা অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন তোমরা শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছ। এখন ইফতারই তোমাদের জন্য শক্তিশালী থাকার উপায় এবং এ তোমাদের জন্য বিশেষ এক অবকাশ। তখন আমাদের কতক লোক সওম পালন করল, আবার কতক লোক ইফতার করল। এরপর আমরা অন্য এক স্থানে অবতরণ করলাম। তখন তিনি বললেন, ভোরেই তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে। সুতরাং ইফতারই তোমাদের জন্য শক্তি বর্ধক। তাই তোমরা ইফতার কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয় ছিল। তাই আমরা সকলেই ইফতার করলাম। এরপর আমরা দেখেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরের অবস্থায় সওম পালন করতাম।

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ -

২৪৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সওম পালন কর, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সওম ছেড়ে দাও।

٢٤٩٣- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَاَ صُوْمُ فِىْ السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ وَاَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ -

২৪৯৩. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অনবরত সওম পালন করি। সফরের অবস্থায়ও সওম পালন করব কি? তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ছেড়ে দাও।

٢٤٩٤- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ -

২৪৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে হাম্মাদ ইব্ন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন) আমি সর্বদা সওম পালন করি।

٢٤٩٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ حَمْزَةَ قَالَ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصُوْمُ أَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ -

২৪৯৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে اَسْرُدُ الصَّوْمَ اِنِّى رَجُلٌ -এর স্থলে اِنِّى رَجُلٌ اَصُوْمُ বাক্যটি বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি সর্বদা সওম পালন করি। সুতরাং সফরে আমি কি সওম পালন করব?

٢٤٩٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ قَالَ هٰرُونُ فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللّٰهِ ـ

২৪৯৬. আবুত-তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সফরের অবস্থায় সিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় সিয়াম পালন করলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, এ আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ সিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। হারূন তার হাদীসের মধ্যে هِيَ رُخْصَةٌ কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু مِنَ اللّٰهِ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٢٤٩٧ـ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتّٰى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ـ

২৪৯৭. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) ..... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক প্রচণ্ড গরমের দিনে রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে বের হলাম। গরম এতো প্রচণ্ড ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল। আর মাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

٢٤٩٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتّٰى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ـ

২৪৯৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ দারদা (রা) বলেছেন যে, প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। গরম এতো প্রচণ্ড ছিল যে, লোকেরা নিজ নিজ হাত মাথার উপরে রেখে দিয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

١٤ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ হাজীদের জন্য আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব

٢٤٩٩ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ـ

২৪৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উম্মুল ফযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আরাফার দিন তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিয়াম পালন (করা না করা) সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি সওমরত নন। এরপর তিনি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তিনি আরাফাতে উটের উপর বসা অবস্থায় ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করে নিলেন।

٢٥٠٠ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اُمِّ الْفَضْلِ ـ

২৫০০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবূ নযর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অধিকন্তু এতে তিনি উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম উমায়র থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেন।

٢٥٠١ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اُمِّ الْفَضْلِ ـ

২৫০১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সালিম আবুন-নযর (র) থেকে এ সনদে ইব্ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানেও উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম উমায়র থেকে বর্ণিত।

٢٥٠٢ـ وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ الْفَضْلِ تَقُوْلُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيْهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ـ

২৫০২. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবা আরাফার দিন তাঁর সিয়াম পালনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। [উম্মুল ফযল (রা) বলেন] আমরাও সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে ছিলেন। এরপর তিনি তা পান করে নিলেন।

٢٥٠٣- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ مَيْمُوْنَةُ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ـ

২৫০৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সওম পালন করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এরপর মায়মূনা (রা) তাঁর নিকট এক পাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলেন, এ সময় তিনি 'মাওকাফ'-এর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি তা পান করে নিলেন। আর লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

١٥ـ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আশূরা দিবসে সিয়াম পালন করা

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

২৫০৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশূরার দিন সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ দিন সওম পালন করতেন। এরপর যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন, তখনও তিনি আশূরার সওম পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর যখন রমযানের সিয়ামকে ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা, সে আশূরা সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা, সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥٠٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ وَقَالَ فِيْ اٰخِرِ

الْحَدِيْثِ وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَرِوَايَةِ جَرِيْرٍ ـ

২৫০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের প্রথমাংশে "রাসূল ﷺ ও এ সওম পালন করতেন" এ কথাটির উল্লেখ নেই। আবশ্য এ হাদীসের শেষাংশে রয়েছে; "এর পর আশূরার দিন সওম পালন করা ছেড়ে দেয়া হ'ল" সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সওম পালন করত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত এবং বর্ণনাকারী জারীরের বর্ণনামত এ কথাটিকে নবী ﷺ -এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

٢٥٠٦ـ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

২৫০৬. আমরুন-নাকিদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে আশূরার দিন সওম পালন করা হতো। এরপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হ'ল, তখন যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥٠٧ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ـ

২৫০৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয করা হল তখন যার ইচ্ছা সে আশূরার দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥٠٨ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ عِرَاكًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ ـ

২৫০৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশূরার দিন সওম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এদিন সওম পালন করার নির্দেশ দিতেন। রমযানের সওম ফরয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার ইচ্ছা, সে এদিন সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা, সে তা ছেড়ে দেবে।

٢٥٠٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ اَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

২৫০৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে লোকেরা আশূরার দিন সিয়াম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এদিন সিয়াম পালন করেছেন এবং মুসলমানগণও। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আশূরার দিন আল্লাহর দিনসমূহের একটি দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সিয়াম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দেবে।

٢٥١٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

২৫১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥١١ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ ـ

২৫১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আশূরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। তোমাদের মধ্যে যে এ দিনে সিয়াম পালন করতে আগ্রহী, সে এ দিনে সিয়াম পালন করতে পারে। আর যে অপসন্দ করে, সে ছেড়ে দিতে পারে।

٢٥١٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِىْ ابْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ

كَانَ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُّوَافِقَ صِيَامَهُ ـ

২৫১২. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আশূরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, জাহিলী যুগে লোকেরা এ দিনে সিয়াম সাধনা করত। যদি কেউ এ দিনে সওম পালন করতে চায়, সে এ দিনে সিয়াম পালন করবে। আর কেউ যদি এ দিনে সওম পালন না করতে চায়, সে সওম পালন করবে না। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর অভ্যস্ত দিনে না হলে আশূরার সওম পালন করতেন না।

٢٥١٣ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً ـ

২৫১৩. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ খালফ (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট আশূরার দিবসের সিয়াম সম্পর্কে কথা তোলা হ'ল। তারপর তিনি লায়স ইব্ন সা'দ (র)-এর অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٢٥١٤ـ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

২৫১৪. আহমদ ইব্ন উসমান নওফেলী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আশূরার দিবস সম্পর্কে কথা তোলা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করবে না।

٢٥١٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اُدْنُ اِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أَوَ لَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِىْ مَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ تَرَكَهُ ـ

২৫১৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইব্‌ন কায়স (র) আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! তুমি খাবার জন্য কাছে এসো। তিনি বললেন, আজ কি আশূরার দিন নয়? তিনি বললেন, তুমি কি জানো আশূরা দিবস কি? আশ'আস (র) বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হ'ল। রাবী আবূ কুরায়ব (র.) تُرِكَ এর স্থলে تَرَكَهُ বলেছেন।

٢٥١٦ـ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ ـ

২৫১৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ "যখন রমযানের বিধান নাযিল হ'ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হয়।"

٢٥١٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ زُبَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ اَنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اُدْنُ فَكُلْ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُهُ ثُمَّ تُرِكَ ـ

২৫১৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... কায়স ইব্‌ন সাকান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরার দিন আশ'আস ইব্‌ন কায়স (র) আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আহার করছিলেন। তিনি আশ'আসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! নিকটে এসো, খানা খাও। তিনি বললেন, আমি তো সওম পালন করছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা এ সওম পালন করতাম। পরে তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

٢٥١٨ـ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلٰى اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ

Goto List >

عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَاِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ ۔

২৫১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইব্‌ন কায়স (র) ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গেলেন। সেটা আশূরার দিন ছিল। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। এ দেখে আশ'আস (র) বললেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! আজ তো আশূরার দিন। তিনি বল্‌লেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে সিয়াম পালন করা হতো। কিন্তু রমযানের সিয়াম ফরয হলে এ দিনের সিয়াম পালন ছেড়ে দেয়া হয়। এখন তুমি যদি সওম না রেখে থাক তবে খাও।

٢٥١٩۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَاهُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ ۔

২৫১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন সমুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন আমাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি আমাদেরকে আদেশও করেননি, বাধ্যও করেননি এবং কোন খোঁজ-খবর আর নেন নি।

٢٥٢٠۔ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ خَطِيْبًا بِالْمَدِيْنَةِ يَعْنِىْ فِىْ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِهٰذَا الْيَوْمِ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّصُوْمَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ ۔

২৫২০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা)-কে মদীনায় খুতবায় বলতে শুনলেন অর্থাৎ যখন তিনি মদীনায় এসেছিলেন, তখন আশূরার দিবসে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এদিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, এ হ'ল আশূরা দিবস। তোমাদের উপর এদিনের সওম ফরয করেন নি। তবে আমি সওম পালন করছি। তাই তোমাদের মধ্যে যে সওম পালন করতে পসন্দ করে, সে পালন করবে আর যে পসন্দ করেনি, সে করবে না।

٢٥٢١- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

২৫২১. আবূ তাহির (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٢٢- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ اِنِّيْ صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَيُوْنُسَ -

২৫২২. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে এ দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, আমি সওম পালনকারী। যে সওম পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন সওম পালন করে, অতঃপর তিনি মালিক এবং ইউনূস বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন নি।

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَاَمَرَ بِصَوْمِهِ -

২৫২৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং তিনি ইয়াহূদীদেরকে আশূরার দিন সিয়াম পালন করতে দেখতে পেলেন। এরপর তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তারা বলল, এ সে দিন যে দিন আল্লাহ মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করেছেন। তাঁর সম্মানার্থে আমরা সওম পালন করে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি এ দিনে সওম পালন করার নির্দেশ দিলেন।

٢٥٢٤- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ -

২৫২৪. ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) ..... আবূ বিশর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসে فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ (তারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল) এ স্থলে فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ (তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন) বাক্যটি বর্ণিত আছে।

٢٥٢٥- وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمُدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ

عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ ـ

২৫২৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করে ইয়াহূদীদেরকে আশূরার দিন সওম পালনরত দেখতে পেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ দিনের সওম পালন করছ, তারা বলল, এ মহান দিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফির'আউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা (আ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ দিনে সওম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সওম পালন করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা তো তোমাদের থেকে মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী এবং হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করলেন এবং সওম পালন করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন।

٢٥٢٦ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ ـ

২৫২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আয়্যূব (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) এ হাদীস সরাসরি নবী ﷺ থেকে শুনেননি।

٢٥٢٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَتَتَّخِذُهُ عِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْهُ اَنْتُمْ ـ

২৫২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায় আশূরা দিবসের সম্মান প্রদর্শন করত এবং তারা এ দিনকে ঈদ বলে গণ্য করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এ দিনে সওম পালন কর।

٢٥٢٨ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعُمَيْسِ اَخْبَرَنِىْ قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ اَبُوْا اُسَامَةَ فَحَدَّثَنِىْ صَدَقَةُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ اَهْلُ خَيْبَرَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ

عَاشُوْرَاءَ يَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا وَيُلْبِسُوْنَ نِسَاءَهُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ ـ

২৫২৮. আহমদ ইবনুল মুনযির (র) ..... কায়স (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের ইয়াহূদীরা আশূরার দিন সওম পালন করত, তারা এ দিনকে ঈদরূপে বরণ করত এবং তারা তাদের মহিলাদেরকে অলংকার ও উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত করত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এদিনে সওম পালন কর।

٢٥٢٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْاَيَّامِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا اِلاَّ هٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ رَمَضَانَ ـ

২৫২৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আশূরার দিনে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে সিয়াম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রমযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে সিয়াম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।

٢٥٣٠ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ـ

২৫৩০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র)-এর সূত্রে সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣١ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْاَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِىْ زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَاَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ هٰكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُوْمُهُ قَالَ نَعَمْ ـ

২৫৩১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হাকাম ইব্ন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলাম। এ সময় তিনি যমযমের কাছে চাদর বিছানো অবস্থায় বসা ছিলেন। তখন

আমি তাঁকে বললাম, আমাকে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে তিনি বললেন, মুহররম মাসের চাঁদ দেখার পর তুমি এর তারিখগুলো গুণে রাখবে। এরপর নবম তারিখে সওম অবস্থায় তোমার যেন ভোর হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সেদিন সিয়াম পালন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করেছেন।

٢٥٣٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْاَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ -

২৫৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... হাকাম ইব্‌ন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যমযমের কাছে ইব্‌ন আব্বাস (রা) চাদর বিছিয়ে বসে থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে আশূরার দিবসে সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর তিনি হাজিব ইব্‌ন উমর (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطْفَانَ بْنَ طَرِيْفٍ الْمُرِّيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৫৩৩. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদ এবং নাসারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকাল হয়ে যায়।

٢٥٣٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لاَ صُوْمَنَّ التَّاسِعَ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ -

২৫৩৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহররমের নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। আবূ বকর (র) বলেন, নবম তারিখই হচ্ছে আশূরার দিন।

٢٥٣٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ اِلَى اللَّيْلِ ـ

২৫৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, যে সিয়াম পালন করেনি, সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে আহার করেছে, সে যেন রাত পর্যন্ত তার সওম পূর্ণ করে।

٢٥٣٦- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الْاَنْصَارِ الَّتِيْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ مَنْ كَانَ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذٰلِكَ نَصُوْمُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَنَذْهَبُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكٰى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهَا اِيَّاهُ عِنْدَ الْاِفْطَارِ ـ

২৫৩৬. আবূ বকর ইব্ন নাফি' আবদী (র) ...... রুবায়্যি বিনত মুয়াওয়ায ইব্ন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন ভোরে এক ব্যক্তিকে মদীনার পার্শ্ববর্তী আনসারী সাহাবীদের জনপদে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন এ ঘোষণা করে দেয় যে, সিয়ামরত অবস্থায় যার ভোর হয়েছে, সে যেন তার সওমকে পূর্ণ করে। আর যার ইফতার অবস্থায় ভোর হয়েছে, সে যেন তার দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত অবস্থায় পূর্ণ করে। এরপর আমরা এ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকেও আল্লাহ চাহে তো সওম পালনে অভ্যস্ত করে তুলতাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদত, তখন আমরা তাদেরকে সে খেলনা প্রদান করতাম। এমনি করে ইফতারের সময় হয়ে যেত।

٢٥٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَاَلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُسُلَهُ فِيْ قُرَى

الْاَنْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بِشْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَاِذَا سَأَلُوْنَ الطَّعَامَ اَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيْهِمْ حَتّٰى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ ـ

২৫৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... খালিদ ইব্‌ন যাকওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুবায়্যি বিনত মুয়াওয়ায (রা) থেকে আশূরার দিন সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদের জনপদে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি বিশ্‌র (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করতাম এবং আমরা তা আমাদের সাথে নিয়ে যেতাম। তারা যখন আমাদের কাছে খাবার চাইত তখন তাদেরকে আমরা সে খেলনা প্রদান করতাম। তারা এ নিয়ে খেলাধূলা করত। এমনিভাবে তারা তাদের সওম পূর্ণ করত।

١٢ـ بَابُ تَحْرِيْمِ صَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيْدَيْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা হারাম

٢٥٣٨ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاٰخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ـ

২৫৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন আযহারের গোলাম আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদগাহে এসে সালাত আদায় করলেন এবং লোকদের দিকে মুখ করে ভাষণ দানকালে বললেন, এ দু'টি এমন দিন যে দু'দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল, ঈদুল ফিতরের দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল, ঐ দিন যে দিন তোমরা কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

٢٥٣٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ـ

২৫৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল কুরবানীর দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল ঈদুল ফিতরের দিন।

٢٥٤٠ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا فَاَعْجَبَنِىْ فَقُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ اَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِىْ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ

২৫৪০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা) থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করেছি। হাদীসটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আপনি এ হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনিনি এমন কথা তাঁর দিকে সম্বোধন করে আমি বলতে পারি কি? আমি শুনেছি তিনি বলেছেন, দু'দিন সিয়াম পালন করা শুদ্ধ নয় ঃ ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন।

٢٥٤١ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ـ

২৫৪১. আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٤٢ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَصُوْمَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ اَضْحٰى اَوْفِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ ـ

২৫৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... যিয়াদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এক দিন সিয়াম পালন করার মান্নত করেছিলাম। ঘটনাক্রমে তা ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মান্নত পূরা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٤٣ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى ـ

২৫৪৩. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

١٧- بَابُ تَحْرِيْمِ صَوْمِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করা হারাম

٢٥٤٤- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ -

২৫৪৪. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনূস (র) ..... নুবায়শা হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীক পানাহারের দিন।

٢٥٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيْتُ اَبَا الْمَلِيْحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيْهِ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ -

২৫৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... নুবায়শা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ বলেছেন, আমি আবুল মালীহ এর সাথে সালাত করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তিনি আমাকে নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত রয়েছে যে, "এদিন আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।"

٢٥٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ وَاَوْسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَنَادٰى اَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَاَيَّامُ مِنًى اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ -

২৫৪৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব ও আউস ইব্‌ন হাদসান (রা)-কে আইয়্যামে তাশরীকের সময় পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, মুমিনগণই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আইয়্যামে মিনা (আইয়্যামে তাশরীক) পানাহার করবার দিন।

٢٥٤٧- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا -

২৫৪৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে فَنَادٰى এর স্থলে فَنَادَيَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ এক বচনের স্থলে দ্বিবচনের সাথে কথাটি বর্ণিত আছে।

١٨- بَابُ كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لاَ يُوَافِقُ عَادَتَهُ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিয়মিত সওম পালনের দিনে না পড়লে শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করা মাকরূহ

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ -

২৫৪৮. আমরুন-নাকিদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফরত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন কি? তিনিবললেন হ্যাঁ, আমি এ ঘরের মালিকের শপথ করে বলছি।

٢٥٤٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৫৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর উক্তরূপ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ -

২৫৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন না করে। (যদি সওম পালন করতে চায়) তবে জুমু'আর আগে বা পরে যেন এক দিন যোগ করে সিয়াম পালন করে।

٢٥٥١- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ -

২৫৫১. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, রাতসমূহের মাঝে তোমরা কেবল জুমু'আর রাতকে সালাত ও জাগ্রত থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। অনুরূপভাবে দিনসমূহের মধ্যে কেবল জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তা যদি তার নিয়মিত সওম পালন করার দিনে পড়ে, তাহলে সে সওম পালন করতে পারবে।

١٩- بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى " وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ "

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে খাদ্যদান"– এই নির্দেশ রহিত

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ " وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ " كَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا -

২৫৫২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ .... যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে মিসকীনের খাদ্য দান-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যার ইচ্ছা সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করতে। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হলে এ আয়াত রহিত হয়ে যায়।

٢٥٥٣- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِىْ رَمَضَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ فَافْتَدٰى بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ حَتّٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " -

২৫৫৩. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে রমযান মাসে আমাদের অবস্থা এ-ই ছিল যে, আমাদের যে ইচ্ছা করত সে সওম পালন করত। আর যে ইচ্ছা করত, সে সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করত। এরপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ (তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٠- بَابُ جَوَازِ تَاخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَالَمْ يَجِئْ رَمَضَانُ اٰخَرُ لِمَنْ اَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেনি ওযরের কারণে যথা ঃ রোগ, সফর ও মাসিক ঋতু ইত্যাদি, তবে তার জন্য রমযানের কাযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা জায়েয

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَهُ اِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৫৫৪. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনূস (র) ..... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উপর রমযানের সওম কাযা থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে আমার প্রতি বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বান মাস ব্যতীত আমি তা আদায় করতে পারতাম না।

٢٥٥٥. وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَذٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৫৫৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, "এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কারণেই শাবানের পূর্বে আমার জন্য তা সম্ভব হতো না।"

٢٥٥٦- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّ ذٰلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ يَحْيٰى يَقُوْلُهُ -

২৫৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার ধারণা, এ বিলম্ব করা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে থাকার কারণেই হয়েছিল।

٢٥٥٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِى الْحَدِيْثِ الشُّغُلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৫৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ নেই।

٢٥٥٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ

عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَنْ كَانَتْ اِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَأْتِيَ شَعْبَانُ ـ

২৫৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মক্কী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মঝে এমন অনেকে আছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে রমযানের সিয়াম পালনে সক্ষম হতেন না। শা'বান না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে থাকার কারণে তার পক্ষে কাযা আদায় করা সম্ভব হতো না।

٢١ـ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওমের কাযা আদায় করা

٢٥٥٩ـ وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ

২৫৫৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের কাযা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ সিয়াম পালন করবে।

٢٥٦٠ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَاَيْتِ لَوْكَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ـ

২৫৬০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার এক মাসের সওম কাযা আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তার উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করার অধিক হকদার।

٢٥٦١ـ وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ

أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضٰى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيْعًا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالاَ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ

২৫৬১. আহমদ ইব্ন উমর আল ওয়াকিঈ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর রয়েছে এক মাসের সওমের কাযা। আমি তার পক্ষ হতে এ সওমের কাযা আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম ও সালামা ইব্ন কুহায়ল উভয়ের বলেছেন, যখন মুসলিম বাততীন (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা বললেন, আমরা ঐ হাদীসটি মুজাহিদ (র)-কে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٥٦٢ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

২৫৬২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦٣ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِيْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ أَكَانَ يُؤَدِّيْ ذٰلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُوْمِيْ عَنْ اُمِّكِ ـ

২৫৬৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইব্ন আবূ খালফ ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে এ সওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর।

٢٥٦٤- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنِّيْ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِيْ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَاَ حُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّيْ عَنْهَا -

২৫৬৪. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈকা মহিলা এসে বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য একটি দাসী সদকা করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তো তোমার সওয়াব পেয়ে গিয়েছ। তবে উত্তরাধিকার তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দিয়েছে। তখন ঐ মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার উপর এক মাসের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে ঐ সওম আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে সওম পালন কর। অতঃপর মহিলা বললেন, তিনি তো তখনও হজ্জও আদায় করেননি, আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

٢٥٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ -

২৫৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। অতঃপর তিনি ইব্‌ন মুসহির (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, দুই মাসের সওমের কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢٥٦٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ -

২৫৬৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মাসের সওম।

٢٥٦٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ -

২৫৬৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... সুফ'য়ান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন) তবে এ হাদীসের মধ্যে দুই মাসের সওমের কথা বর্ণিত আছে।

٢٥٦٨- وَحَدَّثَنِي ابْنِ اَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ-

২৫৬৮. ইব্‌ন আবূ খালফ (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এলেন। তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, এক মাসের সওম।

٢٢- بَابُ نُدْبِ الصَّائِمِ اِذَا دُعِيَ اِلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يُرِدِ الْاِفْطَارَ اَوْشُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّي صَائِمٌ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে যদি খাবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং সে ইফতার করার ইচ্ছা না করে অথবা যদি তাকে গাল-মন্দ করা হয় বা তার সাথে যদি ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন তার জন্য বলা মুস্তাহাব যে, আমি সিয়াম পালন করছি

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ-

২৫৬৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের সিয়ামরত কোন ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিত, আমি সওম পালনকারী।

٢٥٧٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ اِنِّيْ صَائِمٌ-

২৫৭০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারও যদি কোন দিন সওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয়, তবে সে যেন স্ত্রী সম্ভোগ ও অন্যায় আচরণ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-বিবাদ করে, তবে সে যেন বলে আমি সওম পালনকারী, আমি সওম পালনকারী।

٢٣- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়ামের ফযীলত

٢٥٧١- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ بْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -

২৫৭১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজায়বী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) যাঁর হাতে মুহাম্মদ এর প্রাণ তাঁর শপথ, সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উৎকৃষ্ট।

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَهُوَ الْحِزَامِىُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ -

২৫৭২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিয়াম হ'ল ঢাল।

٢٥٧٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ -

২৫৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, তা আমারই

জন্য ; আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম হ'ল ঢাল। তোমাদের কারো সিয়াম পালনের দিন সে যেন স্ত্রীর সাথে উপগত না হয় এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে অথবা কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে তবে সে যেন বলে, আমি একজন সওম পালনকারী। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির খুশির বিষয় দু'টি, যখন সে ইফতার করলো তখন ইফতার-এর কারণে সে আনন্দ লাভ করল এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে, তখন সে তার সওমের কারণে আনন্দিত হবে।

٢٥٧٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ

২৫৭৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু সওম; সওম আমার জন্যে এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সে আমারই জন্য তার কামাচার এবং পানাহার বর্জন করে। সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য খুশির বিষয় দু'টি। একটি খুশি ইফতারের সময়, আরেকটি খুশি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। সওমের কারণে যে দুর্গন্ধ হয়, তা আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট।

٢٥٧٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِىْ سِنَانٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ إِنَّ الصَّوْمَ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِىَ اللّٰهَ فَرِحَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ

২৫৭৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সওম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। সওম পালনকারী ব্যক্তির খুশির সময় দু'টি। যখন ইফতার করবে, তখন খুশি হবে এবং যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, তখন খুশি হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সওম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٥٧٦- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ ابْنُ مُرَّةَ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ -

২৫৭৬. ইসহাক ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সুলায়ত হুযালী (র) ..... সিনানের পিতা যিরার ইব্‌ন মুররা (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এ হাদীসে আছে, "যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন; এতে সে আনন্দিত হবে।"

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ -

২৫৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে রায়য়ান নামক একটি তোরণ আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে– সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে তোরণ দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না।

٢٤- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلاَضَرَرٍ وَلاَ تَفْوِيتِ حَقٍّ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষতিগ্রস্থ না হলে এবং হক নষ্ট না হলে (জিহাদের অভিযানে) সামর্থ্যবান ব্যক্তির সিয়াম পালন করার ফযীলত

٢٥٧٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا -

২৫৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি (জিহাদ অভিযানে) সওম পালন করে, তবে এ এক দিনের সিয়াম পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।

٢٥٧٩ـ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

২৫৭৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সুহায়ল (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٠ـ وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

২৫৮০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র আবদী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ অভিযানে একদিন সওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের ব্যবধান করে দিবেন।

٢٥ـ بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে সওমের নিয়্যত করা বৈধ। নফল সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে সওম ভঙ্গ করা জায়েয। অবশ্য সওম পূর্ণ করা তার জন্য উত্তম

٢٥٨١ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ قَالَ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ اَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ اَوْجَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيْهِ فَجِئْتُ بِهِ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ اَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَاِنْ شَاءَ اَمْضَاهَا وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا ـ

২৫৮১. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়িশা! তোমার নিকট (খাওয়ার মত) কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে চলে গেলেন। ইত্যবসরে আমাদের নিকট কিছু হাদিয়া আসল কিংবা তিনি বলেছেন, দর্শনার্থী কতিপয় লোক আমাদের নিকট আসলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু হাদিয়া দেয়া হয়েছে কিংবা তিনি বলেছেন, কতিপয় দর্শনার্থী আমাদের নিকট এসেছেন। আমি আপনার জন্য কিছু খাবার সযত্নে রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, হায়স অর্থাৎ ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুর। তিনি বললেন, নিয়ে আস। তখন আমি তা নিয়ে এলাম। তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন, আমি ভোরে সিয়াম পালনের নিয়্যত করেছিলাম। বর্ণনাকারী তালহা (র) বলেন, আমি এ হাদীস মুজাহিদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, এ কাজটি ঐ ব্যক্তির মত যে তার মাল থেকে সদকা বের করল। সে ইচ্ছা করলে তা দান করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

٢٥٨٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ قَالَ فَاِنِّىْ اِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ اَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ ـ

২৫৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। এরপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য হায়স [ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুর] হাদিয়া পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমাকে দেখাও, আমার তো ভোর হয়েছে সায়িম অবস্থায়। তারপর তিনি তা আহার করলেন।

٢٦- بَابُ اَكْلِ النَّاسِىْ وَشَرْبِهِ وَجِمَاعِهِ لاَ يُفْطِرُ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগে সওম ভঙ্গ হবে না

٢٥٨٣- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوْسِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ

২৫৮৩. আমর ইব্ন মুহাম্মদ নাকিদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিয়াম পালনকারী যদি ভুলক্রমে খায় বা পান করে তবে, সে তার সওম পূর্ণ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন।

٢٧ـ بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ لاَ يَخْلِيَ شَهْرٌ مِنْ صَوْمٍ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী ﷺ -এর সওম পালন এবং কোন মাস সওম পালন থেকে খালি না থাকা মুস্তাহাব

٢٥٨٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ حَتّٰى مَضٰى لِوَجْهِهِ وَلاَ اَفْطَرَهُ حَتّٰى يُصِيْبَ مِنْهُ ـ

২৫৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ রমযান ব্যতীত অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস সাওম পালন করেছেন কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি পূর্ণ মাস সাওম পালন করেননি, এমনকি তিনি ইনতিকাল করেছেন। তবে বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি রমযানের সওম ভংগ করতেন না।

٢٥٨٥ـ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ اِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ اَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ ﷺ ـ

২৫৮৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পূর্ণ মাস সওম (নফল) পালন করেছেন? তিনি বললেন, রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করেছেন কি না আমি তা জানি না, এমন কি তিনি ইনতিকাল করেছেন।

٢٥٨٦ـ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَمَّادٌ وَاَظُنُّ اَيُّوْبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ قَدْ اَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانَ ـ

২৫৮৬. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ -এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি সওম পালন করতেন,

এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেই যাবেন। আবার তিনি ইফতার অবস্থায় থাকতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি সিয়াম ভংগ করেই চলেছেন (আর সিয়াম পালন করবেন না)। তিনি (আরও) বলেন, মদীনায় তাশরীফ নেয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি।

٢٥٨٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْاِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا -

২৫৮৭. কুতায়বা (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌নে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ..... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ কিন্তু তিনি এই সনদে হিশাম ও মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٥٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ -

২৫৮৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (নফল) সওম পালন করে যেতেন– এমন কি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি একাধারে (দীর্ঘদিন) সওম পালন করতেন না। এমন কি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি আর সওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একমাত্র রমযান মাস ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি। আমি তাঁকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি।

٢٥٨٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ اَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

২৫৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

একাধারে সওম পালন করে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেছেন (আর কখনও ভংগ করবেন না)। আবার কখনও তিনি সওম ছেড়ে দিতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম ছেড়ে দিয়েছেন (আর কখনও সওম পালন করবেন না)। আমি তাঁকে শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি। তিনি যেন গোটা শা'বান মাসই সওম পালন করতেন। তিনি সামান্য (কয়টি দিন) ব্যতীত গোটা শাবান মাস সওম পালন করতেন।

٢٥٩٠۔ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَمَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ يَقُوْلُ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَاِنْ قَلَّ ۔

২৫৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত বছরের অন্য কোন মাসে এত অধিক সওম পালন করতেন না। তিনি বলতেন ঃ "তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভাল কাজ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সওয়াব দিতে কখনও ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়।" তিনি আরও বলতেন ঃ "বান্দা যে কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারে, তাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়– তার পরিমাণ কম হলেও।"[১]

٢٥٩١۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعُ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُوْمُ اِذَا صَامَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ اِذَا اَفْطَرَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ ۔

২৫৯১. আবুর-রবী যাহরানী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাত্র রমযান মাস ব্যতীত কখনও পূর্ণমাস সওম পালন করেন নি। তিনি যখন (নফল) সওম পালন করতেন তা একাধারে করে যেতেন। এমনকি লোক মনে করত; না, আল্লাহর শপথ! তিনি আর সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি সওম পালন করা হতে বিরত থাকতেন। যাতে লোকেরা মনে করত; না, আল্লাহর শপথ! তিনি হয়ত আর সওম পালন করবেন না।

---

১. কেবলমাত্র রমযানের পূর্ণ মাস সওম পালন করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ প্রতি মাসেই কয়েক দিন করে নফল সওম পালন করতেন। কিন্তু শা'বান মাসে সর্বাধিক সংখ্যক সওম পালন করতেন। কারণ শা'বান মাস হচ্ছে রমযান মাসের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস।

٢٥٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ -

২৫৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) ..... আবূ বিশর (র) এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন, "তিনি মদীনায় আসার পর থেকে কখনও একাধারে পূর্ণ মাস সওম পালন করেন নি।"

٢٥٩٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ -

২৫৯৩. অবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... উসমান ইব্‌ন হাকীম আনসারী (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর কাছে রজব মাসে সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ছিল রজব মাস। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করে যেতেন– এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি সওম থেকে বিরত থাকতেন –এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম পালন করবেন না।

٢٥٩٤- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

২৫৯৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... উসমান ইব্‌ন হাকীম (র)-এর সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٨٥- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلْفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يُقَالَ قَدْ اَفْطَرَ قَدْ اَفْطَرَ -

২৫৯৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন আবূ খালফ ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করে যেতেন, এমন কি বলা হতো তিনি সওম পালন করে যাচ্ছেন, তিনি সওম পালন করে যাচ্ছেন। আবার তিনি সওম পালন হতে বিরত থাকতেন, এমনকি বলা হতো তিনি **বিরত** থাকছেন, তিনি বিরত থাকছেন।

٢٨ـ بَابُ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ اَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا اَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيْدَيْنِ وَالتَّشْرِيْقَ وَبَيَانِ تَفْضِيْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَاِفْطَارِ يَوْمٍ ـ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা কারো হক নষ্ট করার আশংকা থাকে অথবা উভয় ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে সওম ছাড়ে না, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সারা বছর সওম পালন করা নিষেধ এবং একদিন সওম পালন করা ও একদিন পালন না করার ফযীলত

٢٥٩٦ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ لاَ قُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلاَ صُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ أُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ أُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ أُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لاَنْ اَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْاَيَّامَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ ـ

২৫৯৬. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করা হল যে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি অবশ্য সারা রাত (ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকব এবং সারা দিন সওম পালন করব– যতদিন জীবিত থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি একথা বলেছ? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই একথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। অতএব তুমি সওম পালন কর ও ছেড়ে দাও এবং ঘুমাও আবার জেগে ইবাদত কর। তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কারণ প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে তার দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আর এটা পূর্ণ বছর সওম পালন করার সমতুল্য। আমি বললাম, আমার এর চেয়েও অধিক পরিমাণ করার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে একদিন সওম পালন করে দুইদিন ছেড়ে দাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়েও অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সওম পালন কর, একদিন ছেড়ে

দাও। আর এটাই হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সওম এবং তা সর্বোত্তম সওম। আমি বললাম, আমি আরও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর চেয়ে উত্তম কিছু নেই। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথামত প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করার নিয়ম গ্রহণ করতাম– তবে তা আমার জন্য পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের তুলনায় অধিক পসন্দনীয় হতো।

٢٥٩٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوْمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَتّٰى نَأْتِيَ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِ رَسُوْلاً فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَاِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنْ تَشَاؤُا اَنْ تَدْخُلُوْا وَاِنْ تَشَاؤُا اَنْ تَقْعُدُوْا هٰهُنَا قَالَ فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ هٰهُنَا فَحَدِّثْنَا قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَاَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَاِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَيَّ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ لِيْ أَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ بَلٰى يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَلَمْ اُرِدْ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ فَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللّٰهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمِ) فَاِنَّهُ كَانَ اَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَاقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عَشْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قَالَ وَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ فَصِرْتُ اِلَى الَّذِيْ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ -

২৫৯৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ রূমী (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ রওনা হয়ে আবূ সালামার নিকট গেলাম। আমরা তাঁর কাছে একজন লোক পাঠালাম। তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর বাড়ির সামনেই ছিল মসজিদ এবং আমরা সেখানেই তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা

ইচ্ছা করলে আমার বাড়িতেও যেতে পার, আর চাইলে এখানেও বসতে পার। আমরা বললাম, না বরং আমরা এখানেই বসি এবং আপনি আমাদের (হাদীস) বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি সারা বছর সওম পালন করতাম এবং সারা রাত কুরআন পাঠ করতাম। একথা হয় নবী -এর কাছে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন ঃ (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারা বছর সওম পালন কর এবং সারা রাত্র কুরআন পাঠ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! হ্যাঁ, এবং আমি এরদ্বারা কল্যাণ লাভেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীর তোমার উপর অধিকার রয়েছে এবং তোমার দেহেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। অতএব আল্লাহর নবী দাঊদ (আ)-এর সওম পালন কর। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারী। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাঊদ (আ)-এর সওম কি? তিনি বললেন ঃ তিনি একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন। তিনি আরও বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার (পূর্ণ) কুরআন তিলাওয়াত খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে দশদিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম; হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়। কারণ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে, তোমার দেহেরও অধিকার আছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নিজের উপর কঠোরতা করেছি, ফলে আমি কঠোরতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি। নবী আমাকে আরও বললেন, "তুমি জান না, হয়ত তুমি দীর্ঘজীবি হবে।" অতএব নবী আমাকে যা বলেছেন আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম, তখন আকাঙ্ক্ষা করতাম ঃ আহা, আমি যদি নবী -এর দেয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম!

٢٥٩٨- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَكِنْ قَالَ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا -

২৫৯৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে "প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর" কথার পর আরও আছে, "কেননা তোমার জন্য প্রতিটি ভাল কাজের পরিবর্তে তার দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতএব তা এক বছর সাওম পালনের সমানই হল।" এই হাদীসে আরও উল্লেখ আছে, "আমি (আবদুল্লাহ্) বললাম, আল্লাহর নবী দাঊদ (আ)-এর সওম কিরূপ ছিল?

তিনি বললেন, অর্ধ বছর (সাওম পালন করা)" এই সূত্রে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই এবং নবী -এর একথাও উল্লেখ নাই, "তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে।" বরং এতে উল্লেখ আছে, "তোমার উপর তোমার সন্তানেরও অধিকার রয়েছে।"

٢٥٩٩ـ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى بَنِى زُهْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ وَاَحْسِبُنِىْ قَدْ سَمِعْتُهُ اَنَا مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَاْهُ فِىْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَاْهُ فِىْ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

২৫৯৯. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়।

٢٦٠٠ـ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ ابْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اِبْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ

২৬০০. আহমদ ইব্ন ইউসূফ আযদী (রা) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করে।

٢٦٠١ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّىْ اَصُوْمُ اَسْرُدُ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَىَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلاَهْلِكَ حَظًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُنِىْ

اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُوْمُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى قَالَ مَنْ لِىْ بِهٰذِهٖ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلاَ اَدْرِىْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ ـ

২৬০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে একথা পৌঁছল যে, আমি একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছি এবং রাতে সালাত আদায় করে চলছি। অতএব তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন (অথবা রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সওম পালন করে যাচ্ছ এবং তা ছাড়ছ না এবং রাত্রব্যাপী সালাত আদায় করে চলেছ। তুমি (এরূপ) করো না। কেননা তোমার চোখের একটি দাবি রয়েছে, তোমার দেহের একটি অধিকার রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর একটি অধিকার রয়েছে। অতএব সওম পালন কর এবং ছেড়ে দাও, সালাত আদায় কর আবার ঘুমাতে যাও। প্রতি দশ দিনে একদিন সওম পালন কর, এতে তুমি নয় দিন সওম পালনের সওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি নিজেকে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ)-এর মত সওম পালন কর। আমি বললাম, দাউদ (আ) কিভাবে সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, তিনি একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করতেন না যখন (শত্রু বাহিনীর) সম্মুখীন হতেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! কে আমার জন্য এ সবের জামিন হবে? অধঃস্তন রাবী আতা (র) বলেন, একাধারে সওমের প্রশংসা কী ভাবে বর্ণনা করেছেন, তা আমি জানি না। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি একাধারে সওম পালন করে, সে মূলত সওম পালন করেনি। যে সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি, যে ব্যক্তি হামেশা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি।

٢٦٠٢ـ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ اَبُوْ الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ ـ

২৬০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, আবূ আব্বাস শায়র (র) তাকে অবহিত করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হলেন আবূ আব্বাস আস-সায়েব ইব্‌ন ফাররূখ। তিনি মক্কার অধিবাসী এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

٢٦٠٣ـ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ سَمِعَ اَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنَّكَ لَتَصُوْمُ

الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى -

২৬০৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর! তুমি তো একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছ। সারা রাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এরূপ করলে তাতে তোমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করল না। মাসে তিন দিন সওম পালন করা পূর্ণ মাস সওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, দাঊদ (আ)-এর ন্যায় সওম পালন কর। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন ছেড়ে দিতেন এবং পলায়ন করতেন না যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন।

٢٦٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ -

২৬০৪. আবূ কুরায়ব (র) ..... হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরও আছে, "এবং তুমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلاَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ -

২৬০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তোমার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ? আমি বললাম, আমি অবশ্য করি। তিনি বলেন, তুমি এরূপ করতে গেলে অনিদ্রার কারণে তোমার চোখ কোটরাগত হবে এবং তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার দেহের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক রয়েছে। অতএব তুমি রাতে ইবাদতও করবে এবং নিদ্রাও যাবে। সওমও পালন করবে, আবার তা বাদও দেবে।

٢٦٠٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَاَحَبَّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ـ

২৬০৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় সওম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম এবং তাঁর নিকট পসন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন। অতঃপর এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন বাদ দিতেন।

٢٦٠٧ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْقُدُ اٰخِرَهُ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَعَمْرُو بْنُ اَوْسٍ كَانَ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ ـ

২৬০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সওম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম। তিনি বছরের অর্ধেক কাল সওম পালন করতেন। মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধ রাত ঘুমাতেন, অতঃপর সালাতে দাঁড়াতেন, অতঃপর শেষ রাতে ঘুমিয়ে যেতেন। তিনি অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদত করতেন। রাবী ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আমর ইব্‌ন দীনারকে বললাম, আমর ইবনুল আস (রা) কি একথা বলতেন যে, তিনি অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٦٠٨ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِىْ أَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ ـ

২৬০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবুল মালীহ (র) অবহিত করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, আমি তোমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের নিকট বললেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার সওম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর জন্য একটি চামড়ার তাকিয়া পেতে দিলাম। তাতে খেজুরের আঁশ ভর্তি ছিল। তিনি মাটির উপর বসে গেলেন এবং তাকিয়াটি তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি আমাকে বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর অধিক সওম পালন করতে সক্ষম)! তিনি বললেন, তাহলে পাঁচদিন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি)! তিনি বললেন, তাহলে সাত দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি'। তিনি বললেন, তাহলে নয় দিন! আমি বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি)। তিনি বললেন, তাহলে এগার দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি)। নবী ﷺ বললেন, দাঊদ (আ)-এর সওম-এর উপর কোন সওম নেই। তিনি বছরের অর্ধেক অর্থাৎ একদিন যদি এ সওম পালন করতেন, আরেক দিন বাদ দিতেন।

٢٦٠٩ـ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللّٰهِ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ـ

২৬০৯. আবু বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি একদিন সওম পালন করলে পরের দিনের সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি দুই দিন সওম পালন কর। তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক সওম রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি চার দিন সওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব লাভ করবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি দাঊদ (আ)-এর সওম পালন কর যা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সওম। তিনি পর্যায়ক্রমে একদিন সওম পালন করতেন এবং পরের দিন বাদ দিতেন।

٢٦١٠ـ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ

بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَاَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِىْ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ اَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ ـ

২৬১০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি দিনের বেলা সওম পালন কর এবং রাতের বেলা সালাতে থাক, তুমি এরূপ করো না। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের একটি অংশ (হক) রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের অংশ রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অংশ রয়েছে। তুমি সওমও পালন কর এবং বাদও দাও। প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন কর এবং এটাই হ'ল সারা বছরের সওম (-এর নিয়ম)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আরও শক্তি আছে। তিনি বললেন, তাহলে দাঊদ (আ)-এর সওম-এর মত সওম পালন কর। পর্যায়ক্রমে একটি সওম পালন কর এবং একদিন বাদ দাও। আবদুল্লাহ (রা) বলতেন, হায়! আমি যদি সহজটার উপর আমল করতাম!

٢٩ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে তিন দিন, আরাফাতের দিন, আশূরার দিন, সোম ও বৃহস্পতিবার সওম পালনের ফযীলত

٢٦١١ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ ـ

২৬১১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)..... মুআযাহ আল-আদাবিয়্যাহ (র) নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করতেন? তিনি বললেন হ্যাঁ আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন তিনি সওম পালন করতেন? আয়েশা (রা) বললেন, তিনি মাসের যে কোন দিন সওম পালন করতে দ্বিধা করতেন না।

٢٦١٢- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ اَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ يَافُلاَنُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ -

২৬১২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বললেন অথবা (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) তিনি কোন ব্যক্তিকে বলেছেন এবং তিনি তা শুনছিলেন, হে অমুক! তুমি কি এ মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যখন তুমি তা ভংগ করবে, তখন দুই দিন সওম পালন করবে।

٢٦١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيْ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَجُلٌ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلاَمَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ -

২৬১৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে সওম পালন করেন? তার এই কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। উমর (রা) তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর আমাদের নবী হিসেবে আমরা সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ও তাঁর রসূলের অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

করি।" উমর (রা) কথাটি বার বার আওড়াতে থাকলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ -এর অসন্তোষের ভব দূরীভূত হ'ল। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং ছেড়েও দেয়নি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যে পর্যায়ক্রমে দুই দিন সওম পালন করে ও একদিন সওম ত্যাগ করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এই সামর্থ্য কার আছে? (অর্থাৎ সামর্থ্য) থাকলে বেশ ভাল কথা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি একদিন পর একদিন সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এটা দাউদ (আ)-এর সওম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন , যে একদিন সওম পালন করে ও একদিন করে না, তার অবস্থা কিরূপ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আশা করি যে, আমার এতটা শক্তি হোক। তিনি পুনরায় বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা এবং রমযান মাসের সওম এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সারা বছর সওম পালনের সমান। আর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহর ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশূরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

٢٦١٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لاَصَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ مَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَاِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُّطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَاِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ اَنَّ اللّٰهَ قَوَّانَا لِذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَاِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ اَخِيْ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ اِلٰى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيْسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا -

২৬১৪. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে,

মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর (আমাদের) রাসূল হিসেবে এবং আমাদের কৃত বায়'আতের উপর আমরা সন্তুষ্ট। অতঃপর সারা বছর সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি, ইফতারও করেনি, সে সওম পালন করেনি এবং সওমহীনও থাকেনি। অতঃপর একাধারে দুই দিন সওম পালন করা ও এক দিন সওম পালন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বললেন, এভাবে সওম পালনের সামর্থ্য কার আছে? অতঃপর একদিন সওম পালন ও দুই দিন সওম ত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বললেন, আল্লাহ যেন আমাদের এরূপ সওম পালনের সামর্থ্য দান করেন। অতঃপর একদিন সওম পালন করা ও একদিন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বললেন, তা আমার ভাই দাঊদ (আ)-এর সওম। অতঃপর সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনই আমি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি বা আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে। তিনি আরও বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন এবং গোটা রমযান মাস সওম পালন করাই হ'ল সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। অতঃপর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। অতঃপর আশূরার সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তাতে বিগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। এই হাদীসে শু'বার বর্ণনায় আরও আছে, "অতঃপর সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল।" কিন্তু আমাদের মতে বৃহস্পতিবারের কথা ভুলবশত বর্ণিত হয়েছে, তাই আমরা তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

٢٦١٥- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

২৬১৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... শু'বা (র) -এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١٦- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيْسَ -

২৬১৬. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ আদ্-দারিমী (র.) ..... গায়লান ইব্‌ন জারী (র)-এর সূত্রে এই সনদে শু'বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে তিনি (গায়লান) সোমবারের উল্লেখ করেছেন কিন্তু বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করেননি।

٢٦١٧- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وَلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ -

২৬১৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে।

٣٠- بَابُ صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ শা'বান মাসের সওম

٢٦١٨- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا عَنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ-

২৬১৮. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অথবা অপর কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি শা' বান মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি সওম পালন করনি, তখন দুই দিন সওম পালন করে নিও।

٢٦١٩- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ-

২৬১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ মাসের মধ্যেভাগে কিছু দিন সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার বদলে রমযানের সিয়াম শেষ করে দুই দিন সিয়াম পালন করবে।

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَخِيْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِيْ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةُ الَّذِيْ شَكَّ فِيْهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ-

২৬২০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি এবং মাসের অর্থাৎ শা'বান মাসের মধ্যেভাগে কিছু দিন সিয়াম পালন করেছ? সে বলল, না।

তিনি তাকে বললেন, রমযানের সওম পালন শেষ করে তুমি এক দিন বা দুই দিন সওম পালন কর। এ সম্পর্কে শু'বার সন্দেহ রয়েছে এবং রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি দুই দিনের কথা বলেছেন।

٢٦٢١ـ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللُّؤْلُؤِيُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَانِئٍ ابْنِ اَخِيْ مُطَرِّفٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ـ

২৬২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা ও ইয়াহ্ইয়া লু'লুই (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানী ইব্‌ন আখী মুতাররিফ থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١ـ بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররমের সওমের ফযীলত

٢٦٢٢ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ـ

২৬২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের নামায।

٢٦٢٣ـ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ اَيُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَاَيُّ الصِّيَامِ اَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلاَةَ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ ـ

২৬২৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, ফরয সালাতসমূহের পর কোন্ সালাত এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর কোন্ সওম সর্বোত্তম? বললেন, ফরয সালাতসমূহের পর গভীর রাতের সালাত সর্বোত্তম এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম সর্বোত্তম।

٢٦٢٤ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِيْ ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

২৬২৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اِتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখার ফযীলত

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ -

২৬২৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব, কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ..... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রমযান মাসের সিয়াম পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর রোযা রাখার মত।

٢٦٢٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخُوْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ -

২৬২৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٦٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

২৬২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ আয়্যূব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٣- بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَاَرْجَى اَوْقَاتِ طَلَبِهَا

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সময়

٢٦٢٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

২৬২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নে দেখান হ'ল যে, (রমযানের) শেষ সাত দিনের মধ্যে কদরের রাত নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি মনে করি যে, শেষের সাতদিন সম্পর্কে তোমাদের সকলের স্বপ্ন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি তা অন্বেষণ করবে, সে যেন রমযানের শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে তা অন্বেষণ করে।

٢٦٢٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

২৬২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রমযানের) শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর।

٢٦٣٠ـ وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاٰى رَجُلٌ اَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فَاطْلُبُوْهَا فِى الْوِتْرِ مِنْهَا ـ

২৬৩০. আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, এক ব্যক্তি (রমযানের) ২৭তম রাতে লায়লাতুল কদর দেখতে পেল। নবী ﷺ বললেন, আমাকেও তোমাদের মত স্বপ্ন দেখান হয়েছে যে, তা রমযানের শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব এর বেজোড় রাতগুলোতে তা অনুসন্ধান কর।

٢٦٣١ـ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ اُرُوْا اَنَّهَا فِى السَّبْعِ الْاُوَلِ وَاُرِىَ نَاسٌ مِنْكُمْ اَنَّهَا فِى السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ ـ

২৬৩১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তার পিতা [আবদুল্লাহ (রা)] বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কতিপয় লোককে দেখান হ'ল যে, তা রমযানের প্রথম সাতদিনের মধ্যে, আবার কতিপয় লোককে দেখান হয়েছে যে, তা শেষ সাতদিনের মধ্যে। অতএব (রমযানের) শেষ দশকের মধ্যে তা অন্বেষণ কর।

٢٦٣٢ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ يَعْنِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاِنْ ضَعُفَ اَحَدُكُمْ اَوْ عَجِزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِىْ ـ

২৬৩২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... উকবা ইবন হুরায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনে কদরের রাত অনুসন্ধান কর। তোমাদের কেউ যদি দুর্বল অথবা অপারগ হয়ে পড়ে, তবে সে যেন শেষের সাত রাতে অলসতা না করে।

٢٦٣٣ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ـ

২৬৩৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... জাবালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে নবী ﷺ -এর থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কদরের রাত অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন (রমযানের) শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে।

٢٦٣٤ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَيَّنُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ اَوْ قَالَ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

২৬৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশকে কদরের রাত অনুসন্ধান কর অথবা তিনি বলেছেন, শেষের সাত রাতে।

٢٦٣٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اَيْقَظَنِىْ بَعْضُ اَهْلِىْ فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ وَقَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيْتُهَا ـ

২৬৩৫. আবূ তাহির ও হারমালা ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে স্বপ্নে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর আমার পরিবারের কেউ আমাকে ঘুম থেকে জাগানোর ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শেষ দশকে অন্বেষণ কর। রাবী হারমালা (র) বলেছেন, "আমি তা ভুলে গেছি।"

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِيْ فِيْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ مِنْ حِيْنِ يَمْضِيْ عِشْرُوْنَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ يَرْجِعُ اِلٰى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ اِنَّهُ اَقَامَ فِيْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِيْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ بِمَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَةَ ثُمَّ بَدَا لِيْ اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَبِتْ فِيْ مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فِيْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِيْ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِيْنًا وَمَاءً -

২৬৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (রমযানের) মাঝের দশকে ইতিকাফ করেন। অতঃপর ২০তম দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং ২১তম দিনের সূচনাতে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতিকাফ করেন, তারাও নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর একবার রমযান মাসের মাঝের দশকে তিনি ইতিকাফ করলেন– যে রাতে তাঁর ইতিকাফ হতে ফিরে আসার কথা, সে রাতে (পুনরায়) ইতিকাফ আরম্ভ করলেন ও লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি সাধারণত এই (মধ্যম) দশকে ইতিকাফ করতাম। এরপর শেষ দশকেও ইতিকাফ করা আমার কাছে সমীচীন মনে হ'ল। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন নিজ ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমি এই (কদরের) রাত স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোত তা অনুসন্ধান কর। আমি স্বপ্নে নিজেকে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ২১তম রাতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তিনি যখন ফজরের সালাত থেকে ফিরলেন, তখন আমি তাঁর মুখমন্ডল কাদা ও পানিতে সিক্ত দেখলাম।

٢٦٣٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِيْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِيْ فِيْ وَسَطِ الشَّهْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَثْبُتْ فِيْ مُعْتَكَفِهِ وَقَالَ وَجَبِيْنُهُ مُمْتَلِئًا طِيْنًا وَمَاءً -

Goto List >

১৬৩৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রমযান মাসের মাঝের দশকে ইতিকাফ করতেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, "সে যেন তার ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে।" তিনি আরো বলেন, "তাঁর কপাল মুবারক কাদা ও পানিতে সিক্ত ছিল।"

٢٦٣٨- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِىْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلٰى سُدَّتِهَا حَصِيْرٌ قَالَ فَاَخَذَ الْحَصِيْرَ بِيَدِهٖ فَنَحَّاهَا فِىْ نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ اَطْلَعَ رَاْسَهٗ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهٗ قَالَ وَاِنِّىْ اُرِيْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَاَنِّىْ اَسْجُدُ صَبِيْحَتَهَا فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ فَاَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَقَدْ قَامَ اِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَاَبْصَرْتُ الطِّيْنَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِيْنُهٗ وَرَوْثَةُ اَنْفِهٖ فِيْهِمَا الطِّيْنُ وَالْمَاءُ وَاِذَا هِىَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ -

২৬৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রমযান মাসের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন। এরপর তিনি মাঝের দশকেও একটি তুর্কী তাঁবুর মধ্যে ইতিকাফ করলেন এবং তাঁবুর দরজায় একটি চাটাই ঝুলান ছিল। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে চাটাই ধরে তা তাঁবুর কোণে রাখলেন, এরপর নিজের মাথা বাইরে এনে লোকদের সাথে কথা বললেন এবং তারাও তাঁর নিকট এগিয়ে এল। তিনি বললেন, এই রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (ফিরিশতা) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে। লোকেরা তাঁর সংগে (শেষ দশকে) ইতিকাফ করল। রাসূলুল্লাহ আরও বললেন, স্বপ্নে আমাকে তা কোন এক বেজোড় রাতে দেখান হয়েছে এবং আমি যেন সেই রাতে কাদা ও পানির মধ্যে ফজরের সিজদা করছি। (রাবী বলেন), তিনি ২১তম রাতের ভোরে উপনীত হয়ে ফজরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ফলে ছাদ থেকে মসজিদে পানি বর্ষিত হল এবং আমি স্বচক্ষে কাদা ও পানি দেখতে পেলাম। তিনি ফজরের সালাত শেষে যখন বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর কপাল ও নাকের ডগা সিক্ত ও কর্দমাক্ত ছিল। আর তা ছিল রমযানের শেষ দশকের প্রথম (বা ২১তম) রাত।

٢٦٣٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ وَكَانَ لِىْ صَدِيْقًا فَقُلْتُ اَلاَتَخْرُجُ بِنَا اِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطٰى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نَسِيْتُهَا اَوْ اُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ وَاِنِّىْ اُرِيْتُ اَنِّى اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ قَالَ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ ـ

২৬৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ সালামা (রা) বলেন, আমরা পরস্পর কদরের রাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এরপর আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এলাম এবং তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে যাবেন না? তিনি একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রমযান মাসের মাঝের দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ইতিকাফ করলাম। আমরা ২১তম দিন ভোরে (ইতিকাফ থেকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, আমাকে স্বপ্নযোগে কদরের রাত দেখান হয়েছিল, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি অথবা আমাকে তা ভুলানো হয়েছে। তোমরা শেষ দশ দিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ কর। আমি আরও দেখেছি যে, আমি কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ইতিকাফ করেছে, সে যেন পুনরায় তার ইতিকাফে ফিরে যায়। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমরা (ইতিকাফের অবস্থায়) ফিরে গেলাম। আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখতে পাইনি। ইতিমধ্যে একখণ্ড মেঘ এল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল, এমন কি মসজিদের ছাদ হতে পানি প্রবাহিত হল। মসজিদের ছাদ খেজুর ডাটার ছাউনিযুক্ত ছিল। ফজরের সালাত আদায় করা হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা দিতে দেখলাম, এমন কি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٢٦٤٠ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى

كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَاَرْنَبَتِهِ اَثَرُ الطِّيْنِ۔

২৬৪০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে উভয়ের (মা'মার ও আল-আওযাঈ) বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করে ফিরলেন তখন আমি তাঁর কপালে ও নাকের ডগায় কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٢٦٤١۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ اَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ اُبِيْنَتْ لَهُ اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَاُعِيْدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهَا كَانَتْ اُبِيْنَتْ لِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ خَرَجْتُ لاُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ التَّاسِعَةُ فَاِذَا مَضَتْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ فَاِذَا مَضٰى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِمَانِ۔

২৬৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদরের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্যে তা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে রমযানের মধ্যেই দশ দিন ইতিকাফ করলেন। দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হ'ল। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তা খাটান হ'ল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ কর। তোমরা তা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাতে অন্বেষণ কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! আপনি সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরাই এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। আমি বললাম ৯ম, ৭ম ও ৫ম সংখ্যাগুলো কি? তিনি বললেন, যখন ২১তম রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ২২তম রাত শুরু হয়– এই হচ্ছে ৯ম তারিখ, ২৩ রাত

অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী রাত হচ্ছে ৭ম তারিখ এবং ২৫তম রাত অতিবাহিত হওয়ার পরের দিনটি হচ্ছে ৫ম তারিখ। ইব্‌ন খাল্লাদের বর্ণনায় "يحتقان"-এর শব্দের স্থলে "يختصمان" "শব্দের উল্লেখ আছে।

٢٦٤٢- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَاَرَانِىْ صُبْحَهَا اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَاِنَّ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ يَقُوْلُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ -

২৬৪২. সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআস ইব্‌ন কায়স আল-কিন্দী ও আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে ঐ রাতের ভোর সম্পর্কে স্বপ্নে আরও দেখান হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। রাবী বলেন, অতএব ২৩তম রাতে বৃষ্টি হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে (ফজরের) সালাত আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) বলতেন, তা ছিল ২৩তম।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْتَمِسُوْا وَقَالَ وَكِيْعٌ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

২৬৪৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের শেষ দশ দিনে তোমরা কদরের রাত (ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায়) অন্বেষণ কর এবং (ওয়াকী-এর বর্ণনায়) সন্ধানে সচেষ্ট হও।

٢٦٤٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَرَادَ اَنْ لاَّ يَتَّكِلَ النَّاسُ اَمَا اِنَّهُ قَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا فِى الْعَشْرِ

الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِيْ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْئٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِيْ أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا ـ

২৬৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা) ..... যির ইব্‌ন হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর রাত জাগরণ করে– সে কদরের রাতের সন্ধান পাবে। তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন, এর দ্বারা তিনি একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, লোকেরা যেন কেবল একটি রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। অথচ তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমযান মাসে শেষের দশ দিনের মধ্যে এবং ২৭তম রজনী। অতঃপর তিনি দৃঢ় শপথ করে বললেন, তা ২৭তম রজনী। আমি (যির) বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি কিসের ভিত্তিতে তা বলছেন? তিনি বললেন, বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে– যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন যেমন, সেদিন সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি থাকবে না।

٢٦٤٥ ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِيْ لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُهَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِيْ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْحَرْفِ فِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ بِهَا صَاحِبٌ لِيْ عَنْهُ ـ

২৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) কদরের রাত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর শপথ! কদরের রাত সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই জানি। শু'বা বলেন, আমার জানামতে তা হচ্ছে সেই রাত যে রাতে জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে রমযানের ২৭তম রজনী। "তা হচ্ছে সেই রাত যে রাতে আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।" এই বাক্যটুকু সম্পর্কে শু'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং বলেছেন, আমার এক বন্ধু তার শায়খের সূত্রে আমার নিকট ঐ কথা বর্ণনা করেছেন।

٢٦٤٦ ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِيْنَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ ـ

২৬৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কদরের রাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই (রাত) স্মরণ রাখবে, যখন চাঁদ উদিত হবে থালার একটি টুকরার ন্যায়।

١٣ـ كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

১৩. ইতিকাফ অধ্যায়

١٣ـ كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

১৩. ইতিকাফ অধ্যায়

٢٦٤٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ

২৬৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান রাযী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

٢٦٤٨ـ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ

২৬৪৮. আবুত-তাহির (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফি' (র) বলেন, মসজিদের যে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ করতেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তা আমাকে দেখিয়েছেন।

٢٦٤٩ـ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ـ

২৬৪৯. সাহল ইব্‌ন উসমান (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ

لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ـ

২৬৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, সাহল ইব্‌ন উসমান, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥١ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْسٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ

২৬৫১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকেই ইতিকাফ করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সমধর্মিণীগণও ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٢ـ حَدَّثَنَا يَحيى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَاِنَّهُ اَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ اَرَادَ الْاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَاَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَاِذَا الْاَخْبِيَةُ فَقَالَ اٰلْبِرَّ تُرِدْنَ فَاَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ ـ

২৬৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের সালাত আদায়ের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি (মসজিদের অভ্যন্তরে) তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা খাটান হ'ল। তিনি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার সংকল্প করলেন। উম্মুল মুমিনীন যয়নব (রা)-ও তাঁর তাঁবু খাটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটান হ'ল। অতঃপর নবী ﷺ -এর অপরাপর স্ত্রীগণও নিজ নিজ তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হ'ল। ফজরের সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে তাঁবুগুলো দেখতে পেলেন এবং বললেন, এর পেছনে কি কোন সৎ উদ্দেশ্য আছে? অতঃপর তিনি তাঁবুগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং তা তুলে ফেলা হ'ল। তিনি রমযানের ইতিকাফ ভংগ করলেন এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে এর কাযা করলেন।

٢٦٥٣ـ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اِبْنِ اِسْحَاقَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ اِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ اَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْاَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَافِ ـ

২৬৫৩. ইব্‌ন আবূ উমর, আমর ইব্‌ন সাওয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', সালামা ইব্‌ন শাবীব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন উয়ায়না, আমর ইবনুল হারিস ও ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় আয়েশা (রা), হাফসা (রা) ও যয়নব (রা) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তারা ইতিকাফের উদ্দেশ্যে তাঁবু খাটিয়েছিলেন।

١. بَابُ الْاِجْتِهَادِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশকে (ইবাদতের জন্য) সচেষ্ট হওয়া

٢٦٥٤ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ـ

২৬৫৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন।

٢٦٥٥ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ ـ

২৬৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না।

٢- بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশকের রোযা

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ -

২৬৫৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে (যিলহজ্জের) দশম তারিখে কখনও সওম পালন করতে দেখিনি।

٢٦٥٧- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ -

২৬৫৭. আবূ বকর ইব্ন নাফি' আবদী (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (যিলহজ্জের) দশ তারিখে সওম পালন করেননি।